অনামিকা সূর্যমুখী

শ্রীদিলীপকুমার রায়

অধ্যয়ন
২০এ, গোবিন্দ সেন লেন
কলিকাতা-১২

প্রকাশক
শ্রীযতীন্দ্রকুমার ঘোষ
'অধ্যয়ন'
২০এ গোবিন্দ সেন লেন
কলিকাতা-১২

মূল্য : বারো টাকা

মুদ্রক
শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ
সুশীল প্রিণ্টার্স
২, ঈশ্বর মিল বাই লেন
কলিকাতা-৬

BLESSINGS

Dilip,

When you write your poetry, the psychic being is always behind it. Even when you are in the depths of mental and vital despondency, as soon as you write your psychic being intervenes and throws its self-expression into what you write. It is this that has made people—with some inner life in them, those that have some touch of the spiritual—feel these poems of yours so much...Poetry and music come from the inner being and to write or to compose true and great things one has to have the passage clear between the outer mind and something in the inner being. That is why you got the poetic power as soon as you began Yoga—the Yogic force made the passage clear...I did not write to you because writing especially on these things, your poetry and your music, seemed to me superfluous—your success in these things has become a *chose acquise*...But truly you are a unique and wonderful translator. How you manage to keep so close to the spirit and turn of your original and yet make your versions into true poems is a true marvel! Usually faithful translations are flat and those which are good poetry transform the original into something else, as Fitzgerald did with Omar or Chapman with Homer...Your sonnets are very beautiful indeed. The rhythm seems to come of itself. I note the lyrical note of your sonnets which you have preserved throughout. That is a feat! Glorious crop of poetry! Go on in the path of Yoga without doubt of the ultimate success: surely you cannot fail.

Sri Aurobindo

আশীর্বাদ

দিলীপ, কল্যাণীয়েষু

নিম্নে সরোবর স্তব্ধ হিমাদ্রির উপত্যকাতলে ;
ঊর্ধ্বে গিরিশৃঙ্গ হ'তে শ্রান্তিহীন সাধনার বলে
তরুণ নির্ঝর ধায় সিন্ধু সনে মিলনের লাগি'
অরুণোদয়ের পথে। সে কহিল, "আশীর্বাদ মাগি,
হে প্রাচীন সরোবর।" সরোবর কহিল হাসিয়া,
"আশীষ তোমার তরে নীলাম্বরে উঠে উদ্ভাসিয়া,
প্রভাত সূর্যের করে ; ধ্যানমগ্ন গিরি-তপস্বীর
নিরন্তর করুণায় বিগলিত আশীর্বাদ নীর
তোমারে দিতেছে প্রাণধারা। আমি বনছায়া হ'তে,
নির্জনে একান্তে বসি' দেখি তুমি নির্বারিত স্রোতে
সঙ্গীত-উদ্বেল নৃত্যে প্রতিক্ষণে করিতেছ জয়
মসীকৃষ্ণ বিঘ্নপুঞ্জ পথরোধী পাষাণসঞ্চয়
গূঢ় জড় শত্রুদল। এই তব যাত্রার প্রবাহ
আপনার গতিবেগে আপনাতে জাগায় উৎসাহ।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিরাস্তে সক্ত পক্ষান ঃ

দিলীপকুমার দুর্লভ রূপ গুণ ও প্রতিভা লইয়া "শ্রীমতাং গেহে" জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—তাঁর পিতৃকুল মাতৃকুল উভয়ই গৌরবময়। ইচ্ছা করিলে তিনি রাজকীয় যে-কোনো উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেন কিন্তু ধন মান যশ প্রতিপত্তি কোনো কিছুই তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই—প্রাক্তন পুণ্যফলে তিনি আকৈশোর কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত। অগাধ পাণ্ডিত্য, অনবদ্য কণ্ঠলাবণ্য, লোকোত্তর প্রতিভা—এসবও বাহ্য। তিনি ভক্ত—এই তাঁর পরিচয়।

দিলীপকুমার প্রথম যৌবনেই যখন ভক্তিপথের পথিক হন তখন বিস্ময়ে ব্যথায় অনেক বলিয়াছিলেন: "এত সকাল সকাল কেন বাবা?" তিনি উত্তরে হয়ত সজল নয়নে বিনয় বচনে বলিয়াছিলেন: "পথ যে বড় কঠিন ও সুদূর বাবা!"

দিলীপকুমার শ্রীঅরবিন্দের সান্নিধ্য স্নেহ ও মহাশিস্ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে কাব্যগ্রন্থখানির নামকরণ করিয়াছেন—অনামী। ঠিক নামই হইয়াছে—তিনি তো নামের কাঙাল নহেন—এক হরিনাম ছাড়া।

অনামীর অধিকাংশ কবিতাই ভাবময়, প্রাণময়, কবিত্বের নিবিড় অনুভূতিতে রঞ্জিত। কবি যে মালতীর মালা গাঁথিয়াছেন তাহা কেবল মালতীর মালাই নহে, গোবিন্দজীর শ্রীচরণে নিবেদিত প্রসাদী মাল্য—রসিক ও অনুরাগী পাঠক তাহা বুঝিবেন। দিলীপকুমার তাঁর সুধাসত্রে প্রাণ ভরিয়া ঠাকুরের ভোগারতি করিতেছেন, সেখানে আমাকে কাঁসর বাজাইবার অধিকার দিয়া ধন্য করিয়া চাহিয়াছেন আমার আশীর্বাণী। তথাস্তু:

বৃন্দাবনচন্দ্র বুকে কণ্ঠ সুধাস্যন্দী যার,
কাব্য যাহার মণির খনি, চিন্তামণির নাচদুয়ার,
তার পরিচয় কী দিব আর? ভক্তিকণা ভিক্ষা চাই—
উল্লাসে মৃৎপ্রদীপ জেলে সবায় ডেকে চাঁদ দেখাই।
হবে হে অনামীর কবি—আসছে তোমার শুভক্ষণ
হরির মিলনমহোৎসবে নিজের নামটি বিস্মরণ।

কোগ্রাম

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৫ই শ্রাবণ, ১৩৬৫

শুভেচ্ছার উত্তর

শ্রীকুমুদরঞ্জন ভক্ত কবি সাধকেষু,

তারেই বলি কবি—যে চায় সুন্দরে তার অন্তরে
ভক্ত যাচে ভগবানে—গড়েন যিনি সুন্দরে।
ভক্ত কবি একাধারে—বাউল তুমি প্রাণখোলা,
নও শহুরে মানুষ—তুমি গ্রামের মানুষ মনভোলা।
একতারাটি বাঁধা তোমার একজনারি প্রেমসুরে,
পায়ে পায়ে ছন্দ তাঁরি বাজিয়ে চলো নূপুরে।

তথ্য পেয়ে মুগ্ধ সবাই!—জানল বিজ্ঞে আজ কতই!—
অণু থেকে নীহারিকা—যতই হাতায় পায় ততই—
জানতেই চায় সব কিছু, না মানতে চেয়ে—যাঁর বরে
সব কিছু রয় আজো উজল— জীবন উছল যাঁর তরে।

তুমি এমন ভুল করো নি, বেঠিক পথের নও পথিক,
বাসলে ভালো তাঁকেই—প্রিয় যাঁর চেয়ে কেউ নয় অধিক।
শিল্পী মানী ধনী জ্ঞানী—অঢেল মেলে এই ভবে,
তাঁরাই নাকি সভ্যতাকে করেন ধারণ—গায় সবে।
চেয়ে তাঁদের নেকনজর আজ নজর অঝোর দেয় তারা
পায়ে তাঁদের—হাঁকে যাঁদের হয় তারা আপনহারা।
নাম করে যে তাঁর শুধু, ধায় শুধুই তাঁরি সন্ধানে
ভিখ পায় না সেই ভুবনে!—তাঁর লীলা কি কেউ জানে?

এই দলেই যে নাম লেখালো—সেই তোমাকে প্রাণ খুলে
আমরা দুজন করি বরণ।—তাঁর নামের তুফান তুলে
চলো তুমি সোজা পথে—শুনল বা না শুনল কেউ
কী আসে যায়? গান গেয়ে যায় যারা প্রেমের জাগিয়ে ঢেউ
সংখ্যা তাদের কম হয় হোক—ধন্য তারাই ভক্তপ্রাণ—
কোটির মাঝে গোটিক মেলে কৃষ্ণ-অনুরক্ত প্রাণ!
এই গোটিকের মাঝে তুমি পুণ্য-অমল একজনা:
তাই তোমাকে বাসি ভালো—করি তোমার বন্দনা।

জন্মাষ্টমী, ১৩৬৫ দিলীপ

ভূমিকা

সুরের বাউল

সাক্ষাৎ পরিচয় খুব বেশিদিনের নয়—কিন্তু পরোক্ষ পরিচয় সেই যৌবনকাল থেকে। কি করে একখানা "অনামী" হাতে এল। বিশ্বের গুণী জ্ঞানীর দুয়ারে এমন মাধুকরী করে বেড়ানো—এটি তো আর দেখি নি! মহত্ব যেখানে যেভাবেই ফুটুক না কেন, তাকে শ্রদ্ধা করা, তার কাছে অঞ্জলি পাতা, তার দানকে আপন করে সবার করা—বাঙালিয়ানার সঙ্গে এ তো ঠিক খাপ খায় না! দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম।

তারও আগে সুরের বাউলকে পত্রিকার পাতায় দেখেছিলাম সুরের সন্ধানে একতারা হাতে ভ্রাম্যমাণ—ঠিক মনে পড়ছে না, বোধহয় তখনকার খ্যাতনামা সাপ্তাহিক 'বিজলী'তে দেখলাম—বাউল পণ্ডিচেরিতে। দেখি—চোখে বিস্ময়, মনে সংশয়ের দোলা! এ কি স্বপ্ন না মায়া? এ কী দেখছি? এরা কী করছে?

মন বলল: এবার তোমার নিজের ঘর খুঁজে পেয়েছ বাউল, তোমাকে আর ফিরতে হবে না। পরের একটি সংখ্যাতেই দেখলাম—অনুমান সত্য হয়েছে—বাউল সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছে।

শুরু হল আর এক জীবন, কিন্তু তার জন্যে বাউলকে কিছুই ছাড়তে হল না, মুক্তছন্দা স্বভাবের উপর অলখের স্মিত হাস্যের আলো এসে পড়ল, জীবনের যা কিছু সুন্দর যা কিছু মহৎ সে আলোয় ঝলমলিয়ে উঠল।

কিন্তু মাধুকরী বৃত্তি যাবার নয়—এবার মাধুকরী সাক্ষাৎ রত্নাকরের কাছে: বছরের পর বছর চলল গুরু-শিষ্য সংবাদ—পত্রের মাধ্যমে। "আশ্চর্যো বক্তা, কুশলোঽস্য লব্ধা, আশ্চর্য: শ্রোতা কুশলানুশিষ্ট:—"*

এত স্নেহ, এমন প্রপত্তি—দুয়ের মণিকাঞ্চনযোগ সত্যি সুদুর্লভ। শ্রীঅরবিন্দকে এমন করে কজন দোহন করেছে জানি না। লাভ আমাদেরই।

---

* শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্য: শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যু:
আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধাশ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্ট:॥ (কঠোপনিষদ)

অর্থাৎ আত্মা সম্বন্ধে অনেকে শুনতে পারে না, বা শুনলেও ধারণা করতে পারে না, সেই আত্মার কথক বিরল, তার সমঝদারও নিপুণ—নিপুণ গুরুর মুখে তার তত্ত্ব শুনলে তবে কেউ কেউ তার নাগাল পায়।

মরমিয়া বললেন—গুরু আর গোবিন্দ এক—অতি গভীর কথা—ভাবের কথা, আবিষ্টা প্রকৃতির কথা, কিন্তু গোবিন্দই আবার বারবার বলেছেন—ব্যক্তিকে ছাপিয়ে অব্যক্ত—একথা ভুলো না।

পুরুষ তা ভোলে না, তখন গুরুকে ছাপিয়ে গোবিন্দ—গোবিন্দই গুরু, বাউলের মনে তাই সংশয় জাগে। গুরু হেসে বলেন "গোবিন্দের মধ্যেই তুমি আমাকে পাবে।"

এই পৌরুষের বীজ অলক্ষ্যে স্ফুরিত হল এক নিরভিমান গুরুতে, গোবিন্দরতি মূর্তিমতী হয়েছিল মীরার চৈতন্যে, সেই চৈতন্য এসে লীলাচ্ছলে আশ্রয় করল বাউলকে।

বাউলের সব গেল—কণ্ঠে রইল শুধু গান, সে-গান গোবিন্দেরই গান, আর কিছুর নয়—অত বড় সুরপ্রতিভা—এখানেও সেই মাধুকরী বৃত্তি নিঃশেষে নিয়োজিত হল গোবিন্দের গুণকীর্তনে।

মুগ্ধ বিস্ময়ে বলি: "ধন্য।"

দিলীপকুমারের অনেক গুণ, অনেক কীর্তি। তালিকা করবেন গুণী সমজদারেরা। আমার কাছে তাঁর শ্রেষ্ঠ আর অন্তিম পরিচয়—তিনি 'সুরের বাউল'।

অনামীতে মাধুকরী, সূর্যমুখীতে প্রাণের সুরের অঞ্জলি। অনামিকা সূর্যমুখীতে বাউলের বিশিষ্ট পরিচয় সবার অভিনন্দনীয় এবং আদরণীয়।

ইতি চৈত্র, ১৩৭১

অনির্বাণ

"অনামী"র দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

প্রায় পঁচিশ বৎসর আগে যখন "অনামী" প্রকাশিত হয় তখন রবীন্দ্রনাথ তার নামকরণ ক'রে একটি আশীর্বাদী কবিতা লিখে পাঠান। প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনা করেন স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথ। অনামীর দ্বিতীয় সংস্করণে কবিগুরুর আশীর্বাণীটি প্রথমেই দেওয়া হ'ল আমার পরম প্রণম্য গুরুদেব শ্রীঅরবিন্দের আশীর্বাদী পত্রাংশের পরেই। আজ রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দকে সকৃতজ্ঞে স্মরণ করছি আরো এই জন্যে যে আমার কাব্যজীবনের বিকাশে তাঁরা নানা ভাবে নির্দেশ ও উৎসাহ না দিলে অনামী হয়ত ভূমিষ্ঠই হ'ত না। শ্রীঅরবিন্দের ভবিষ্যদ্বাণী আমার কাছে শুধু অবিস্মরণীয় নয়—আশ্চর্যও বটে, কারণ যখন আমি প্রথম অনামী প্রকাশ করি তখন আমি সত্যিই জানতাম না যে যোগশক্তির বলে কবিশক্তিরও স্ফূরণ হওয়া সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এ নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন তাঁর দুটি পত্রে :—চৈত্র ১৩৩৭ ও ৫ই বৈশাখ ১৩৩৮।*

অনামীর আশাতীত আদর হয়েছিল। কবিতার বই কোনো দেশেই বেশি কাটে না, তবু অনামী প্রথম সংস্করণ অল্পদিনেই নিঃশেষ হ'য়ে যায়। তদবধি আমার অনেক বন্ধুবান্ধবই থেকে থেকে আমাকে তাগিদ দিয়ে এসেছেন অনামীর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করবার জন্যে। কিন্তু অতঃপর বাংলা তথা ইংরাজিতে একের পর এক এত নতুন বই লিখতে হ'ল যে পুরানো বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করবার না ছিল সময়, না উৎসাহ। জীবনের সায়াহ্নে মনে হ'ল—অনামীর দ্বিতীয় সংস্করণে আমার শ্রেষ্ঠ কবিতার একটি চয়নিকা প্রকাশ ক'রে রেখে যাই তাঁদের জন্যে যাঁরা ভাগবতী কবিতায় রস পান। আমার এক সাহিত্যিক বন্ধু সম্প্রতি আমাকে লিখেছিলেন—সাবধান করতে চেয়ে—যে আমার ভক্তসত্তা আমার সাহিত্যিক সত্তাকে আচ্ছন্ন ক'রতে চাইছে। তার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। যাঁর আলোতে ভুবন আলো (যস্য ভাষা সর্বমিদং বিভাতি) তাঁর ধ্যানে যদি আমার ভক্তসত্তা আমার আর সব সত্তাকে ছাপিয়ে ফুলের মতন ফুটে ওঠে তবে আমার পক্ষে তার চেয়ে বাঞ্ছনীয় পরিণতি—consummation devoutly to be wished—আর কী হতে পারে? চৈতন্যদেবের প্রার্থনা মনে পড়ে :

> ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
> মম জন্ম জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।

---

* আমার "তীর্থঙ্কর" গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী দ্রষ্টব্য।

চায় না আমার প্রাণ ধনজনযশোমান,
দয়িতা তিলোত্তমা, কবিতামধু :
চাই শুধু—যেন থাকে ভক্তি অহৈতুকী
জন্মে জন্মে তব চরণে, বঁধু!

অনামীর এ দ্বিতীয় সংস্করণে আমার আগেকার অনেক কবিতাকেই বাদ দিতে হয়েছে নানা নতুন গান ও কবিতার ঠাঁই করতে যেগুলির দ্বারা আমি পরিচিত হ'তে চাই তাদের কাছে যাঁরা অনামীকে নামের মন্দিরে আবাহন ক'রে নামভজনে "নামী"কে পেতে চান।

পরিশেষে লঘুগুরু ছন্দ সম্বন্ধে শুধু একটি কথা বলতে চাই—যদিও আমার "ছান্দসিকী" গ্রন্থে আমি এ নিয়ে বিষদ আলোচনা করেছি। তবু আমার অনেক সহৃদয় বন্ধুও যখন দেখি এ ছন্দ পড়তে বেগ পান তখন আত্মরক্ষার্থে কিছু বলা অশোভন হবে না—পুনরুক্তি সত্ত্বেও।

কথাটি এই যে, আমার অনামীতে আমি যে লঘুগুরু ছন্দে নানা কবিতা রচনা করেছি সে ছন্দোরীতি কোনো নব প্রবর্তন নয়। ভারতচন্দ্র, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, শশিশেখর, গোবিন্দদাস…প্রমুখ বহু কবিই এ ছন্দে অপরূপ পদাবলী রচনা করে বাংলা কাব্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ক'রে রেখে গেছেন। তাঁদের পরে এ যুগেও অনেকে এ ছন্দে কবিতা লিখেছেন—যথা শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী আরো কয়েকটি অখ্যাত কবি। কিন্তু এঁদের মধ্যে রসোত্তীর্ণ কবিতা রচনা করেছেন দুজন—রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল। (নিশিকান্ত প্রমুখ কবির রচনা বিশেষ চালু হয় নি ব'লে তাঁদের কথা বললাম না—যাঁরা এঁদের রচনার পরিচয় পেতে চান তাঁদের দৃষ্টি আমার "গীতশ্রী" স্বরলিপি পুস্তকের দিকে আকৃষ্ট করা ছাড়া উপায় নেই।) এ নিয়ে আমি সম্প্রতি প্রবাসীতে এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছি ও শ্রীপ্রবোচন্দ্র সেন আমাকে সমর্থন ক'রে যে চিঠি লিখেছেন সেটিও ছাপা হয়েছে। কিন্তু যাক এ ঐতিহাসিক কচকচি। আমার নিবেদন এই যে, আমাদের কাব্য-রসিকেরা যদি শ্রদ্ধার কানে লঘুগুরুছন্দে বাঁধা গানগুলি শোনেন তবে নিশ্চয়ই এ ছন্দে সংস্কৃত স্বরান্ত গুরুস্বরের প্রবর্তনে গভীর আনন্দ পাবেন—আর সেইটেই বড়কথা—এ ছন্দে কবিতা বা গান আবৃত্তি করলে রসিকের অনুশীলিত শ্রুতি সাড়া দেয় কি না। বাকি সব বিতণ্ডা বাহ্য—শুধু "বাক্যের ঝড় তর্কের ধূলি"।

কেবল আর একটি কথা : রবীন্দ্রনাথের "জনগণমন" গানটি জাতীয় সঙ্গীত ব'লে নির্বাচিত হওয়ার একটি প্রধান কারণ—এ গানটি সংস্কৃত লঘুগুরু ছন্দে রচিত হওয়ার দরুণ অবাঙালিরাও সহজেই উচ্চারণ করতে পারেন সংস্কৃত ছন্দের মূল সূত্র মেনে।

তাই আমার মনে খেদ আছে যে, এ যুগে আমরা এ ললিত উদাত্ত ছন্দটির চর্চা করা ছেড়ে দিয়েছি। আশা করি রুচির ফের পরিবর্তন হবে প্রতিভাশালী কবিরা এ ছন্দে কবিতা লিখলে। ইতি বৈশাখ ১৩৬৪

অনামিকা সূর্যমুখীর নিবেদন

আমার আন্তর জীবনের বিকাশে সব চেয়ে বড় সহায় হ'য়ে এসেছে আমার গান ও সাহিত্য। কতবারই এমন হয়েছে যে, জপতপে মন বসেনি, কিন্তু কবিতা লিখতে বসতে না বসতে মন আলো হ'য়ে উঠেছে। বিশেষ ক'রে সূর্যমুখীর নানা কবিতা লেখার সময়ে কী অসহ পুলকে যে আমার অন্তর ছেয়ে যেত ভাবতেও আজ যে শিহরণের ঢেউ খেলে যায় আমার মনে।

এ হেন সূর্যমুখীর দ্বিতীয় সংস্করণ নানা কারণে এতদিন প্রকাশ করতে পারি নি ব'লে সময়ে সময়ে দুঃখ হয়েছে বৈকি। কিন্তু উপায় কি? একে ধর্মীয় কবিতা, তার উপর সূর্যমুখীর অনেক কবিতাই সুদীর্ঘ—এযুগে এ শ্রেণীর রচনা সমাদৃত হবে কি?—প্রশ্ন জাগত। তাছাড়া প্রকাশকই বা মিলবে কোন হাটে? এ নিয়ে সাতপাঁচ ভাবছি ক্ষুণ্ণমনে এমন সময়ে বাঞ্ছাকল্পতরু আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন বন্ধুবর ধার্মিক শ্রীযতীন্দ্রকুমার ঘোষকে। আরো অনেকে বললেন (আমাকে উৎসাহিত করতে) যে, যে কাব্যগ্রন্থ শ্রীঅরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ পেয়েছে তার দুর্গতি হ'তেই পারে না—কাব্য রসিকরা সাড়া দেবেন দেবেন দেবেন—এযুগেও।

এ শুভার্থীদের ভবিষ্যদ্বাণী ফলুক বা না ফলুক, মনে হ'ল আমার প্রকাশক যখন মিলেছে তখন অনামী ও সূর্যমুখীর রাজযোটক প্রকাশ করাই পন্থা—আরো এই জন্মে যে, আমার 'মধুমুরলী' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হবার পরে আশা করা যায় 'অনামিকা—সূর্যমুখী' অনাদৃত হবে না। হোক বা না হোক গীতার 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন' নির্দেশ শিরোধার্য ক'রে বসলাম অনামী ও সূর্যমুখী থেকে বাছাই ক'রে কবিতামালা গাঁথিতে—সেই সঙ্গে নূতন নানা কবিতাও জুড়ে। আমার বক্তব্য এই যে, আমি 'মধুমুরলী', 'অনামিকা-সূর্যমুখী', 'কৃষ্ণকথাকাহিনী', 'মীরাবৃন্দাবনে' ও 'শ্রীচৈতন্য' এই পাঁচটি কাব্যগ্রন্থের দ্বারাই ভাবীকালের কাব্যরসিকদের সঙ্গে পরিচিত হ'তে চাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ যুগে যদি এ জাতীয় প্রত্যক্ষ ধর্মীয় উপলব্ধিভিত্তিক কাব্যের আদর না-ও হয় অনাগত কালের দরবারে তারা আদৃত হবেই হবে। (মধুমুরলীতে আমার "শতবর্ষ পরে" কবিতা দ্রষ্টব্য)

এবার বর্তমান চয়নিকাটি সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলতে চাই।

১। অনামীতে শ্রীঅরবিন্দের "সাবিত্রী" ও অন্যান্য যে সব কবিতার অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলি আমার "যুগর্ষি শ্রীঅরবিন্দ" গ্রন্থে প্রকাশিত

হয়েছে ব'লে এ সংস্করণে বাদ দেওয়া হ'ল। কবি এ-র-ই OUTCAST ও KRISHNA এ-দুটি কবিতায়ও অনুবাদ যুগর্ষিতে দ্রষ্টব্য।

২। সুদূর প্রবাসে থেকে অনামিকা সূর্যমুখীর মতন বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ নিখুঁত ভাবে প্রকাশ করা অতি দুরূহ ব্যাপার তাই বহু মুদ্রাপ্রমাদ হয়েছে। কেবলমাত্র মারাত্মক মুদ্রাকর প্রমাদগুলির নির্দেশ দিয়ে একটি শুদ্ধিপত্র বইয়ের শেষে দেওয়া হ'ল। অন্যান্য মুদ্রণ প্রমাদ সহজেই ভুল ব'লে সনাক্ত করা যাবে। কিন্তু একটি মস্ত ভুল হ'য়ে গেছে—কবি এ-রই অনেকগুলি কবিতার অনুবাদ (যা অনামিকা-সূর্যমুখীর প্রথমদিকে দেবার কথা ছিল) বাদ প'ড়ে গেছে। এ-ই আমার অতি প্রিয় কবি তাই এখানে পরিশিষ্টতে সে কবিতাগুলি দেওয়া হ'ল—তাঁর শেষ স্নেহলিপির সঙ্গে।

(৩) অনেকগুলি নতুন কবিতার অনুবাদ বিন্যস্ত হ'ল বিশেষ ক'রে তাঁদের জন্যে যাঁরা আমার অনুবাদ ভালবাসেন।

(৪) অনামীতে প্রকাশিত মহাভারতের নানা সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ আমার কৃষ্ণকথাকাহিনীতে মিলবে (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রকাশনী) তাই এ-সংস্করণে বর্জিত হ'ল।

ভবিষ্যতে আর কোনো কাব্য গ্রন্থ প্রকাশ করা ঘটে উঠবে কি না ঠাকুরই জানেন। আমার বহু গান ও কবিতাই 'অনামিকা সূর্যমুখী' তথা 'মধুমুরলী'তে বিন্যস্ত হয় নি। যদি ঠাকুরের ইচ্ছা হয় তবে আর একটি চয়নিকায় সেগুলি প্রকাশ করার সাধ আছে—তবে জানি না সে সাধ পূর্ণ হবে কি না। জানি কেবল একটি কথা যে, কবিতা আমি শেষ পর্যন্ত লিখে যাবই যাব—শুধু গভীর আনন্দের তাগিদেই নয়, গান ও কবিতা চিরকাল আমার সাধনায় পরম সহায় হ'য়ে এসেছে ব'লেও বটে। অতঃপর প্রকাশন? সে ভার অপরের। ধর্মীয় কবিতার যখন আবার আদর বাড়বে (বাড়বেই বাড়বে এ নিশ্চয়) তখন সে ভার তাঁরা নেবেন যাঁরা ধর্মীয় কবিতা ও গান আন্তরিক ভালোবাসেন। আমার কাজ কেবল কবিতা লেখা, গান বাঁধা ও সুর দেওয়া। ব্যস।

আরো অনেক কথা বলার ছিল, কিন্তু ভূমিকার কায়াকে আর স্থূলতর করা অশোভন হবে বলেই নিরস্ত হলাম। ইতি

হরিকৃষ্ণ মন্দির পুণা

জন্মাষ্টমী ১৩৭৭

সূচীপত্র

অনামী

পৃষ্ঠা

কবিতাকুঞ্জ

গীতি-গুঞ্জন

পৃষ্ঠা

লঘুগুরু ছন্দের গীতিকা

গীতিমালিকা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

সূর্যমুখী

পরিশিষ্ট

George. W. Russell (A. E.)

অনামী

মণিমঞ্জুষা

The poet writes from a real experience : the amateur feigns one. Talent amuses, but if your verse has not a necessary autobiographical basis, though under whatever gay poetic veils, it shall not waste time······Emerson

প্রতি রক্তবিন্দু দিয়া লভিয়াছে যারে হিয়া—আঁকে তারে কবি :
কবি চিত্রী নহে যারা—আবেগের ভানে তারা রচে কাব্য, ছবি।
চঞ্চল মনীষা হায়, ক্ষণিক প্রমোদ চায়! কোথা বলো তার
প্রাণের সাধনা-দীপ্তি অচঞ্চল সত্যভিত্তি—গৌরবী, দুর্বার?
তব সৃষ্টিতলে যদি তোমার জীবন-নদী না বহে উচ্ছল,
তবে শুধু রঙ্গগানে মঞ্জরিবে কার প্রাণে পল্লব পুষ্পল?

উৎসর্গ

কথাসাহিত্যের মুকুটমণি

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে

চির দরদী ! বলো উজাড়ি' পদে কেমনে দিব ভকতি ?
সহ দরদে বুঝি' প্রাণের পূজা—প্রকাশে কোথা শকতি ?
আসে বাণীর বরে কচিৎ কবি, শিল্পী, ঋষি, স্বপনী—
রহে যাদের তরে বসুন্ধরা তৃষিতা দিন-রজনী।

যবে রিক্ততায় চিত্ত কাঁদে—ঘনায় গাঢ় বেদনা,
তব স্পর্শমণি স্বর্ণ করে বর্ণহীন চেতনা।
প্রেমী ! তোমারি কাছে শিখেছি—নহে কিছুই বৃথা নহে গো !
যবে সুরেলা গুণী বাজায় বীণা—বেসুর কবে রহে গো ?

তব ইন্দ্রজালে পলকে মেঘে দামিনী তোলো জাগায়ে,
দাও পুণ্য রূপগঙ্গাধারে দৈন্য যত ভাসায়ে।
দেখ লাঞ্ছিতেও দেবতা, তাই বরণ করো সবারে—
তব কল্পনার কৌমুদীতে বিছায়ে আলো আঁধারে।

তুমি শিখাতে এলে—কেমনে ম্লান জীবনতরুমূলে গো—
ফোটে পঙ্কবুকে পঙ্কজিনী, পুলক ওঠে দুলে গো !
তুমি শারদ মধুচন্দ্র—ঝরে জ্যোৎস্না তব যেখানে,
ওঠে নগণ্যও ধন্য হ'য়ে দীপিয়া মর ধেয়ানে।

স্নেহধন্য

দিলীপ

কালিদাস

ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণরূপে গৌরীকে পরীক্ষাচ্ছলে শিব মহেশ্বরের নামে অকথ্য নিন্দা করায় গৌরীর ক্রোধোক্তি (কুমারসম্ভব—কালিদাস) :

বিপৎপ্রতীকারপরেণ মঙ্গলং নিষেব্যতে ভূতিসমুৎসুকেন বা।
জগচ্ছরণ্যস্য নিরাশিষঃ সতঃ কিমেভিরাশোপহতাত্মবৃত্তিভিঃ॥
অকিঞ্চনঃ সন্ প্রভবঃ স সম্পদাং ত্রিলোকনাথঃ পিতৃসদ্মগোচরঃ।
স ভীমরূপঃ শিব ইত্যুদীর্যতে ন সন্তি যাথার্থ্যবিদঃ পিনাকিনঃ॥
তদঙ্গসংসর্গমবাপ্য কল্পতে ধ্রুবং চিতাভস্মরজো বিশুদ্ধয়ে।
তথা হি নৃত্যাভিনয়ক্রিয়াচ্যুতং বিলিপ্যতে মৌলিভিরম্বরৌকসাম্॥
অসম্পদস্তস্য বৃষেণ গচ্ছতঃ প্রভিন্নদিগ্বারণবাহনো বৃষা।
করোতি পাদাবুপগম্য মৌলিনা বিনিদ্রমন্দাররজোঽরুণাঙ্গুলী॥
বিবক্ষতা দোষমপি চ্যুতাত্মনা ত্বয়ৈকমীশং প্রতি সাধু ভাষিতম্।
যমামনন্ত্যাত্মভুবোঽপি কারণং কথং স লক্ষ্যপ্রভবো ভবিষ্যতি॥

বিপদে যে-জন খুঁজে প্রতিকার, চাহে যে বিভূতি সিদ্ধি,
মঙ্গলতৃষা জাগে প্রাণে তার, যাচে সে ধনসমৃদ্ধি।
এ-জগৎ যার আশ্রয় মাগে, নিরাশী যে নিঃসঙ্গ,
আশানিরাশার ঐহিকরাগে তার কোথা যোগভঙ্গ ?

সম্পদ যার নাই ত্রিভুবনে, সম্পদ যার ভৃত্য,
শ্মশানে বিহরি' রহে নিজমনে ত্রিলোকেশ্বর দীপ্ত,
বাহিরে যে ধরে রুদ্রের রূপ, অন্তরে শিব শান্ত,
ত্রিলোক জানে না তাহার স্বরূপ—তুমি কী জানিবে, ভ্রান্ত ?

জানো কি—পরশি' অঙ্গ তাহার চিতার ভস্ম নিঃস্ব
হয় পূতরজ—আশিস যাহার যাচে এ-নিখিল বিশ্ব ?
জানো কি বিপ্র—নটরাজ যবে করে তাণ্ডব নৃত্য,
দেবগণ ধরে শীর্ষে গরবে সে-পদরজ পবিত্র ?

নিন্দিলে বলি'—"বৃষভবাহন"! জানো কি স্বয়ং ইন্দ্র
মাতঙ্গ হ'তে নামিয়া ধারণ করে সে-পদারবিন্দ?
জানো কি—যখন দেবরাজ তার নমি' শির পদ বন্দে,
কেশের তাহার রাঙা মন্দার সে-চরণ রাঙি' নন্দে?

শুধু নিন্দকবর অভাজন! একটি কহেছ সত্য:
হাসিলে যখন: "জানে না ভুবন মহেশ-জন্ম-তত্ত্ব!"
সত্য। যাহার আদেশে প্রথম জন্ম লভে স্বয়ম্ভু,
ভুবন জানিবে তাহার জনম—যে অনাদি শিবশম্ভু? (কালিদাস)

* * *

শিশু সর্বদমনকে দেখে নিজের পুত্র ব'লে চিনতে না পেরে দুষ্মন্তের স্বগতোক্তি (শকুন্তলা—কালিদাস):

আলক্ষ্যদন্তমুকুলাননিমিত্তহাসৈ-রব্যক্তবর্ণরমণীয়বচঃ প্রবৃত্তীন্।
অঙ্কাশ্রয়প্রণয়িনস্তনয়ান্ বহন্তো ধন্যাস্তদঙ্গরজসা মলিনী ভবন্তি॥

মরি, ক্ষণে ক্ষণে দীপি' কলিকাদশন
হাসে অকারণ সুন্দর
শিশু কার গো এমন মনোহর?
আহা, আধ আধ ভাষ অধরে না ফুটে
তবু কথা ছুটে সুন্দর!
বাঁধ অপরূপ টুটে মনোহর!
ভবে ধন্য সে-পিতা—স্নেহকোলে যার
সন্তান তার উছসি'
উঠে অঙ্গ তাহার পরশি'!
ল'য়ে নিজ অঙ্গের ধূলিবালি রাশি
অশঙ্কে আসি' উলসি'
উঠে উচ্ছলি' হাসি'—পরশি'
পিতারে পরশি'!

বিরহিণী শকুন্তলাকে দূর থেকে দেখে দুষ্মন্তের খেদোক্তি :

*

বসনে পরিধূসরে বসানা নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণী।
অতি নিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্তি॥

হায়, ধূসর মলিন বসনে কেমনে
একবেণীধৃতা শুদ্ধচরিতা বিরহব্রত যাপিছে
দীর্ঘ বিরহ একেলা যাপিছে!

হেন ঘোর উপবাসে শীর্ণ আননে
অকরুণতম আচরণ মম স্মরিয়া কেমনে কাটিছে
তাহার দিবস কেমন কাটিছে!

* * *

রতি সহমৃতা হবেন ব'লেই তাঁর মনে পড়ল (রঘুবংশ—কালিদাস) :

মদনেন বিনাকৃতা রতিঃ ক্ষণমাত্রং কিল জীবিতেতি মে।
বচনীয়মিদং ব্যবস্থিতং রমণ ত্বামনুযামি যদ্যপি।
ক্ষণকালও রতি মদনবিহনে ছিল প্রাণ ধরি' ধরা 'পরে :
সহমৃতা আজ হ'লেও ভুবনে এ-কালিমা রবে চিরতরে।

তবুও রতি সহমরণে যাবেন, কেননা

শশিনা সহ যাতি কৌমুদী সহ মেঘেন তড়িৎ প্রলীয়তে।
প্রমদা পতিবর্ত্মগা ইতি প্রতিপন্নং হি বিচেতনৈরপি॥
শশীর অস্তে জ্যোৎস্না মিলায়, মেঘ বিনা কোথা দামিনী?
জড় ত্রিভুবনও নিয়ত শিখায় : সতী—পতি-অনুগামিনী।

সীতা-স্মরণে রামের স্বগতোক্তি (উত্তররামচরিত—ভবভূতি) :

ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্তির্নয়নয়োঃ
রসাবস্যাঃ স্পর্শো বপুষি বহুলশ্চন্দনরসঃ।
অয়ং কণ্ঠে বাহুঃ শিশিরমসৃণো মৌক্তিকসরঃ
কিমস্যা ন প্রেয়ো যদি পুনরসহ্যো ন বিরহঃ॥

লক্ষ্মীরূপিণী সে উজলে গেহ নিতি—নয়নযুগলের অমৃতবাতি।
অঙ্গ সে জুড়ায় চন্দনেরি সম, কান্তা জীবনের শান্তিসাথী।
তাহার ভুজমালা কণ্ঠে যেন রাজে—শিশির-নির্মল মুক্তাহার।
সকলি তার প্রেয় মনের মাঝে হয়—অসহ শুধু ভবে বিরহ তার

* * *

বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা
প্রমাদো নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমু মদঃ।
তব স্পর্শেমম হি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো
বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি সমুন্মীলয়তি চ॥

দুঃখ না এ সুখ?—শুধায় বিহ্বল প্রাণ আমার!
মোহ না তন্দ্রা এ? বিষ না সুরা—ঢল নামিল বায়
পরশে তব ছায় অবশ ইন্দ্রিয়ে আবেশ-সুর!
চেতনা শিহরিয়া অমনি মুরছায় সুধামধুর!

* * *

সৈন্যবেষ্টিত বালক লব একাকী, তাহার বীর্য সম্বন্ধে বিদ্যাধরের বর্ণনা :

অয়ং হি শিশুরেককঃ সমরভারভূরিস্ফুরৎ—
করালকরকন্দলী-কলিতশস্ত্র-জালৈর্বলৈঃ।
ক্বণৎকনককিংকিণী-ঝনঝনায়িতস্যন্দনৈ-
রমন্দমদদুর্দিনদ্বিরদবারিদৈরাবৃতঃ॥

ক্ষণিয়া অর্বুদ কনকঝনঝনা গর্জি' স্যন্দনে বাহিনী ধায়,
বাহন কুঞ্জর জলদসন্নিভ মত্ত বৃংহিতে আকাশ ছায়,
শস্ত্র খরসান ঝলকি' অনীকিনী করাল সংহার-সমর চায়
বিনিঃশঙ্ক সে-বালকে বেষ্টিয়া—ধনু সে টংকারি' একা দাঁড়ায়।

*　　*　　*

"মালতী মাধব"-এ সূত্রধর ভবভূতি-শ্রীকণ্ঠকে দর্শকদের কাছে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলছেন যে তিনি নিজের রচনা সম্বন্ধে এই গর্বোক্তি করেছেন :

যে কেচিদিহ নাম হি প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
　　জানন্তু তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।
উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্মা
　　কালো হ্যয়ং নিরবধি র্বিপুলা চ পৃথ্বী।

যাহারা আমার ললিত সৃষ্টি বিদ্রূপভরে নিন্দি' লভে আনন্দ
তাদের অসার ক্ষুণ্ণ-দৃষ্টি-প্রসাদের তরে নহে তো আমার ছন্দ।
আমার স্বপ্ন : কোনোদিন যদি সুদূরে জন্মে কেহ মোর সমমর্মী,
বুঝিবে আমারে—কাল নিরবধি, পৃথ্বী বিপুল, মিলিবে সমানধর্মী।

*　　*　　*

আধ্যাত্ম রামায়ণ (সুগ্রীব রামকে)

ত্বাং ভজন্তি মহাত্মানঃ সংসারবিনিবৃত্তয়ে।
ত্বাং প্রাপ্য মোক্ষসচিবং প্রার্থয়েঽহং কথং ভবম্।

মহাপ্রাণ যারা তোমার করে পূজা তরিতে সংসার সিন্ধু, প্রভু!
এমন মুক্তির মন্ত্রী লভি' কোন্ মুখে বিষয়সুখ চাহিব তবু?

না কাংক্ষে বিজয়ং রাম ন চ দারসুখাদিকম্।
ভক্তিমেব সদা কাংক্ষে ত্বয়ি বন্ধনমোচনীম্॥

চাহি না যশোমান-জয়ধ্বনি দারাসুতের প্রীতিসুখ নিত্যনব,
চাই কেবল রাম, সকল বন্ধনমোচনী ভক্তি শ্রীচরণে তব।

ক্ষণার্ধমপি যচ্চিত্তং ত্বয়ি তিষ্ঠত্যচঞ্চলম্
তস্যাজ্ঞানমনর্থানাং মূলং নশ্যতি তৎক্ষণাৎ
তত্তিষ্ঠতু মনো রাম! ত্বয়ি নাগুত্র মে সদা।

ক্ষণকালেরো তরে আমার প্রাণ যদি লিপ্ত রয় নাথ তব চরণে,
সকল অজ্ঞান অনর্থের মূল বিলীন হয় নাথ, সে-সুলগনে
প্রার্থি বর—তব চরণে যেন ঠাঁই পায় আমার মন চিরশরণে। (অধ্যাত্ম)

ত্বৎপাদ পদ্মার্পিত-চিত্তবৃত্তিস্ত্বন্নাম সঙ্গীত কথাসু বাণী।
ত্বদ্ভক্তসেবানিরতৌ করৌ মে ত্বদঙ্গসঙ্গং লভতাং মদঙ্গম্।

প্রাণ আমার তোমার পাদপদ্মে হোক্ লীন
বাণী আমার তোমার গানে উঠুক উছসিয়া।
কর আমার হোক্ তোমার ভক্তসেবাধীন
অঙ্গ হোক্ ধন্য তব অঙ্গপরশনে। (অধ্যাত্ম)

শ্রীচৈতন্য

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্‌গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি।

ঝরিবে আমার কবে নয়নে অঝোর ধারা,
অশ্রুরুদ্ধ হবে কণ্ঠ, বঁধু,
পুলকে শিহরি' তনু উঠিবে আপনহারা
তোমার মধুর নাম-গ্রহণে শুধু?

শ্রীরূপ গোস্বামী
(পদ্যাবলী)

দিনাদৌ মুরারে নিশাদৌ মুরারে দিনার্ধে মুরারে নিশার্ধে মুরারে ।
দিনান্তে মুরারে নিশান্তে মুরারে ত্বমেকো গতির্নস্ত্বমেকো গতিঃ ॥

দিনপাতে ডাকি তোমায় বন্ধু, দিনের শেষেও ডাকি তোমায় ।
দিনের মাঝারে ডাকি—"কোথা তুমি" ? নিশীথেও ডাকি—"তুমি কোথায় ?"
দিনের অন্তে ডাকি, নিশীথের অন্তেও ডাকি—এসো হিয়ায় ।
তুমি শুধু গতি জীবনে মরণে, অগতির গতি হে শ্যামরায় ।

ন ধর্মনিষ্ঠোঽস্মি ন চাত্মবেদী ন ভক্তিমাংস্ত্বচ্চরণারবিন্দে ।
অকিঞ্চনোঽনন্যগতিঃ শরণ্যং ত্বৎপাদমূলং শরণং প্রপদ্যে ॥

ধর্মে হয়নি আজো নাথ, মতি, আপনারে আজো জানি না হায় ।
পরমভকতিভরে আজো নতি করিতে শিখিনি কমল-পায় ।
আমি শুধু জানি—তোমা বিনা গতি অকিঞ্চনের নাই ধরায় ।
আঁখিজলে তাই জানাই মিনতি—শরণ দাও হে চরণছায় ॥

সত্যং জল্পসি দুঃসহা খলগিরঃ সত্যং কুলং নির্মলম্ ।
সত্যং নিষ্করুণোঽপ্যয়ং সহচরঃ সত্যং সুদূরে সরিৎ ॥
তৎ সর্বং সখি বিস্মরামি ঝটিতি শ্রোত্রাতিথির্জায়তে
চেদুন্মাদমুকুন্দমঞ্জুমুরলী-নিঃস্বান-রাগোদ্‌গতিঃ ॥

স্বজনের কথা দুঃসহ জানি, কুল রাখা ভালো—মানি লো মানি ।
মানি—সে-নিঠুর বঁধু অকরুণ, যমুনা সুদূর—জানি লো জানি ।
শুধাস নে সখি, সব ছেড়ে তবু কোথা ধাই, কেন ভুলি সকলি,
হরি' মন প্রাণ যেমনি উজান স্বরে "আয় আয়" ডাকে মুরলী ।

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে ॥

কৃষ্ণভক্তিরসধারে-সিঞ্চিত মতি
আনো আনো কিনি' যদি কোথাও বিকায়।
মূল্য তাহার শুধু—প্রার্থনা নিরবধি,
কোটি জনমেরো তপে মিলে না তাহায়।

দীনবন্ধুরিতি নাম তে স্মরন্ যাদবেন্দ্র পতিতোঽহমুৎসহে।
ভক্তবৎসলতয়া ত্বয়ি শ্রুতে মামকং হৃদয়মাশু কম্পতে।

শুনিয়া 'দীনবন্ধু' নাম উঠিয়াছিনু উছসি'—ভাবি':
পাতকী বুঝি তরিল করুণায়।
শুনিয়া—তুমি 'ভক্তাধীন', প্রাণ আমার উঠিল কাঁপি':
আমার তবে ভরসা কোথা হায়! (শ্রীরূপ)

* * *

পণ্ডিত জগন্নাথের ভামিনীবিলাসে কৃষ্ণরূপের বর্ণনা:

রে চেতঃ কথয়ামি তে হিতমিদং বৃন্দাবনে চারয়ন্
বৃন্দং কোঽপি গবাং নবাম্বুদনিভো বন্ধুর্ন কার্যস্তয়া
সৌন্দর্য্যামৃতমুদ্গিরদ্ভিরভিতঃ সংমোহ্য মন্দস্মিতৈ
রেষ ত্বাং তব বল্লভাংশ্চ বিষয়ানাশু ক্ষয়ং নেষ্যতি ॥

ওরে অবোধ চিত্ত শোন্ তোরে কহি এ-হিতবচন:
ধেনু চরায় ব্রজে যে—নবীন-নীরদ-শ্যামল যার বরণ,
যেন ভুলেও মিতালি তার তুই চাহিস না একবার,
এই রীতি তার—সুধালাবণীবিজলি ঝলকি' মোহিয়া মন
হাসি' মন্দ মধুর হাস তোর সাধিবে সর্বনাশ,
করি' ক্ষয় তোর প্রিয় বিষয়বাসনা—পলকে সে-দুর্জন।

শঙ্করাচার্য্য

শরীরং সুরূপং সদা রোগমুক্তং
যশশ্চারু চিত্রং ধনং মেরুতুল্যম্।
গুরোরংঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥
ষড়ঙ্গাদিবেদো মুখে শাস্ত্রবিদ্যা
কবিত্বঞ্চ গদ্যং সুপদ্যং করোতি
গুরোরংঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥
বিদেশেষু মান্যঃ স্বদেশেষু ধন্যঃ
সদাচারবৃত্তেষু সক্তস্তথাপি।
গুরোরংঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥

যদি দেহ হয় তব কান্ত সবল, অতুল কীর্তি যশমান,
হয় হিমালয় সম দীপ্র অমেয় তব ধন,
যদি গুরুর চরণকমলে লিপ্ত না রয় তোমার মন প্রাণ,
হবে এ-সকলি ছায়া ছায়া ছায়াবাজি, হে সুজন!
যদি বেদবেদাঙ্গ থাকে তব নখদর্পণে ওগো বিদ্বান্,
করো গদ্যে পদ্যে নিখিলচিত্তরঞ্জন,
যদি গুরুর কমলচরণে লিপ্ত না রয় তোমার মন প্রাণ,
হবে এ-সকলি ছায়া ছায়া ছায়াবাজি, হে সুজন!
যদি বিদেশে মান্য স্বদেশে ধন্য হও গৌরবে গরীয়ান্
রাজো কুলীন আচারনিষ্ঠ হে তুমি আজীবন,
যদি গুরুর চরণ কমলে লিপ্ত না রয় তোমার মন প্রাণ
হবে এ-সকলি ছায়া ছায়া ছায়াবাজি, হে সুজন!

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ

শ্যাম শময় তব বংশীকলরবম্
অবলামাকুলয়ন্তম্।
শ্রবণরন্ধ্রমনুবন্ধনমন্ধং
মানসমপি দলয়ন্তম্॥
ন চলতি চরণং করতল শরণং
স্খলতি চ রন্ধনপাত্রম্।
কম্পরভসবশশিথিলিতবসনং
মুহুরবসীদতি গাত্রম্॥
পশ্য গগনতলমাবৃনুতে ঘনম্
উজ্জ্বল জলধরমালা।
হন্ত! ন বাদয় বেণুমদয়! পুন-
রণুনয়তে কুলবালা॥

বাজায়ো না আর বাঁশরী তোমার
আকুলিয়া অবলারে।
শ্রুতিপথে পশি' মরমে যে করে
বিহ্বল ললনারে॥
চলে না চরণ, হাত হ'তে পড়ে
খসিয়া যা কিছু ধরি।
উছল কাঁপনে শিথিল বসন,
অঙ্গ অবশ হরি!
দেখ অম্বরে ছায় থরে থরে
উজ্জ্বল মেঘমালা!
বাজায়ো না বাঁশি নিঠুর, করে
অনুনয় কুলবালা॥

S. J. VAIL

Thou my everlasting portion,
More than friend or life to me,
All along my pilgrim journey,
Saviour, let me walk with thee.
Not for ease or worldly pleasure,
Nor for fame my prayer shall be ;
Gladly will I toil and suffer,
Only let me walk with thee.
Lead me through the vale of shadows,
Bear me o'er life's fitful sea :
Then the gate of life eternal,
May I enter, Lord, with thee.

চিরসাথী

ওগো আমার চির-আপন !
অন্তরঙ্গ, বরণীয় !
তীর্থপথে শুধু তোমার
সাথের সাথী ক'রে নিও।

আরাম বিলাস মান জগতের
চাই না আমি জানো প্রিয় !
দুঃখ ব্যথা সইব—শুধু
সাথের সাথী ক'রে নিও।

চঞ্চল প্রাণ তুফান পারে
অচঞ্চলের দিশা দিও।
চিরন্তনের দ্বারে আমায়
সাথের সাথী ক'রে নিও।

KEATS

(To the Nightingale)

(To) fade far away, dissolve and quite forget
What thou among the leaves hast never known ;
The weariness, the fever and the fret
Here, where men sit and hear each other groan.

Heard melodies are sweet, but those unheard
Are sweeter, therefore ye soft pipes, play on :
Not to the sensual ear, but, more endeared
Pipe to the spirit ditties of no tone.

SHELLEY

I can give not what men call love.
But wilt thou accept not
The worship the heart lifts above,
And the heavens reject not :
The desire of the moth for the star,
Of the night for the morrow,—
The devotion to something afar
From the sphere of our sorrow

(To the Skylark)

Waking or asleep,
Thou of death must deem
Things more true and deep
Than we mortals dream,
Or how could thy notes flow in such a crystal stream ?

চাই হ'য়ে যেতে লীন...গ'লে যেতে, দূরে যেতে
ভুলে যেতে চাই—
পল্লব-নিলয়ে তুমি পাখী, কোনোদিনও যাহা
জানো নি জীবনে :
ক্লান্তি তাপ দ্বন্দ্ব ব্যথা—ভারে যার নুয়ে পড়ি
আমরা সদাই
এ-অশান্ত বসুধায়—যেথা শুনি গুমরিয়া
কাঁদে জনে জনে। (কীট্‌স্‌)

শ্রুত সুর সুমধুর, শুধু অন্তর্লীন যে ঝঙ্কার
অশ্রুত বিরাজে আরো মধুর যে। তাই মৃদুস্বনা
বাঁশরী! বাজাও সেই সুর প্রাণ পুরে—মিড় যার
প্রিয়তম তার—বাজে নীরবে যে গহন মূর্ছনা। (কীট্‌স্‌)

লোকে যারে বলে 'প্রেম'—কেমনে তোমারে দিব দান?
তা বলি' কি করিবে না গ্রহণ তাহারে—
যে-পূজারে ঊর্ধপানে করে নিবেদন মনপ্রাণ—
দেবতাও ফিরায় না যারে?
পতঙ্গ তারকা তরে যে-দুরাশা জপে হৃদিপুরে
নিশীথ লালন করে যে উষাকামনা,
বেদনার এ-আঁধার ধরা হ'তে দূরে—বহুদূরে
যে বিরাজে—তার আরাধনা? (শেলি)

ঘুমে কি বা জাগরণে
মরণেরও পাখী, পেলে তুমি চিন্তায়
আরো কি গভীর সত্য ভায়? আমরা আজো স্বপনে,
মাটির মানুষ, পাইনি সে-দিশা হায়
না হ'লে কেমনে স্ফটিক ধারায় বয়াও সুর জোয়ায়? (শেলি)

SHAKESPEARE

When he shall die,
Take him and cut him out in little stars,
And he will make the face of heaven so fine
That all the world will be in love with night,
And pay no worship to the garish sun.

SWINBURNE

From too much love of living,
From hope and fear set free,
We thank with brief thanksgiving
(Whatever gods may be) :
That no man lives forever,
That dead men rise up never ;
That even the weariest river
Winds somewhere safe to the sea.

BLAKE

To see a world in a grain of sand
And a heaven in a wild flower ;
Hold infinity in the palm of your hand
And eternity in an hour.

WATSON

What hadst thou that could make so large amends
For all thou hadst not and thy peers possessed
Motion and fire, swift means and radiant ends ?—
Thou hadst for weary feet the gift of rest.

এই ধরাধাম হ'তে যেদিন সে করিবে প্রয়াণ,
ল'য়ে তারে খণ্ড খণ্ড করি' যদি সাজাও অম্বরে
তারামণি-রূপে—আকাশের ছায়া-আনন উঠিবে
দিপিয়া এমনই নবপ্রভায় যে, নিখিল জগত
রজনীর প্রেমে হ'য়ে বিমুগ্ধ, গৌরবী তপনেরে
করিবে না আর পূজা-অর্ঘ দান। (শেক্সপীয়র)

গেছে গভীর জীবনতৃষ্ণা যখন স'রে,
নেই ভয় কি আশার লেশও কোনো খানে,
গাই দেবতাদের ক্ষণিক প্রণাম ক'রে
(যদিও স্বরূপ তাঁদের কেমন—কেউ কি জানে?)

"চির দিন থাকে না কেউ বেঁচে ধরায়,
ফিরে আসেও না আর নিয়েছে যে বিদায়,
কোথাও ক্লান্ততম নদীও পায়ই পায়
ঠাঁই কোনো শান্তি সিন্ধুর শিথানে। (সুইন্‌বর্ণ)

প্রতি কংকরে বন্দী ভুবন সারা,
অমরা দীপ্ত প্রতি বনফুলদলে,
প্রতি করতলে বিধৃত সীমাহারা,
অনাদি অশেষ প্রমূর্ত প্রতি পলে। (ব্লেক)

কী সম্পদে ছিলে ধনী—বরে যার পূরেছিল সর্ব ক্ষতি তব
নাহি লভিয়াও—যাহা পেয়েছিল বহু সঙ্গী সতীর্থ তোমার:
গতি, বহ্নিবেগ, দীপ্র লক্ষ্য তরে ক্ষিপ্রসিদ্ধি নৈপুণ্য বৈভব?—
ছিল তব শ্রান্ত পান্থ চরণের তরে কান্ত প্রশান্তি সত্তায়। (ওয়াট্‌সন্)

WORDSWORTH

Milton ! thou shouldst be living at this hour :
England hath need of thee : She is a fen
Of stagnant waters : altar, sword and pen,
Fireside, heroic wealth of hall and bower,
Have forfeited their ancient English dower
Of inward happiness. We are selfish men ;
Oh ! raise us up, return to us again ;
And give us manners, virtue, freedom, power.

Thy soul was like a star, and dwelt apart :
Thou hadst a voice whose sound was like the sea :
Pure as the naked heavens, majestic, free,
So didst thou travel on life's common way,
In cheerful godliness ; and yet thy heart
The lowliest duties on herself did lay.

* * *

Ethereal minstrel, pilgrim of the sky !
Dost thou despise the earth where cares abound ?

* * *

It is a beauteous evening, calm and free
The holy time is quiet as a nun,
Breathless with adoration ; the broad sun
Is sinking down in its tranquility.

* * *

Whither is fled the visionary gleam ?
Where is now the glory and the dream ?

ওয়র্ডস্‌ওয়র্থ

হে রবীন্দ্রনাথ, যদি আসিতে ভারতে ফিরি' তুমি মহাপ্রাণ,
হারানো দুলালে পেয়ে ভারতী উঠিত হাসি। দেশ আজ হায়
নিঃস্রোত পঙ্কল সম বিগতবৈভব শৌর্যে, শ্রদ্ধায়, পূজায়,
বাণীর ঐশ্বর্যে। তার মন্দির নীরবশঙ্খ, রসকুঞ্জ ম্লান।
কৌলীন্যের সনাতন শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার—অন্তর-নিহিত
প্রসাদ-সম্পদ তার লুপ্ত সব। আমারা যে স্বার্থান্ধ বামন।
এসো ফিরে হে দিশারি! হাতে করি' লও তুলি' মালিন্য-তারণ!
শিখাও কাহারে বলে শালীনতা, ধর্ম, মুক্তি, শক্তি সমাহিত।
নির্মল নক্ষত্র-নিভ জলিত তোমার আত্মা একা—সাথীহারা।
স্বরিত মূর্ছনা তব সান্দ্র কণ্ঠে ঝংকারিত মন্দ্রে জলধির,
উন্মুক্ত আকাশ সম শুভ্র বাধাবন্ধহীন, উদাত্ত, গম্ভীর।
জীবনে সামান্য পথে ভ্রমিয়াছ কাব্যছন্দে বর্ষি' সুধাধারা।
সদানন্দ পুণ্যশ্লোক! দুরভিমানের লেশও ছিল না তোমার।
হাসিমুখে আমরণ বহেছ নগণ্যতম কর্তব্যের ভার॥

* * *

হে নীলিমা তীর্থ পান্থ, অশরীরী মূর্ছনাবিহারী!
অধন্য তোমার কাছে কি এ-লক্ষতাপতপ্ত ধরা?

* * *

এই মুক্ত স্থির স্নিগ্ধ মঞ্জুল সন্ধ্যায়,
পুণ্য লগ্ন—তাপসীর ম'ত অচঞ্চল,
ঐকান্তিক পূজামগ্ন; তপন প্রোজ্জ্বল
অস্তাচলে পাটে নামে শান্ত মহিমায়।

* * *

অন্তর্হিত কোথা আজ সেই ধ্যানকিরণ?
কোথায় অস্ত গেল সে-মহিমময় স্বপন?

WORDSWORTH

That Man, who is from God sent forth,
Doth yet again to God return—
Such ebb and flow must ever be,
Then wherefore should we mourn ?

* * *

She was a phantom of delight
When first she gleamed upon my sight :
A lovely apparition sent
To be a moment's ornament.

* * *

The birds around me hopped and played
Their thoughts I cannot measure ;
But the least motion which they made
It seemed a thrill of pleasure.

* * *

One impulse from the vernal wood
May teach you more of man
Of moral evil and of good
Than all the sages can.

* * *

To me the meanest flower that blows can give
Thoughts that do often lie too deep for tears.

* * *

A dancing shape, an image gay :
To haunt, to startle and waylay.

* * *

Blessings be with them—and eternal praise
Who gave us nobler loves, and nobler cares—
The poets, who on earth have made us heirs
Of truth and pure delight and heavenly lays !

মুক্ত হ'য়ে আসে যে-জীব শিবের—এ-ধরায়,
অন্তিমে ফিরে তাঁরি মাঝে মিশে যায়,
এ-মহান্ আসা-যাওয়া যার চিরনিয়তি,
কেন সে কাঁদে ব্যথায় ?

* * *

পরমানন্দ-মূর্ত্ত-প্রতিমা সে-নিরুপমা,
ঝলিল আমার নয়নে স্বর্ণকান্তি রমা !
রূপনন্দিনী শরীরিণী—কেহ পাঠালো যারে
চকিত আলোক-ললামের ম'ত অন্ধকারে।

* * *

পাখীরা—আমার আশেপাশে নেচে গেয়ে খেলা করে যারা,
পাই না তাদের চিন্তার আমি পার :
শুধু জানি—প্রতি অনুকম্পনে যায় নিঝ'রি' তারা
জীবনানন্দ-শিহরণ-সম্ভার।

* * *

বসন্তবন হ'তে উছলে যে-পুলকশিহরণ
যায় সে গাহিয়া যত মন্ত্রের বাণী :
ভালো ও মন্দ কারে বলে—দেয় দেখায়ে পলে যেমন
পেয়েছে কি দিশা তার নিখিলের জ্ঞানী ?

* * *

ম্লানতম ফুল—সেও মঞ্জরিয়া অন্তরে জাগায়
কত চিন্তা—তল যার অন্তঃশীলা অশ্রুও না পায় !

* * *

নৃত্য সুঠাম তনুহিল্লোল, পুলক প্রতিমা কলস্বনা :
করে উন্মন চকিত চমকে, সহসা ঝাঁপায়ে হয়ে চেতনা !

* * *

কীর্তিধন্য তারা লভি' মৃত্যুহীন মহিমা অপার,
দিল যারা আমাদের দীপ্ততর প্রেম, মন্ত্রবাণী :
সে-কবিমণ্ডলী—যারা মর্ত্তে আমাদের দিল আনি'
সত্য স্বর্গগীতি, শুভ্র আনন্দের উত্তরাধিকার।

TENNYSON

Yet I doubt not through the ages one
Increasing purpose runs,
And the thoughts of men are widened
With the process of the suns.
একটি লক্ষ্য মুখে বিভু তাকে
মানবে প্রগতি-উধাও স্বনে
তাহার চিন্তা বিকশি' প্রসারি'
কোটি সূর্যের আবর্ত্তনে।

Love took up the harp of life,
And smote on all the chords with might :
Smote the chord of Self, that, trembling,
Passed in music out of sight.
হানিল আঘাত প্রেম তারে তারে
উচ্ছলি'—ল'য়ে প্রাণের বীণ ;
সে-আঘাতে থর থরি' ঝঙ্কারি
গানে অভিমান হ'ল বিলীন।

But who am I ?
An infant crying in the night,
An infant crying for the light,
With no language but a cry !
কে আমি গো পথহারা ?
শিশু এক—কাঁদি নিশা-তরাসী
শিশু এক—কাঁদি আলো-পিয়াসী
ভাষা কোথা—শুধু কান্না ছাড়া ?

W. B. YEATS

All things uncomely and broken
　　all things worn out and old,
The cry of a child by the road-way,
　　the creak of a lumbering cart,
The heavy steps of the ploughman,
　　splashing the wintry mould,
Are wronging your image that blossoms
　　a rose in the deeps of my heart.
The wrong of unshapely things,
　　is a wrong too great to be told ;
I hunges to build them anew,
　　and sit on a green knoll apart,
With the earth and the sky and the water
　　remade like a casket of gold
For my dreams of your image that blossoms
　　a rose in the deeps of my heart.

দীর্ণ যত কিছু শীর্ণ পাণ্ডুর জীর্ণ জরাভারে যন্ত্রণায়,
ক্লান্ত শকটের আর্তনাদ, পথে শিশুর ক্রন্দন ব্যথা-উছল,
হলীর মন্থর চরণভারে যত পঙ্ক ধূলি উঠে তুহিনকায়,
সকলি আবিলায় প্রতিমা তব যাহা গহন প্রাণে ফুটে আলোকমল।
শ্রীহীন যত কিছু মলিন গ্লানি তার ভাষায় বর্ণিতে বাণী কোথায় ?
তাহারে চাই নব ছন্দে নির্মিয়া হেরিতে বসি' দূর বনে শ্যামল।
বসুধা বারি ব্যোম রচিত হবে যবে—সে-নবতন হেম মঞ্জুষায়
রাখিয়া প্রতিমাটি স্বপিব তব—যাহা গহন প্রাণে ফুটে আলোকমল।

BAUDELAIRE

Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées,
Des montagnes, des bois, des nuages, des mers,
Par délà le soleil, par déla les éthers,
Par déla les confins des sphéres étoilees,

Mon esprit, tu te meus avee agilité,
Et, comme un bon nageur qui se pâme dans l'ondes,
Tu sillonnes gaîment l'immensite profonde
Avec une indicible et male volupté.

Envole-toi bien lion de ces miasmes morbides
Va te purifier dans l'air supérieur,
Et bois, comme une pure et divine liqueur,
Le feu clair qui remplit les espaces limpides.

Derrière les ennuis et less vastes chagrins
Qui chargent de leur poids l'existence brumeuse
Heureux celui qui peut d'une aile vigoureuse
S'élancer vers les champs lumineux et séreins !

Celui dont les pensers, comme des alouettes,
Vers les cieux le matin prennent un libre essor,
—Qui plane sur la vie et comprend sans effort
Le langage des fleure et des choses muettes !

ব্যোমকেল্লার

অতিক্রমি' হ্রদ হৃদি, অধিত্যকা, কান্তার, কানন,
দুস্তর কন্দর, গিরি, নদ, নদী, জলধি, জলদ
উত্তরিয়া সূর্যচন্দ্রগ্রহকক্ষ, দূর ছায়াপথ,
অগণ্য নক্ষত্রদীপ্ত মণ্ডলেরে করিয়া লঙ্ঘন,

ধাও প্রাণ চির-অভিসারী—খর তরঙ্গ-কল্লোলে
চলোর্মি-বিহারী যথা ধায় স্রোতে পুলক বিহ্বল,
অসীম শূন্যের বক্ষ দীর্ণ করি' ধাও কলোচ্ছল,
নন্দিত পৌরুষদৃপ্ত ছন্দায়িত বিলাস-হিল্লোলে।

শুভ্রতর সমীরণে ধৌতগ্লানি হ'তে আজ প্রাণ,
বসুধার বিষবাষ্পে চিরতরে দাও হে বিদায়।
যে-অমের গ্লানিহীন বহ্নি স্বচ্ছ ব্যোমব্যাপ্তি ছায়,
পুণ্য দিব্য সুধাসম সে-দীপ্ত আসার করো পান।

লক্ষ অতৃপ্তির অন্তরালে, লক্ষ-যন্ত্রণা-মলিন,
কুহেলি-আচ্ছন্ন, ভার-মুহ্যমান্ জীবনের পারে
ভায় শান্তোজ্জ্বল সৌম্যলোক। সুখী সে-ই—যে বিথারে
তেজস্বান্ প্রাণপক্ষ সে-নির্মল নভে অনুদিন।

সুখী সেই—মুক্ত বিহঙ্গম সম প্রার্থি' নীলাম্বর
বন্ধহীন চিন্তা যার মিলে নিত্য প্রভাত সংগীতে,
সঞ্চরি' জীবন ঊর্ধ্বে সহজিয়া শুনে যে নিভৃতে
ফুলের আপন ভাষা, নিখিলের অন্তর্লীন স্বর।

ANATOLE FRANCE

Plus je songe à la vie humaine, plus je crois qu'il faut lui doner pour témoins et pour juges I 'Ironie et la Pitié···L'Ironie et la Pitié sont deux bonnes conseilleres l'une, en souriant, nous rend la vie aimable ; l'auture, qui pleure, nous la rend sacrée. L'Irnoie que j'invoque n'est point cruelle. Elle ne raille ni l'amour ni la beauté. Elle est douce et bienveillante. Son rire clame la colére, et c'st elie qui nous enseigne à nous moquer des méchants et des sots que nous pouvions, sans elle, avoir la faiblesse de hair.

ওরে আমাদের এ জীবন যত করি পরিচিন্তন
তত মনে হয়—তারে চিনিতে জানিতে আছে শুধু দুইজন।
নাম তাদের—করুণা, হাসি : শত যন্ত্রণা দেয় আসি'
খুলি' নয়নের ঠুলি শিখায় চলিতে পথের আঁধার নাশি'।
হাসি কণিয়া নূপুর তার প্রাণে ছায় সুখঝংকার,
করে করুণা সরণি পুণ্য স্নিগ্ধ ঝরায়ে অশ্রুধার।
আমি যে হাসির আগমনী গাই—সে করুণা-সুখনী
প্রেম সুন্দরে সে তো করে না ব্যঙ্গ—সে যে মনোরঞ্জনী।
নাই জ্বালা তার, সে প্রশান্ত, গায় : "যত ক্রুর, মূঢ়, ভ্রান্ত
তারা ক্রোধের তো নয়—কৃপার পাত্র, নিদিশা পথের পান্থ।

LA ROCHE FOUCAULD

La vérité ne fait tant de bien dans le monde que ses apparences y font de mal···Il n'y a point de déguisement qui puisse longtemps cacher l'amour où il est, ni le feindre ou il n'est pas.

সত্য হেথা মিথ্যা নাশি' কত না হিত সাধিছে অনিবার ?
সত্যবেশী মিথ্যা যত অহিত সাধে সে আরো গুরুভার।
ভালোবাসা যদি হয় সুনিবিড়—তানে কতদিন যায় বলো তারে ঢাকা ?
ভালোবাসা যদি না থাকে—তাহারে ভানে কতদিন যায় বা লুকায়ে রাখা।

GOETHE

Uebersetzer sind geschaeftliche Kuppler anzusehen, die uns eine halbverschleirte Schoene als hoechst libenswuerdig anpreisen : sie errgen eine unwiderstehliche Neigung nach dem Original......Wer fremde Sprache nicht kennt, weiszt nichts von seiner eigenen,

অনুবাদক যেন ঘটক : এমনি নিপুণ করে বর্ণনা সে
অর্ধাবগুণ্ঠিতা বধূর—উজিয়ে উঠে বর বলে : "চল্ চল্,
স্বর সয় না, সবাই মিলে দেখে আসি কেমন অপ্সরা সে—
শুধু কানে শুনেই রূপের কথা যার হয় মন এমন উচ্ছল !"...
যার বিদেশী ভাষার সাথে কোনদিনই হয়নি পরিচয়
মাতৃভাষার সঙ্গেও তার হয়নি শুভদৃষ্টি বিনিময়।

Wir reiten in die Kreuz und Quer
Nach Freuden und Geschaeften ;
Doch immer klaefft uns hinterher
Und bellt aus allen Kraeften.
So will der Spitz aus unserem Stall
Uns immerfort begleiten,
Und seines Bellens lauter Schall
Beweist nur ; dasz wir reiten.

হই অশ্বারোহী আমরা উধাও যতই
সুখে কীর্ত্তি-পুলক-কর্ম-পিপাসায়,
ধায় কুকুর কত পিছে পিছে ততই
ক্রোধে ক্ষিপ্ত হ'য়ে প্রাণপণে গর্জায়
তাদের গর্ত্তে থাকতে পারে না আর তারা,
ক্রোধে ছোটে কেবল হিংসা প্রাণে বহি',
ওরা তার স্বরের গর্জি হবেই সারা
শুধু করতে প্রমাণ—আমরা অশ্বারোহী।

GOETHE

War nicht das Auge sonnehhaft,
Wie konnten wir das Licht erblicken ?
Lebt' nicht in uns des Gottes eigne Kraft,
Wie kont uns Gottliches entzucken···

NOVALIS

Es ist dem Stein ein ratselhaftes Zeichen
Tief eingegraben in sein gluhend Blut
Er ist mit einem Herzen zu vergleichen
In dem das Bild der Unbekannten ruht.
Man sieht um jenen tausend Funken streichen,
Um dieses woget eine lichte Flut
In jenem liegt des Glanzes Licht begraben,
Wird dieses auch das Herż des Herzens haben ?

NIETZSCHE

Eure Liebe zum Leben sei Liebe zu eurer hochsten Hoffnung ; und eure hochste Hoffnung sei der hochste Gedanke des Lebens ! Euren hochsten Gedanken aber sollt ihr euch von mir befehlen lassen und er lautet : "Der Mensch ist etwas das uberwunden werdon soll."

SCHILLER

Freude, schoener Gotterfunken,
Tochter aus Elysium !
Wir betreten feuer-trunken
Himmlische dein Heiligtum.
Deine Zauber binden wieder,
Was die Mode streng geteilt ;
Alle Menschen werden Brueder
Wo dein sanfter Fluegel weilt.

*
সূর্য যদি না রহিত নয়ন জড়িয়া,
চাহিতে পারিত কেহ মুক্ত জ্যোতি পানে ?
দেবতার দেবশক্তি না দীপিলে হিয়া,
উচ্ছ্বসি' উঠিত সে কি স্বর্গের আহ্বানে ?　(গেটে)

হে বৈদূর্য !　দীপ্র তব শোনিতের অন্তরে গোপন
রাজে কোন্ অপরূপ রহস্যের আভাস উজ্জ্বল ?
মানব হৃদয় সম বিরচিত কি তোমার মন ?—
যার মর্মে অজানার জ্বলে রূপ—শান্ত অচঞ্চল ?
তোমার চৌদিকে ধায় কিরণ স্ফুলিঙ্গ অগণন,
হৃদয় ঘেরিয়া ধায় লক্ষ স্রোত চমক-উজ্জ্বল,
দীপ্তিরত্ন ঝলকে নিহিত তব অন্তরে গহন,
তেমনি নিহিত নর হৃদয়ে কি হৃদয়রতন ?　(নোভালিস)

জীবনেরে ভালোবাসো তুমি ?　সেই প্রেম উঠুক্ কুসমি'
তোমার গভীর অভীপ্সায়　　মহিমোজ্জ্বল কীর্তিভায়
উঠুক্ ঝলকি' দীপ্রতম　　বরি' মহাস্বপ্ন নিরুপম
কান পেতে শোনো—নীলিমায় বিপুলের বাঁশি ওই গায় :
"আপনারে অতিক্রমি' তবে
মানব ধরায় ধন্য হবে।"　(নীটশে)

আনন্দময়ী হে দেবদীপ্তি, নন্দিনী নভো নন্দনের !
বহ্নি-আবেশে এসেছি আমরা তোরণে তোমার মন্দিরের।
তোমারি প্রসাদে ভেদবুদ্ধির যুগযন্ত্রণ পলে মিলায়,
দেখ, ভাইবোন আমরা দাঁড়ায়ে তোমার প্রেমের পর্ণছায় ! (শীলার)

GOETHE

Woher sind wir geboren ? Aus Lieb.
Wie waren wir verloren ? Ohn Lieb.
Was hilft uns uberwinden ? Die Lieb.
Kann man auch Licbe finden ? Durch Lieb.
Was laszt nict lange weinen ? Die Lieb.
Was soll uns stets vereinen ? Did Lieb.

কার বরে জনমি সদাই —প্রেমের মিলনে।
কারে বিনা আপনা হারাই ? —প্রেমের বিহনে।
কার মন্ত্রে বাধা হয় দূর ? —প্রেমের সাধনে।
কোন্ সুরে সাধি প্রীতিসুর ? —প্রেমের বন্দনে।
বেদনাশ্রু কে নিত্য মুছায় ? —প্রেমের অভয়।
বুকে বুকে বাসর জাগায় ? —প্রেমের পরিচয়।

Sagt es niemand nur den Weisen,
Denn die Menge gleich verhonet :
Das Lebend'ge will ich preisen,
Das nach Flammentods ich sehnet.

একান্ত কহিতে চাহো—যাহা তব গূঢ় মর্মতলে
অনির্বাণ অমলিন জ্বলে ?
শুধু তবে কহিও জ্ঞানীরে : হেন বাণী হায় সবে
বাতুল প্রলাপ সম ক'বে
বোলো শুধু দরদীরে : "এ-হৃদয় অর্ঘ দেয় তারে
ধায় যে অকূল-অভিসারে,
অগ্নির সালোক্য তরে যে পূজারী চিরপিপাসিত
মরণেও রহে অশঙ্কিত।"

কবিতাকুঞ্জ

Talent alone cannot make a writer. There must be a man behind the book: a personality which by birth and quality, is pledged to the doctrines there set forth and which exists to see and state things so and not otherwise...*Emerson*

শুধু মনীষার রাগে কল্পনা কোথায় জাগে সফল-সাধনা—
রূপের নেপথ্যে যদি রূপকার নিরবধি না আঁকে আল্পনা ?
শিল্পীর প্রেরণা-মণি আনন্দে তাহার ধ্বনি' ওঠে ধ্যানে যবে,
তার নিষ্ঠা-আরাধনা-ডোরে হ'লে স্বপ্ন বোনা—ফুল ফোটে তবে।

উৎসর্গ

শ্রীঅরবিন্দ,

গুরুদেব শ্রীচরণে—

যতই বেলা ঢিমিয়ে আসে—তোমার কত কথাই
মনের তটে ঢেউ তোলে নিরন্তু। তাদের মাঝে
একটি মহাবাণী তোমার কানে বাজে সদাই :
"প্রেমের ঠাকুর যান আমাদের ছুঁয়ে প্রতি কাজে—
রাখলে মনে তাঁকে প্রতি কর্মে। যখন জীবন
হবে প্রতিদিনই তীর্থযাত্রা—চরণধ্বনি
শুনতে পাবে তাঁর নিত্যই, যেন অনুগমন
করেণ তিনি ভুলতে দিশা ঝলকে চিরন্তনী।"
এই কথাটি মনে রেখে চেয়েছিলাম আমি
গান গাইতে হাজার সুরে—গাঁথতে ভাষার ফুলে
তোমার বরণমালা—দিতে তোমাকেই প্রণামী
সব আগে—যে-তোমার ছোঁওয়ায় কূল পেলাম অকূলে।
পাশ কাটিয়ে যাইনি এ-জগৎকে—তোমার বারণ
মনে রেখেই। প্রতিপদেই তীর্থের পাথেয়
তাই এসেছ জুগিয়ে তুমি, গেয়ে : তুমি ধারণ
ক'রে আছ আমায় তোমার ঝরিয়ে অমর স্নেহ।
এ-কবিতা গান বন্ধু, সবই যে-তোমার
স্নেহের অবদান—সে তোমার পায় দিই উপহার।

ইতি, স্নেহধন্য সেবক

আষাঢ় ১৩৭৬ দিলীপ

Make of thy daily way a pilgrimage......SAVITRI......,Sri Aurobindo

রূপান্তর

জেনেছি জীবনে সবে যারে বলে—প্রেমের আবেশ, সুখ, অতৃপ্তি।
জেনেছি তাহার নৃত্যনর্ম নির্ঝরগতি, রঙ্গদীপ্তি।
জানিলাম নাথ, তোমারে যখন—দেখায়ে দিলে কোথায় প্রসুপ্ত
ছিল প্রাণমূলে ছলনা নটন, অভিমান চারু-বচন-মুগ্ধ।
গাহিতাম : "চাই প্রেমের সদাই ইন্দ্রধনুর আলো-আদর্শ,
গোপনে চেয়েছি প্রতিদান-সুখ—নয় বিশুদ্ধ দানের হর্ষ।
প'ড়ে গেল ধরা নিকষে তোমার আমার অশুচি বাসনা-ভ্রান্তি :
কারে বলে প্রেম—মুক্ত চক্ষে দেখিলাম—লভি' তোমার শান্তি।

জেনেছি—শিল্পী গুণী যারে বলে কল্পনারাঙা সৃজনানন্দ,
জেনেছি তাহার কামনা-উজান ক্ষণলীয়মান পুলকছন্দ।
জানিলাম যবে তোমারে বন্ধু—দেখায়ে দিলে—কোথায় সুগুপ্ত
ছিল প্রাণতলে শিল্পের ছলে করতালি-তৃষা কীর্তিলুব্ধ।
প্রেরণার জ্যোতি জাগায়ে হৃদয়ে ভেবেছি—করিব সুষমা সৃষ্টি :
স্বর্গের বীজে ফলিল না ফুল—গরব-মরুতে কোথায় বৃষ্টি ?
তোমার অমল কান্তি শ্যামল, হানিয়া বেদনা দিল এ-শিক্ষা :
যে গোপন-হৃদে চায় প্রতিষ্ঠা নাই নাই তার শিল্পদীক্ষা।

আজ অন্তর গেয়ে ওঠে গান : "পেয়েছি পেয়েছি বাঁধনমুক্তি।"
মুছে যায় কালো যবে তুমি ঢালো নির্মল আলো। তর্ক যুক্তি
শঙ্কা ভ্রান্তি লভিল শান্তি। এ কী রোমাঞ্চ, এ কী মাধুর্য
কাঁপি' তৃণ হ'তে ছায় ছায়াপথে—ধমনীতে বাজে বিজয়-তূর্য!
কোথায় আঁধার সীমা-কারাগার, যুগপুঞ্জিত ক্লৈব্য, দৈন্য ?
রক্তবীজের প্রবাহে রক্তে জাগে নারায়ণী শক্তি-সৈন্য!
নব আদর্শ দেখায়ে শিল্পে প্রণয়ে জীবন করিলে ধন্য
মুরলী-পরশমণির পরশে অয়স লভিল হীরকবর্ণ।

মৃদুলা

মাগো, সুরখানি তোর এতই মৃদুল—একটু কোলাহলে
ডুবে যায় সহসা "আয় আয়" ডাক অশ্রুত অতলে।
সদা শুনতে সে-সুর পরাণকাড়া না যদি চাই—হয় সে হারা
হাটের কলরোলে যেমন বাঁশির মুরছন :
ফোটে নীরবতার মর্মেই তোর গভীর আবাহন।

মাগো, কী পলাতক চাউনিটি তোর! একটুও আনমনা
হায় হ'লেই নিভে যায় কি আলো—হয় না জানাশোনা!
তোর নয়নপাতে যখন সুখী চিত্তবনের সূর্যমুখী
মঞ্জরিয়া দল মেলে তোর নিত্যতপন পানে,
হই বঞ্চিত কি সেই নিমেষেই বিকাশ-বরদানে!

তোর পরশটি মা এতই লাজুক—উজাড়ি' প্রাণমন
দিতে হয় যদি ভুল পায়—যবে তোর করি আরাধন,
তারে পেতে পেতে হয় না পাওয়া, আধপথে তার হারিয়ে-যাওয়া
বাজায় বিদায়-বিসর্জনী আগমনীর বায় :
উষার অমল হাসি-ফোটার মুখেই নামে সাঁঝের ছায়।

থাকি আমরা আশায়—জোর ক'রে তুই পাতবি তোর আসন,
ভাবি রাঙবে বিমুখ হৃদয়ব্রজে প্রেমের বৃন্দাবন।
যেন শূন্য ধূপারতির ছলে প্রেম ছায় অন্তরের তলে!
হেলায় যদি থাকে ভুলে তোর পূজারীর প্রাণ
সেই বিস্ময়ে অমায় আলোর জলে কি আহ্বান?

মাগো, চিনব কবে ভাষাটি তোর? জানব হেথায় কবে :
তোর দানের বাণী দেয় না জানান মুখর মহোৎসবে?
আমি শিখব কবে সঙ্গোপনে ডাকতে তোকে মনে মনে
গানের সুরে হবি কবে প্রাণের মধ্যমণি?
কবে প্রতিপদে শুনব মা তোর মৃদুল চরণধ্বনি?

এইটুকু ?

"মনের কথা মনের মতন ক'রে কইবে"—শুধুই কান্নাহাসির ফাঁকে ?
বিপুল বাঁশি যখন উছল স্বরে ডাকে নিতুই পথের প্রতি বাঁকে ?
কবির 'পরে শুধুই কাছের দাবি ? ছায়াপথও দেয় না কি ডাক তারে ?
দূর নীলিমার তারামণির মালা চাইবে না সে জন্ম-অধিকারে ?
হৃদির অতল রত্নাকরের তলে মুক্তামণি জলছে থরে থরে,
মন-ডুবারি ডুব দিয়ে না তুলে রইবে ব'সে শূন্য তটের 'পরে ?
পরিয়ে "হিয়ার কুসুম প্রিয়ার চুলে" সারা জীবন মিটবে কি আশ তার—
ডাক যারে দেয় আকাশ তারা-ফুলে প্রাণ-দিশারির গাঁথতে বরণ-হার ?

ঘরছাড়া যে-জন্ম-বেদুইন হয় নিয়ত উধাও মরুপারে,
পাথার তরি' ধায় যে স্বপ্ন-চোখে নিত্য-নূতন ভুবন-আবিষ্কারে,
বিন্দুমাঝে সিন্ধু-নূপুর শোনে যে-শ্রুতিধর প্রতি চরণ-পাতে,
নন্দনেরি পারিজাত যে যাচে মর্ত্যলোকের মালঞ্চে ফোটাতে,
লংঘি' গিরি দলে আগুন, বাঁধা রয় না হাজার পিছুটানের জালে,
বিদ্যুতেরি বহ্নিশিখা দিয়ে বিজয়-তিলক আঁকতে যে চায় ভালে,
যুগে যুগে অন্তর যার গায় : "নেই অল্পে সুখ কি সার্থকতা,"
কইবে সে কি ধ'রে প্রিয়ার আঁচল আধো আধো মনের মতন কথা ?

বাঁধন সীমা দুঃসহ যার আছে, রূপ-বিদায়ে অরূপে যার রতি।
ধ্রুব ধনে বুক ভরে না যার, অধ্রুবেরি পায় যে করে নতি,
সগৌরবে যে নটবর-ঢঙে মাখে না হীন অগৌরবের কালি,
অশ্রুবিলাস চায় না কাব্য-রঙে, অলীক অর্ঘে সাজায় না তার ডালি,
আরতি যে করে চিরন্তনীর, মানুষ ব'লে নেই অভিমান যার,
পদে পদে মানুষ সে—এই গ্লানি যার জীবনের চরম তিরস্কার,
যার দুরাশা-দর্পণে দেবতা দেবাতীতের ছায়া হেরি' ডরে,
মনস্-পারের সেই ধ্যানী কি শুধুই "কইবে কথা মনের মতন ক'রে ?"

আভাস

উষর মরুভূমির তলে রস উথলে,
তারি গহন মৌন দানে ছড়ায় শ্যামলতা :
উপরে তার চিহ্ন নাই, তবু সদাই
দৃষ্টিহারা ফল্গুধারা বহায় সরসতা।

শ্রাবণে যবে ঘনায় কালো, অমল আলো
বদন ঝাঁপে তরাসে কাঁপে নিখিল থরথরে :
শরত তারি অন্তরালে আরতি জ্বালে,
দ্যুমণি-দ্যুতি স্বরগাকুতি ধরায় নির্ঝরে।

চলার পথে দখিনে বামে যখন নামে
হরিত-হরা করকাঝরা শীতের হিম পাখা :
কুসুমাকর তারি আড়ালে মলয়-থালে
সাজায় চুপে গন্ধ-ধূপে পৌর্ণমাসী রাকা।

ধরায় যবে নয়নপুটে সন্ধ্যা লুটে,
রুদ্ধ-প্রায় হৃদয়ে ছায় নিবিড় গতি-তৃষা :
অস্তপারে রক্তাধরা উন্মুখরা
অহনা গায় : "পোহাবে নিশা, মিলিবে পথদিশা।

চিত্তব্রজে বাজায় বেণু পরাগ-রেণু
হাটের মাঝে নিরালে রাজে একেলা গৌরবে :
লক্ষ ধূলি-সাক্ষ্য তারে অস্বীকারে,
নিহিত রেণু পলক ধূলি-চমূরে পরাভবে।

বিজনে শুনি—পাতিলে কান— কে গায় গান :
"নেপথ্যেরি বিবাগী পথে চল্ রে পথহারা!
পায় না আঁখি আভাস যার, যবনিকার
পারে লুকায়ে প্রাণে ফুটায়ে তোলে সে ধ্রুবতারা।"

বিজয়া

আজ এসো মা বিজয়া, আলো-বরাভয়া! তিমির দলিয়া চরণে।
ঝরে হৃদয় কমল আমার বিকল—তুলে ধরো প্রেমকিরণে।
তার যতবার দল মেলে তব ভায়,
আঁধার-তুহিনে হায় মুরছায়!
যতবার তব জ্যোতি-বৈভব করি ধ্যান নীল স্বপনে,
দেখ, ঝটিকা-ধূলায় স্বপন মিলায়—কালো মেঘ ছায় গগনে॥

হৃদে আলোর রাগিণী নভ-কিংকিণি-তালে-তালে কেন স্বননে,
যদি মাটির নিগড়ে রাখিবে মা ধ'রে—লুটাবে ব্যর্থ বেদনে?
যদি তৃষিত অধরে নীর পলে পলে
পরশি' টানিয়া লবে হেন ছলে,
কেন পিপাসায় বারিদ-বিভায় রচিলে মেদুর বরণে?
সৃজি' চাতকে ধরায় করিলে মা হায় ধরা-বৈরাগী জীবনে!

দূরে জলধনু জ্বলে অম্বরতলে, করে সে বিবাগী নয়নে,
তার অলোক মুরলী পুলক উছলি' ডাকে যে শয়নে স্বপনে!
গায়: "সুদূরের রূপরাগ নয় মায়া,
জপি' তারি নাম ছায়া ধরে কায়া,
লক্ষ যোজন দূরের তপন—জাগে তারি অনুরণনে
বুকে বুকে জয়গান, সুধাসন্ধান লভে প্রাণ—দলি' মরণে।"

যেন কাঁটার ভ্রূকুটি অবহেলি' ফুটি' ওঠে হিয়া ফুল-লগনে।
যেন মরুভূমে শুনি সুর-সুরধুনী মুক্তি-নূপুর-নটনে।
যদি পড়ি বার বার ধরণীর টানে,
তবু মন মানা যেন মা না মানে,
উপলেরি ঘায় শিহরিয়া ধায় তটিনী সিন্ধু-মিলনে:
এসো উষা সুন্দরী! আলো-অপ্সরী! তিমির দলিয়া চরণে।

অহৈতুকী

মম জন্ম জন্মনীশ্বরে ভগতাদ্ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি···শ্রীচৈতন্য

দাও সেই প্রেম—যারে চিনিলে মা আপনারে
সত্যরূপে নিত্য যায় চেনা,
যে-প্রেম সর্বস্বদানে পূর্ণ সার্থকতা মানে,
সাবধানী মানা যে মানে না।
করি' আপনারে ক্ষয় তিলে তিলে লভে জয়
প্রতি পদে যে নিঃশেষ-ব্রতী,
যে-প্রভার পাশে আলো হয় ম্লায়মান, কালো—
শ্রেষ্ঠ লাভ যার পাশে ক্ষতি।

যে-প্রেম নির্ভরে ফোটে, আপনারি বেগে ছোটে
স্বয়মুৎসারিণী ঝর্নাসম,
স্বচ্ছতোয়া কলনৃত্যে পথ কেটে আনে চিত্তে
সঙ্গীত-আবেশ নিরুপম।
গণে না যে লাভালাভ, নাই যার মনস্তাপ,
নির্ভাবনা যার অভিযান,
হৃদি-রক্ত অর্ঘ করি' সর্বস্ব যে দেয় ধরি'
যুক্তি ভয়ে দেয় না যে মান।

ধরণীর পিছুটানে না দিয়া সাড়া যে প্রাণে
জপে তার নীলিমা-গৌরব,
বেষ্টিত কদ্বর পঙ্কে বিলায় আনন্দশঙ্খে
পঙ্কজের সঞ্চিত সৌরভ।
অকল্যাণ-পরিবেশে যে সবারে ভালোবেসে
নিবেদন করে আপনারে,
যে-প্রেম নির্ভীক দীপ্তি দলি' পায়ে ধ্রুবসিদ্ধি
চলে অধ্রুবের অভিসারে।

কস্তুরী-মৃগের ছন্দে আপন প্রচ্ছন্ন গন্ধে
নিশিদিন বিভোর যে-কবি
ভরে তার স্বপ্নাবেশে জাগরণ মুগ্ধাবেশে
সমুচ্ছলি' অচিন সুরভি ;
করুণার আশীর্বাণী করে যে বরণ—জানি'
তারে জীবনের সারাৎসার,
যে-প্রেম নিরভিমান না চাহিয়া প্রতিদান
আপনারে দেয় উপহার
তোমারে যা আছে তার—স্বপ্নরাগ দুরাশার,
স্তব্ধ করি' "দাও দাও" সুর,
গায় শুধু "নাও নাও—শুধু পায়ে ঠাঁই দাও
সাধারে শরণ সুমধুর।"
যে-প্রেম পিছনে রাজে আপন সম্ভ্রম মাঝে
না শুধালে রহে যে নীরবে,
তুমি তারে চাও কিনা—করে না যে প্রশ্ন, বিনা
পুরস্কার তৃপ্ত শুধু স্তবে।

রচে সে আপন মনে অন্তরের বৃন্দাবনে
কান্তিময়ি! মন্দির তোমার,
সে-মন্দিরের গর্বভরে করে না সে তারস্বরে
পূজারীর মহিমা প্রচার।
বাহিরে সে সুগম্ভীর শান্ত সিন্ধু সম স্থির—
হৃদয়ে অনন্ত-অভিসারী,
সে-গভীর আরাধন শোনে শুধু তার মন
করে না যে দাবি, কাড়াকাড়ি।

সবচেয়ে সুকঠিন—নৈবেদ্যে না গণি' ঋণ
আপনারে দেওয়া পূজা দানে :
দাবি না করার লাগি' সূক্ষ্ম দাবি ওঠে জাগি'
ছদ্মবেশী কামনার টানে।

হেন দাবি যেন ছলে অলক্ষ্যে অন্তরতলে
না বাঁধে মা, দেউল তাহার।
দাও সেই প্রেমাভয় দিয়ে যে না ফিরে লয়
আপন অঞ্জলি-উপচার।
মনে মনে বেচাকেনা করে না যে—তার দেনা
শোধ হবে কিনা—পুছে না যে,
সে তো নয় মহাজন, তার এক মূলধন—
সর্তহীন দান প্রতি কাজে।

প্রার্থনা চরণে তাই—এ-ই বর দিও : চাই
যেন শুধু তোমারেই সাথী :
শরণ সাধিতে পারি বিদ্রোহেরে অস্বীকারি'
তোমারি আসন হৃদে পাতি'।
যে-সংশয় স্নিগ্ধ ক্ষেম আত্মদান-ব্রতী প্রেম-
বন্দনারে হাসিয়া উড়ায়,
রম্য সুলভের লোভে দুঃখ-শোক-মনঃক্ষোভে
তারে যেন এ-প্রাণ না চায়।

ধূলিম্লান রুক্ষ পথে করুণা-অরুণ রথে
যে-আনন্দময়ী নেমে আসে,
যা আছে উজাড় করি' তারি পায়ে দিয়ে বরি
যেন তারে দানের উল্লাসে।
তোমার যে-বাঁশি গায় : "সব ছেড়ে ওরে আয়
দে বিদায় প্রশ্ন মর্ত ভয়,"
সরল নির্ভরে তারে অঙ্গীকারি' অভিসারে
চলি যেন গাহি' তারি জয়—
সাধি' তব স্তবগানে : "প্রশ্নহীন আত্মদানে
সর্বহারা হয় সর্বজয়ী :
যে হারায় সেই পায়—যে প্রেমে সঞ্চয় চায়
পায় না তো তোরে প্রেমময়ী!"

তমিস্রোজ্জ্বল

প্রেমের নির্ঝরধারা বহে না যেদিনে—মধুকর
চিৎপদ্মের চারিপাশে করে না গুঞ্জন—শ্রান্তিহর
স্বপ্নের মলয়ানিল জাগবের কানন না ছায়,
উদাসিনী আশা-তারা ডুবে নিরাশায়,
উৎসাহের জলধি-কল্লোল ক্লান্ত সুরে গায় গান,
প্রভাতের কান্তি হয় ম্লান,
আনন্দের পল্লব-মর্মর আর বিছায় না তার
ঝংকারে অন্তরে শান্তি—স্নিগ্ধ সুষমার
নিমন্ত্রণ প্রেয় সুমধুর
মনে হয় দূর…কত দূর…
হৃদয় শুধায় : "কার ভরসায় ছাড়ি' ধ্রুব ধন
অধ্রুবেরে করেছি বরণ ?"—

সে-রিক্ত দুর্লগ্নে বন্ধু, ডাকিতে তোমারে যেন পারি
রাখি মনে—রাধা-হিয়া ব্যথায়ও শ্যামেরি অভিসারী,
যত শক্তি রাজে সুপ্ত অন্তরের তলে—চিদাকাশে
ওঠে যেন জ্বলি' দীপ্ত জ্যোতিষ্কের আলোক-উল্লাসে ;
প্রত্যয়-স্ফুলিঙ্গ-স্পর্শে, প্রেমের স্পন্দনে,
শুনেছি তোমার বাঁশি রক্তের দোলায়—রাখি মনে,
যে-ক্লৈব্য প্রাণেরে চায় হৃতবীর্য করিতে গোপনে,
তারে যেন চিনি' লই পৌরুষের প্রশান্ত প্রেক্ষণে।
সুদিনে বিজয়োৎফুল্ল রূপকান্তি তব
বরণ করা তো নয় সুকঠিন—একান্ত সুলভ
সে-আভাস : আজ দাও সেই প্রেমাঞ্জন
বরে যার তমিস্রায়ো অতলে নয়ন
দেখে সত্য, মানে সত্য, সত্য তরে জ্বালে পূজারতি
প্রাণ-সাধনায়—তারি পায়ে করি' নিবেদন পরম প্রণতি।

কথা…কথা…কথা

কথা…কথা…কথা দিয়ে প্রাণের পুঞ্জিত বিফলতা
আজো যে ভরিতে চাই—ধ্বনি-মোহে ভুলিতে শূন্যতা !
দিন আসে…দিন যায়…মায়াবিনী কথা বোনে মায়া…
তার মোহে কায়া-ভ্রমে আলিঙ্গন করি শূন্য ছায়া,
জপি প্রাণপণে—শুধু বাক্যবীজে ফলিবে ফসল,
হৃদি পুষ্পাধারে শুধু সাজায়ে কাব্যের শতদল
সিঞ্চিয়া অশ্রুল ভাববিলাসে মিলিবে অনুভব
নিটোল সুগন্ধ-সমুচ্ছল। তাই কথার সৌরভ
করি আহরণ, গেয়ে : "গাঁথি' কথামালা কমনীয়
লভিব প্রিয়তমেরে, নাম যার—অনির্বচনীয়।"
মিলন বিহনে তাই মিলন-মন্দির বর্ণনায়
উচ্ছ্বসিয়া আপনারে—ভুলাই রঙের কল্পনায়।
সে বর্ণাঢ্য কথাচিত্রে যবে পরে মিলে না অন্তরে
পূর্ণিমা তৃপ্তির স্বাদ, জলধর মিলায় অম্বরে,
কথার আড়ালে শুধু চাতকের তৃষ্ণা গভীরায় :
অস্বীকার করি সেই অতৃপ্তিরে ফিরে ফিরে হায়
মুখর প্রগল্‌ভতায়—উপমায় মিটাই পিপাসা
শব্দভেদী শরজালে রচি শরশয্যা সর্বনাশা।

হেন নটভঙ্গি ছাড়ি' ডাকিব তোমারে চিরসাথী
কবে মৌন আত্ম-সমর্পণে—ছাড়ি' কথার বেসাতি ?
কবে মুখরতা-ফণা লুটাবে তোমার শ্রীচরণে
মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গম সম স্পর্শে তব ? কবে মনে
বিছাবে তোমার বন্ধু প্রশান্ত করুণা অকল্লোল ?
কবে হবে স্তব্ধ বৃথা কথা…কথা…কথা উতরোল ?

অহনা—উমাদেবী

("দিনমণিমণ্ডলমণ্ডন ভবখণ্ডন মুনিজনমানসহংস"…জয়দেবীয় ছন্দে)

দিনমণি-কিরণ নীলাম্বর ছায় সুন্দর
দূরি' শর্বরী-অমাপুঞ্জে।
অরুণ-বীণার জ্যোতি-সঙ্গীত ঝরে নন্দিত
আশাকম্পিত হৃদিকুঞ্জে।
লহরীর বুকে যার অঞ্চল চলচঞ্চল
বিছায় কান্ত কলহাস্তে,
গায় রবি তারি সামবন্দনা, সাধে মূর্ছনা
ময়ুখ-মৃদঙ্গের লাস্তে।

বিরহে যাহার নিশি বঞ্চিত ছিল শঙ্কিত
আজি ঝংকৃত সে দিগন্তে।
আরোহি' সে-উদয়-তুরঙ্গমে উষা-সঙ্গমে
ধায় হিয়া দুরাশা-তুরন্তে।
উরিল যে হিরণ্য স্যন্দনে ধরানন্দনে
রচে সেই যত প্রাণছন্দ।
তাহারি বরণ-উলু উল্লোলে ফুল-দোল-দোলে
মিলে দিশা উছলে আনন্দ।

গায় সে-সারথি : "দেখ পান্থ হে! জিত ধ্বান্ত যে!
দ্রুমদল জ্বলে বৈদূর্যে!
কাটে বসুধার বাধাবন্ধন আঁধা-খণ্ডন
প্রাণ-সুন্দর জয়তূর্যে!
"নিরালোক যত মরু কন্দর হ'ল উর্বর
সে-কিরণাসারে ওগো যাত্রী!
শতদলে লভিল রূপান্তর ধূলিকঙ্কর
উদিল অহনা বরদাত্রী!"

শিখর দুরাশী

আলোদীপ্ত-গিরিচূড়া…চলে পান্থ গিরি-পথে নেত্র তার মুগ্ধ সে-আভায়,
মায়াভ্র-মুরলী তানে শিখর-দুরাশা জাগে…তবু সে সংশয়ে ফিরে চায়—
যেথা নিয়ে অভিরাম নবদূর্বাদলশ্যাম পল্লব-পুষ্পল সুখধাম,
বাসনা-বন্ধন যেথা মমতায় বাহু মেলি' ডাকিত তাহারে অবিরাম।

কামনার সে-পিঞ্জরে নাই গতি বিপুলাশা? নাই সংকটের অভিসারে
নীলিমায় তৃষ্ণানন্দ? আসে যায় কতটুকু? শান্তিবীথি ছায়া তো বিথারে!
নাই সেথা অচিনের নিরুদ্দেশ-অভিযান—অকূলের ডাক: "আয় আয়"?
কী বা আসে যায়? ভীরু শুধায়: "চলেছি কোথা, কার ডাকে, কিসের আশায়?

"শুনেছি অকূল বাঁশি?" বার বার পুছে পান্থ, "সত্যই কি শুনেছি তাহারে?
ওই প্রাণলীলাহীন মেঘচুম্বী মৌলি 'পরে কভু কেহ বাঁচিতে কি পারে?"
তথাপি তারেই চাহে যুক্তিমানা না মানিয়া, অশ্রুবেই বরিবে বিদ্রোহী,
তুঙ্গ শৃঙ্গ ডাকে ডাকে…অধিত্যকা পিছে রাখি' চলে সে উর্দ্ধের তৃষ্ণা বহি'।

পথে মেঘ ছায় তার নয়নে, অন্তরে…করে প্রশ্ন থামি' প্রতি পথবাঁকে:
"দুঃসাহস সত্য—কিবা সংশয়, যুক্তির মানা? চলেছি কিসের অনুরাগে?'
ঝঞ্ঝা আসে, প্রাণ পক্ষ গুটায়ে আশ্রয় চায় সেই নীড়ে—ছেড়েছে যাহারে,
কাঁদে যে-অশ্রুল মায়া গৃহাঙ্গনে সন্ধ্যা জ্বালি' বাহুবন্ধে ফিরে পেতে তারে।

এ কী পরিহাস!—যারে হায় ফিরে চায় সে যে মিথ্যা আলেয়ার সম ভায়
সেই দিন হ'তে যবে বাজিল শিখর-বাঁশি: "ওরে যাত্রী, সব ফেলে আয়!"
সে-বাঁশি যেমনি থামে—সংশয়ে ঘনায় প্রশ্ন, দৃষ্টি হয় ক্ষুণ্ণ বারবার:
উর্দ্ধস্বয়ংবরা আশা তবু চলে উর্দ্ধপানে—নিম্নে তৃষা মিটে না যে তার!

শ্রীরাধা

প্রেম মম সাধনং প্রেম সঞ্জীবনং বন্ধনে মুক্তিমণিতারা।
ভাব-উন্মাদনং হৃদয়-উদ্দীপনং নিদাঘে শ্যামঘনধারা॥

আজো শূন্য এ-দেহমন্দিরে কেহ গাহে নি তো সেই বন্দন।
আজো আশা-বীথিকায় এলো না তো হায় সে-অতিথি ফুলনন্দন।
রহে প্রতি তনু-অণু বন্ধ্যা,
নামে অবেলায় ছায়া-সন্ধ্যা,
কোন্ আধ-বিস্মৃত স্বপন এ-চিত ছুঁয়ে ছুঁয়ে করে উন্মন…
সখী, অন্তরতলে কী তৃষা উথলে অশ্রুপাথার-মন্থন।

আমি পথ চেয়ে রই—সে কোথায় সই, যাহার মিলন-বঞ্চিত
হিয়া কাঁদে নিশিদিন দীপদিশাহীন, প্রার্থনা কাঁপে শঙ্কিত।
তার আলোকণা ভাবি' যারে হায়
করি বরণ—আঁধারে নিভে যায়…
হয় সোনামুঠি হায় ধুলামুঠি প্রায়—বিনা সে-বন্ধু বাঞ্ছিত।
খুঁজি কোথা সে-কলিকা জ্বালে প্রেমশিখা—যে-পরাগে ব্রজ গন্ধিত।

আঁখর:

আশা- পথচেয়ে রই—পাই না, সখী পাই না,
যদি আছে হৃদে মণি পাই না—কেন চাহিলে অমনি পাই না?
সখী, বাঁশি তার বাজে অন্তর মাঝে, ধরিতে ধাইলে পাই না,
কেন শুনিতে চাইলে পাই না?

না, না, ঐ শোন্ ঐ বাজে বাঁশি সই, ঝরায়ে মধুর মূর্ছনা।
এত কাছে—তবু দূর এ-কোন্ বঁধুর ডাক—এ কি সখী কল্পনা?
ঐ শোন্ গায় ঘরছাড়া বাঁশি:
"আমি সর্বহারারে ভালোবাসি
করে বরণ অকুল যে—সে পায় কূল, গাই আসে তারি বন্দনা।
পায় সে-ই যে হারায়—সঞ্চয় চায় যে—তার বৃথাই আরাধনা।"

দেয় যেই সাড়া রাধা—কাটে পথ-বাধা, শৃঙ্খলো হয় কিংকিণি !
কোন্ অচিন পুলকে নিখিল ঝলকে···পথে ধায় রাজনন্দিনী !
বাঁশি আরো কাছে ওঠে বাজিয়া···
ধরা নীলে নীলে যায় প্লাবিয়া···
ও কে শ্যামল মোহন !·· থমকে চরণ !···বাঁশি গায় : "লীলাসঙ্গিনী
আজ লভিল কি কূল বরিয়া বিপুল মুক্তিরে চিরবন্দিনী ?

আঁখর :

প্রভু এ কী লীলা তব হেরি অভিনব !—করিলে দাসীরে সঙ্গিনী !
নাথ, কমল-চরণ নমিয়া শরণ যাচে তব চির-অনাথিনী।
আছে যা কিছু আমার সকলি তোমার, আমি শুধু প্রেম-ভিখারিণী।
করি' ধন্য জীবন দাও শ্রীচরণ রাধারে যে শরণার্থিনী।
করো দীনারে তোমার পূজারিণী।
ঐ রাতুল চরণে চাহিত শরণ শৃংখলে-বাঁধা-বন্দিনী :
আজ সফল স্বপন রাধিকা-জীবন, মুক্তি লভিল বন্দিনী !
হ'ল কিংকরী লীলাসঙ্গিনী—পেয়ে পায়ে ঠাঁই হ'ল গরবিনী।

যত চিন্তা, সাধন, পূজা, আরাধন চেতনে কাঁপন স্পন্দে,
যত উচ্ছাস উছল চলচঞ্চল—দীপ্ত তোমারি ছন্দে।
দেহে প্রতিটি রক্তবিন্দু
শুধু তোমারি হে দানসিন্ধু !
তুমি হরষ বেদন জীবন মরণ—যাহা দিবে সে-আনন্দে
দেখ, এ-প্রাণের প্রতি কণিকা মুরতি তোমারি কান্ত, বন্দে !

আঁখর :

আমার প্রতি বেদনায় স্পন্দে বন্ধু, তোমারি চেতনা ছন্দে
আমার চিত্তের প্রতি কাঁপন সারথি, তোমারি মুরতি বন্দে।
প্রভু করুণায়···দিতে যা কিছু তোমায় প্রাণ চায়···তুমি দিও তায়,
আমি না করিয়া কোনো প্রশ্ন বরণ করিব লুটায়ে রাঙা পায়,
শুধু নিবেদনের আনন্দে···আমার উচ্ছল প্রেমানন্দে।

শ্রীকৃষ্ণ

আজ   শঙ্কিত গান, বঞ্চিত প্রাণ, মেঘে-ঢাকা আশা-তারা,
শ্যামা   কোকিল পাপিয়া আর কুহরিয়া ডেকে ডেকে নহে সারা,
আজ   ম্লান প্রভাতের ফুলদল,
নহে   ফুলভরে অলি অকল,
কেঁপে   ওঠে না পুলকে অবনী আলোকে—মুগ্ধ আপনহারা,
ভুলি'   কলঝংকার নদনদী আর ধায় না উছল-ধারা।

আজ   মরুহিয়াকূলে আর দুলে দুলে নাচে না স্বপনবীথি,
পড়ে   মুরছি' চেতনা, বিরহ-বেদনা জপে না মিলনগীতি,
ধূলি   আজ যে শুধুই ধূলি
তার   তারকা-তৃষ্ণা ভুলি,'
ছায়া   অধোমুখী কলি, যায় তারে দলি' তুহিন করকা নিতি,
শুধু   মর্মে গুমরে অশ্রুল স্বরে পথভোলা কোন্ স্মৃতি!

সবে   পুছে: "দিশা কোথা গো? নীল গগনবারতা গো
আর পুষ্পিবে না কি প্রাণে?
কবে   অধরা অতিথি গো   তার অলোকের প্রীতি গো
প্রেমে ফুটাবে ধরার ধ্যানে?"
শোনো:   শুধায় বসুধা কাঁদিয়া   তার চিরবাঞ্ছিতে সাধিয়া:
"যার   চুম্বনরাগে অম্বর জাগে শতরঙা সুখতানে
সেই   দয়িত বিহনে কেমনে জীবনে ধৈরয মন মানে?"

ঐ   পুঞ্জ তিমির ধাঁধিয়া নিবিড় করুণায় ওঠে ভাতি',
কার   রূপহিল্লোল দোল দোল দোল—পোহালো কি অমারাতি!
ঝরে   হাসি-হিন্দোল উলসিয়া,
ওঠে   জীবন-সিন্ধু শিহরিয়া,
সেই   বরদ-ঝলকে জলদ-অলকে চপলা উঠিল মাতি'।
আজ   অরুণ-চরণ মরণ-হরণ কে এলে স্বপন-সাথী,
মরি,   শিখিচূড়া-শিরে—অন্ধ তিমিরে ধরিতে প্রেমের বাতি!

আজ এলে কি শ্যামল, নাশিতে প্রবল প্রণয়-বিমুখ বাধা?
এলে দেখাতে কৃপায়—কেমনে নিশায় উষাসুর হয় সাধা?
রণি' রূপের জলতরঙ্গ
এসে দাঁড়ালে কে গো ত্রিভঙ্গ?
শেষ হ'ল কি সীমায় দুঃখ অপার—অসীমার-তরে-কাঁদা?
এলে সোনার প্রভাতে ল'য়ে কারে সাথে—প্রেমের প্রতিমা রাধা?

ওগো হৃদিবল্লভ! প্রীতি-বৈভব গাও মুখরতা মাঝে:
যত মিথ্যার জাল তোমারে আড়াল করি' যে বেসুর বাজে!
যুগ যুগের বাঁধন খসায়ে
বুকে বুকে রাসলীলা জাগায়ে
এসো এসো টুটি' বাঁধ মরতার সাধ মিটাতে অমরা-সাজে:
নাথ, উদ্বেল হিয়া আজ উছসিয়া চরণে শরণ যাচে।

কাটো নাগপাশবন্ধন পরায়ে প্রেমাঞ্জন নয়নে বন্ধু, ভালোবেসে:
যেন এ-নিখিলে দেখি শুধু তোমারি করুণা বঁধু,
কালো দলি' এসো আলো হেসে।
যেন সে-জ্যোতি-প্রসাদে প্রতি পান্থ
প্রাণ দেখে তব মূরতি শ্রীকান্ত,
যেন পথদিশা পায় পথ-ভ্রান্ত
মায়া মোহের আঁধার যায় ভেসে:
প্রতি মুখে তব আগমনী উঠুক জয়ধ্বনি' তোমারি আনন্দের রেশে।

এ কী! কোথা মধুরিমা তব অনিন্দ্য অভিনব! অবেলায় মহানিশা ঘনা'লো
ধায় দেববিদ্রোহী যত ঝঞ্ঝা লক্ষ শত—কালো মেঘে নীলমণি লুকালো!
আসে যত বাসনা-ঊর্মি ধরা গ্রাসিয়া,
ওঠে ঝলকি' হিংসা ক্রূর হাসিয়া,
প্রেম- কলিকা আফোটা ঝরে কাঁদিয়া
প্রীতি- শাখে সবুজের রাগ মিলালো!
কবে অন্ধ আঁখির দল মুদিল আলোকমল, পুলকের প্রবাহিনী শুকালো।

নাথ ! রৌদ্রনিনাদে এসো পীড়িত ভবে,
করো ধ্বংস দৈত্যচমূ অট্টরবে,
ত্যজি' বংশী চক্র ধরো রক্তাহবে, হও শ্যামল, অগ্নিরাঙা ত্রিলোক ব্যাপি' ।
আজ দুর্বার কালান্ত-মুরতি ধরো,
ঘোর নিশ্বাসে বাধাদ্রি লুপ্ত করো,
হরি ! হর রূপে এসে আজ শংকা হরো, হোক কার্মুক তব নাহ, ঘোর আরাবী
শুধু ভক্তে শিখাও দেব, তব আরাধন,
ওগো তাণ্ডব নটরাজ, ক্লৈব্যপাবন !
খর- শান করবালে নাশি' মিথ্যা মাতন দ্বেষ হিংসার অনীকিনী করো পরাজয় !
যেন উদ্দাম দম্ভোলিডংকা মাঝে
চির শান্ত কান্তি তব হৃদয়ে রাজে,
শুনি প্রলয়ের বক্ষে যে-তূর্য বাজে ধ্বনি' নব-সৃজনের রাগমালা-বরাভয় ।

শঙ্খ তব পরে বাজায়ে চরাচরে করিয়ো বল্লভ, নন্দিত ।
ফিরায়ো দক্ষিণ আনন সুন্দর !—রুদ্র যবে হবে তর্পিত ।
বিদ্যুতের দাহে ভস্ম হ'লে গ্লানি মেদুর !—এসো প্রাণ রঞ্জিয়া,
পরমানন্দের বৃন্দাবন-প্রেমমুরলীমঞ্জীর ছন্দিয়া ।

শিখিনি বন্দিতে তবুও তব পদচিহ্ন অনুসরি রজনীদিন ।
দেখেনি নদী যারে তাহারি অভিসারে ধায় না সে কি চির-শ্রান্তিহীন ?
বন্দী হ'য়ে তবু প্রসারে না কি শাখী নীলিমা পানে শাখা-বাহু অধীর ?
গহন পাতালেও জপে না মুকুল কি অসীম নন্দন-সুধাসমীর ?

লীলাবাদী

যস্মিন্ সর্বং যতঃ সর্বং যঃ সর্বঃ সর্বতশ্চ যঃ ।
যশ্চ সর্বময়ো নিত্যং তস্মৈ সর্বাত্মনে নমঃ ॥ (মহাভারত)

আমি চাই বিশ্বলীলা—পূর্ণাঙ্গ, সুন্দর,
যুগে যুগে স্তরে স্তরে বিকাশ প্রগতি,
যেথা দেবী !—রূপে বর্ণে গন্ধে রসে তুমি

উঠেছ কুহুমি'—আমি করিয়া চয়ন
গাঁথিয়া ললিত ছন্দ অর্পিব চরণে,
শুনিব শ্রবণ ভরি' যেথাই তোমার
রাগমালা মূর্ছনায় উঠেছে ঝংকারি'।
ভুবন-বিলাসী আমি চিরপ্রাণোৎসবী
বরি আমি এ-জীবন—রক্তের স্বাক্ষরে।

কী কহিলে দার্শনিক ?—"ব্রহ্ম সত্য শুধু,
ইন্দ্রিয়-জগৎ মায়া ?" মানি না একথা।
জন্ম লভে মানব এ-সুন্দর জগতে
করিতে রূপেরে অস্বীকার ? অঙ্গীকার
করিতে শুধুই এক নেপথ্য-নিলয়—
নাই যেথা আলো-ছায়া, ভরসা-নিরাশা,
সুখ-দুঃখ হাসি-অশ্রু বিরহ-মিলন,
আছে শুধু নিস্তরঙ্গ শান্তি একাকার
নিঃশব্দে নির্বাণ-মুক্তি নিস্পন্দ চেতনে ?

অন্তর আমার বন্ধু চায় না মানিতে
হেন রূপহীন শান্তি "দর্শনের" নামে।
দেখেও দেখে না যারা—তারা "দার্শনিক !"
দেখ ঐ শাখে শাখে স্তবকে স্তবকে
কোটি কোটি ফুলকলি গায় একতানে :
"আমরা ফুটিয়া ঝরি—ঝরিয়া ফুটিতে,
ধন্য গণি আপনারে আসা-যাওয়া মাঝে।"
শোনো ওই মধুকর করিছে গুঞ্জন :
"যুগে যুগে আমি সাধি প্রসূন মিতালি,
যে আমাকে দেয় মধু, আমি প্রতিদানে
গান গেয়ে তুষি তাকে।" কুঞ্জে কুঞ্জে শোনো
কুসুমাকরের সখী কোকিলা কুহরে :
"শুধু কূজনের ফুল্ল স্বরগ্রামে আমি
লভি কৃতার্থতা অভিনন্দি' শ্যামলেরে।"

অম্বুরে নীলাম্বু রচি' বর্ণসভা মরি,
শোনো করে স্তব : "আমি অতলে আমার
যার মুক্তাধ্যান জপি—ঢেউয়ে ঢেউয়ে তারি
গাই নাম শ্রান্তিহীন কল্লোলে আমার।"
দেখ ওই প্রজাপতি উল্লসি' উড়িয়া
করে নিবেদন প্রতি বল্লরীরে তার
অহেতুক হর্ষ নিবেদন। তরুচ্ছায়ে
দেখ ভুজঙ্গম ওই খেলিছে অরাল
চক্র ঝলকিয়া প্রিয়া ভুজঙ্গিনী সনে।
সমুচ্ছল শিশুদল করে কলরব
অবিরাম ব্রজধাম পাতিয়া ধূলায়।
দিগ্বলয়ে জাগে উষা পরমা সুন্দরী
বিলাতে কমলা-করে দিকে দিকে তার
আলোকের আশীর্বাদ। স্নিগ্ধ মন্দানিল
বাসন্তী শান্তির বাণী সিঞ্চি' রোমে রোমে,
প্রতি বাতায়নে এসে কহে মর্মরিয়া
গাঢ় স্বরে : "নিখিলের অন্তর-সাধনা
প্রতিটি পল্লবে ফোটে উৎফুল্ল সঙ্গীতে।"
ঊর্ধ্বে কান পাতো : ওঠে সেথায়ো ঝঙ্কারি'
এ-বিশ্বের অঙ্গীকার—"রাজে বিশ্বেশ্বরী
প্রতি বর্ণে রূপে রসে গন্ধে মঞ্জরণে।"
আসে চন্দ্র ল'য়ে তার নির্মাল্য জ্যোৎস্নার।
হাসে সূর্য পরি' তার হিরণ ললাটে
কিরণের বরণ-তিলক। তারাদল
বিথারে অম্বরে চারু চুম্‌কি-আঁচল
প্রচারি' : "আমরা সেই দেবীরই দূতিকা।"
আরো দূরে নীহারিকা গায় শোনো ওই :
"ক্ষুদ্রতম গ্রহ ওগো, তুমি আমি গাঁথা
একই ডোরে মণি সম : যত দূরে রই
আকাশ-বিচ্ছিন্ন দোঁহে বিরহীর প্রায়,

তবু চিরন্তন যোগসূত্র আমাদের,
আমরা সতীর্থ ধর্মে। যে-চেতনা তব
জাগায়েছে প্রাণে গতি, হৃদয়ে হিল্লোল,
সে-চেতনা আমাকেও করেছে উধাও
শ্রান্তিহারা আবর্তনে ব্যোম হ'তে ব্যোমে।
যাঁহার ইঙ্গিতে রচো দেবকায়া তুমি
নরদেহে—ছায়াপথও তাঁহারি আদেশে
রচি সংখ্যাহীন বহ্নিকণাকায়া তাঁরি
প্রদক্ষিণ-সংকীর্তনে প্রার্থে সার্থকতা।
এ নহে কবিকল্পনা, অলীক সান্ত্বনা,
এ-সত্যে বিধৃত সৃষ্টি : অনল অঙ্গার
একই চেতনায় গাঁথা। অশুচি নির্মল,
মূঢ়-জ্ঞানী, কবি-মূক, নিষাদ-ব্রাহ্মণ,
দেবদ্রোহী দৈত্য—প্রেমবিনতা তাপসী
আপন সাম্রাজ্যে রাজা রাণী ধরাতলে।
এ-বিশ্বের মহেশ্বরী যিনি—দৃষ্টি যাঁর
তৃণে তারকায় ব্যাপ্ত সমস্নেহে—এ-ই
বিধান তাঁহার। যাহা কিছু লীলাময়ী
সৃজিলেন এ-ব্রহ্মাণ্ডে—অপমান তার
করে সাধ্য কার?—সবে ল'য়ে তাঁর লীলা।"

আমারো মা এই মন্ত্র : "সবে ল'য়ে লীলা।"
নিরাকার-পাদে তব অরূপ বিধৃত,
রূপায়ণ-শ্রীচরণে মূর্তি উতরোল।
শিষ্যরূপে প্রার্থী তুমি—গুরুরূপে দাতা।
ইষ্টরূপে করো পূজা-গ্রহণ মন্দিরে,
পূজারীর রূপে অর্ঘ দাও ইষ্টদেবে।
জননীর স্তনে ঝরো স্তন্যসুধাধারে,
শিশুরূপে ধরো মূর্তি ক্ষীণ ক্ষুধার্তের।

দয়িতায় বরমাল্যে হও স্বয়ম্বরা,
দয়িতের রূপে দাও বধূরে আশ্রয়।
আর্তরূপে ধরো কায়া রোগে দুঃখে শোকে,
জ্ঞানী বন্ধু রূপে দাও সান্ত্বনা তাহারে।

এ-জীবন অভিশাপ ? মুক্তির উদার
অসীম ব্যাপ্তির কোল হ'তে কি আমরা
এসেছি সীমার কারাগারে বন্ধু, শুধু
যাপিতে ব্যথার দিন—কাতরে শুধায়ে :
"কবে ফিরে যাব সেথা যেথা হ'তে আমি
এসেছি এ-নিরর্থক মর্ত্য কারাগারে
সাধিতে কেবল দিনগত-পাপক্ষয় ?"
এ-ব্রহ্মাণ্ড রচিল কে ? ভস্মাসুর ? নহে,
নহে, মায়াবাদী ! ব্যোম যাঁহার মুকুট
গহ্বরেও তাঁরি পীঠ। নির্গুণ-নিলয়ে
রহে যে আনন্দময়ী—সে কি শুধু জাগে
সত্ত্ব রজঃ তমো মাঝে কাঁদিতে অঝোরে ?
এই কি পরম বাণী, চরম দর্শন ?

নহে এ দর্শন বন্ধু !—এ ভ্রান্তিবিলাস,
দৃষ্টির বিভ্রম। ওগো দেবী রূপাতীতা !
রূপের শিঞ্জনে নৃত্যবিলাস তুমি মা
না চাহিতে যদি—রূপ আফোটা ঝরিয়া
যেত নাকি দুদিনেই ? কোটিরাগে দেবী,
উদ্ভাসিতা তুমি নিত্য নূতন প্রভায়।
শুধু, ক্লিন্ন বাসনার অন্ধ কামধূম
তোমার অমলা কান্তি ঢাকে নিরন্তর :
তাই রূপ হয় শাপ, প্রতিমা নিষ্প্রাণ,
নয়ন নিষ্প্রভ, প্রাণ হারায়ে তাহার
জন্ম-অধিকার সুধা—করি' বিষপান—
যাপে দিন যন্ত্রণায় ক্লান্ত, মুহ্যমান্।

তোমার লীলারে তার পরম স্বরূপে
চিনিতে শিখি নি বলি' পাই না দর্শন
তোমার মা বিশ্বেশ্বরী, তব বিশ্বরূপে।
তাই আজো দেখিয়াও দেখে না নয়ন—
করুণার অন্নসত্রে তোমার উদার
আসনে আপনি তুমি ডাকিছ সবারে,
অন্নপূর্ণা জগদ্ধাত্রী, সমস্নেহে প্রতি
ক্ষুধার্তেরে শ্রীক্ষেত্রের চন্দ্রাতপ তলে
মিটাতে তাহার যুগযুগান্তের ক্ষুধা।
আমরা পাতি না কান—তাই সে-আহ্বান
ডেকে ডেকে ফিরে যায়। খোলে না দুয়ার,
পাই না পরম দিশা, দহি যাতনায়—
ভোগের রহস্য গূঢ় জানি না বলিয়া।

যে-বহ্নি দেখায় পথ অন্ধকারে—সে-ই
মরণের নিমন্ত্রণ আনে বহি' হায়,
মুগ্ধ পতঙ্গের কানে। অকারণ ক্ষোভে
ওগো মায়াবাদী, তুমি আজ পথহারা।
ভোগ নহে মরীচিকা, রূপ নহে চিতা,
সীমা নহে কারাগার, বৈচিত্র্য ছলনা।
শোনো ওই যুগ যুগ ধরিয়া ঈশ্বরী
তোমারি অন্তরে রাজি' গাহিছেন তাঁর
নিষ্কাম ভোগের গান নিত্য নব সুরে:
রূপে রাগে গন্ধে বর্ণে সংকল্পে বিজয়ে
শক্তিসাধনায় প্রেমে শ্রদ্ধায় পূজায়
তপস্যায় যাগযজ্ঞে প্রয়াসে উদ্যোগে
কর্মে শিল্পে ছন্দে কাব্যে যৌবনাভিযানে
জন্মোৎসবে পরিণয়ে পরম প্রয়াণে।
আমরা শুধু সে-বাণী চাইনা শুনিতে,
গর্ব লোভ মোহ করি' বরণ সাদরে

কামনার পালে বাহি জীবনতরণী,
ভরাডুবি তাই হয় শেষ পুরস্কার,
বলি কেঁদে স্বপ্নভঙ্গে অন্তিম নৈরাশে :
"এ-মর্ত্ত্য জীবন মিথ্যা আলেয়া-অলীক
হেথা নাই সুখ-সরোবর, আছে শুধু
মায়া মৃগতৃষ্ণিকার ছায়া-হাতছানি !"

ঊর্ধ্বে বরি' অতলের পিছুটানে নিতি
দিয়ে সাড়া অন্তরের নির্দেশ না বরি'
হই লক্ষ্যভ্রষ্ট, পড়ি দুঃখের গহ্বরে।
মোহিনী ছলনা হেসে ডাকে যবে—তার
যাচিয়া প্রসাদ অন্ধ দৈত্যসম হায়
হারায়ে সুধার জন্মস্বত্ব চিরন্তন
অলক্ষ্মী বরণে করি ভুলি' ইন্দিরারে।
পরে যবে হয় স্বপ্নভঙ্গ, ব্যর্থকাম
আপনার কর্ম তরে দুষি' জীবনেরে
জীবন-নেপথ্যে খুঁজি নির্বাণ-সান্ত্বনা।

কিন্তু রস-উৎসা দেবী ! বহিতে কি তুমি
পৃথিবীর প্রাণদোল নিত্যনব তালে
যদি তব এ-বিচিত্র রসপ্রবাহিনী
অর্থহীন মরুপথে হ'ত পথহারা ?
যদি তুমি অফুরান প্রাণের মেলায়
না জ্বালিতে নিত্য তব আনন্দ-প্রদীপ,
না দীপিতে তব ঐশ্বর্যের প্রদর্শনী
নিত্য নব রঙ্গে—তাহ'লে কি এ-ভুবনে
এত গান-গন্ধ হাসি অশ্রু-ইন্দ্রধনু
রঙাত জীবনলীলা নিত্য অভিনব
লাবণ্যের প্রসাধনে মুনিমনোহারী
অনিন্দিতা অপ্সরায় উর্বশীবিভায় ?

হায় মা, নয়নহারা দিগ্‌ভ্রান্ত তোমার
সন্তানে শিখাবে কবে—তোমার প্রসাদ
পায় সে-ই যে তোমারে করে অঙ্গীকার
শ্রদ্ধার চন্দনে ধূপে, প্রেমের কুঙ্কুমে,
দুঃখ যে বরণ করে আনন্দ তোমায়
করিতে অভিনন্দন—সহে যে বিরহ
পদে পদে পূর্ণতর মিলনের তরে!

আমাকে দাও এ-বর, অনন্তরূপিণী!
যত রূপে লীলা তুমি করো মর্ত্যভূমে
মানিতে সবারে যেন পারি এ-জীবনে।
আমার সাধনা হোক—নূতন ইন্দ্রিয়
সৃজিতে দেহের প্রতি রোমকূপে—রূপ
রস গন্ধ ধ্বনি তব করিতে গ্রহণ
সে-কোটি ইন্দ্রিয়পথে, প্রতি রক্তদোলে
অঙ্গীকার করিতে মা প্রতি দান তব।
বরিয়া তোমারে ধ্যানে দেহাতীত লোকে
সর্বব্যাপী আবির্ভাবে সমাধি-চেতনে
ফিরি যেন দেহলোকে দেহভোগতরে
অগণ্য ইন্দ্রিয়পাত্রে জ্বালায়ে প্রদীপ
করিতে আরতি তব মূর্ত প্রতিমার।
মানস-অতীত লোকে রমিবে মা যবে,
অতীন্দ্রিয় রাজ্যে হব সন্তান তোমার,
কিংকর, পূজারী—যদি দাও সে-গৌরব
যাচিব সম্ভোগ তব বৈদেহী মিলনে।
পরে দেহ চেতনায় ফিরিব যখন,
ঘোষিব তোমারি-দেওয়া দেবত্ব-গৌরবে :
"এ-মৃন্ময় দেহ নয় নয় ম্লান, হেয়—
যে-দেহবিগ্রহ তুমি আপনি আসিয়া
করেছ প্রদীপ্ত তব চিন্ময়ী বিভায়।

যে মন্দিরে তুমি প্রাণপ্রতিষ্ঠা তোমার
করেছ হে প্রাণময়ী, যেথা শঙ্খ তব
বাজালে নিরন্ত প্রেমে—তীর্থ সে আমার।"
জ্বালিব জ্বালিব আমি দেহদেবালয়ে।

চেতনা-দীপালি যত আছে মা আমার—
দেখিতে তোমারে নিত্য বৃন্দ ব্যঞ্জনায়।
যত সূর্য আছে সুপ্ত অবচেতনায়
দীপিয়া আলোকে তার দেখিব ভুবনে
কোথা কোন্ তুচ্ছতম কণিকার মাঝে
করো সদানন্দময়ী, অসাজ উৎসব।
বিচ্ছুরিবে যত প্রভা তব রথধ্বজা
সবারে নমিব আমি সাষ্টাঙ্গ বন্দনে।
বেদনারো মরু হ'তে প্রেমের গাণ্ডীবে
উৎসারিব গাঙ্গধারা চমক-চঞ্চলা:
সাধিব তোমারে বীর্যে, সাধিব প্রণয়ে,
সাধিব সংকটে, শ্লথ কুসুমশিথানে,
অণু-হ'তে-অণু, মহা-হ'তে মহীয়ানে,
বসন্তে হেমন্তে শীতে উৎসবে বেদনে
অশ্রু-হাসি হর্ষ-ব্যথা জয়-পরাজয়ে।
ব্রহ্ম তুমি, তুমি শক্তি, রূপসী, অরূপা,
নিত্যা তুমি, তুমি লীলা, মাতা পিতা সখী
ইষ্ট গুরু দিশারিণী হৃদয়নন্দিনী!
একাধারে বাজাও মা কত ছন্দ বোল
রাগিনী মূর্ছনা মরি! বৌদ্ধে রাজো তুমি,
রাজো শাক্তে, অবধূতে, শৈবে, বৈদান্তিকে,
রাজো তপস্যায়, রাজো আত্মসমর্পণে
যে তোমারে করে পূজা যে-রূপে ধরায়
সেই রূপে দেখা দাও তারে জাদুকরী—

সর্বদ্বন্দ্ব-সমঞ্জসা, অশেষ-আশ্রয়া,
কল্পতরু, আত্মাশক্তি প্রেমিকবৎসলা !
যত রূপে রূপায়িত হবে এ-ভুবনে
দেখিব তোমারে আমি ততরূপে। যদি
অর্বুদ বিনিদ্র আঁখি জাগে প্রতি রোমে
মিটিবে না নেত্র-তৃষ্ণা তথাপি আমার।
অশ্রান্ত ঔৎসুক্যে আমি দেখিব তোমারে
অগণ্য দর্পণে—যবে নিরখিবে তুমি
আপনার বিভূতির লক্ষ প্রসাধন :
রক্তরাগে—বর্ণ পারে, উষায়—সন্ধ্যায়,
রলরোলে—মৌনিমায়, উৎসবে—সংযমে,
চাঞ্চল্যে—সমাধিবুকে, অরণ্যে—সংসারে,
বিলাসে—বৈরাগ্যে, রঙ্গমঞ্চে—গুহামাঝে,
অনন্ত কর্মের ধূমে—সর্বকর্মত্যাগে।

নহ মা অরূপা শুধু, নহ রূপময়ী,
নহ প্রাণোচ্ছলা শুধু নহ নিষ্পন্দনী,
নহ শুধু প্রেমরাজ্ঞী, জ্ঞানধ্যানময়ী
বৈষ্ণবের কৃষ্ণ শুধু, শৈবের ধূর্জটি,
সংসারীর লক্ষ্মী শুধু, শাক্তের করালী
দশমহাবিদ্যা, লোলা, নৃমুণ্ডমালিনী।

এ-সকলই তুমি, তবু হে অপরিমেয়া,
আরো যত রূপ তব আছে অপ্রকাশ
আকণ্ঠ করিব পান···পিপাসা আমার
নহে মিটিবার। আমি চাই যে জানিতে
দেখিতে চিনিতে অভিনন্দিতে তোমারে
প্রতি অভ্যুদয়ে তব। সর্বগ্রাহী যে মা
আমায় জ্ঞানের অগ্নি, প্রেমের বিদ্যুৎ।

এক তুমি তারে নিত্য-নূতন লীলায়
সৌন্দর্য-সমিধে পারো রাখিতে জ্বালায়ে
অনাগু সমাপ্তিহীনা অপার সুষমা।

দুরাশা আমার দেবী!—লভিব তোমার
নিত্যপূজা-অধিকার আমার জীবনে—
ভক্তি-প্রেমে, সেবার্চনে, শ্রদ্ধা-তপস্যায়
উৎসবে—দুর্যোগে, সুখে—সংকটযাত্রায়।
অনন্ত যদি না হয় রূপরাগ তব
আমার নৈবেদ্য সেও হোক অন্তহীন।
দেবীর মহিমা যদি অনন্ত-দ্যোতনা,
ভক্ত হোক কোটিকণ্ঠ অসাঙ্গ-মূর্ছনা।

ভক্তের প্রতি ভগবান্ ঃ

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ (গীতা)

আমারে স্মরণ করো, আমার ভজন করো,
আমার যজন করো প্রণমি' আমায়।
করি আমি অঙ্গীকার, প্রিয় ভক্ত হে আমার :
লভিবে আমার তুমি মিলন ধরায়।

ভগবানের প্রতি ভক্ত ঃ

শুনি' তুমি বাসো ভালো, প্রিয় আমি তব—আলো
জ্ব'লে ওঠে অন্তরের মন্দিরে আমার।
না চাহিতে অঙ্গীকারে দিলে যে-প্রসাদ তারে
কেমনে বরিব বলো, হে করুণাধার।
কাটিল যুগের ব্যথা লভি' পূর্ণ সার্থকতা,
কী বা দিব প্রতিদানে বল্লভ তোমায়?

হে সম্রাট্ অম্বরের, আসিলে যে মানবের
দুয়ারে বৈকুণ্ঠ-বাণী গাহিতে কৃপায়।
বাজে রক্তে শঙ্খারতি, আনন্দ-মুরলী—প্রতি
ধমনীতে জাগে নৃত্য কুসুম-কিংকিণি।
মন্থর নিঃস্বপ্ন জলে সূর্যচন্দ্রদ্যুতি ফলে
সে-জ্যোতির প্রতিবিম্ব কাঁপে বিমোহিনী
দীপ্তিধারা উচ্ছলিয়া ম্লান দেহ উজ্জ্বলিয়া,
দেখি' সে-অধরা বিভা দীপালি-লীলায়
মনের ময়ূর নাচে মহানন্দেঃ "আসে কাছে
মরতার প্রার্থনায় দেবতা-ধরায়।"
শরণ-সুন্দর! তব চরণই তো নিত্য নব
ছন্দে নমে মর্ত্য প্রাণ—জানো না কি তুমি?
জানো না কি—তুমি ঠাঁই দিলে পায়ে, বিশ্বে পাই,
নিঃস্ব বালুচরও ওঠে নিমেষে কুসুমি'?
অভিমানী অশ্রু চায় তোমারেই বসুধায়
নিবেদিতে তার যুগপুঞ্জিত বেদনা।
সেই সমর্পণে পায় আশ্রয় সে নিরাশায়,
পঙ্কে ফোটে পঙ্কজিনী—তুমি কি জানো না?

বার বার প্রিয়তম, তোমারে অন্তরতম
মানি এ-উদ্বেল প্রাণে পরম শরণে।
বার বার বাহিরের ঘনঘটা সংশয়ের
অন্তহীন প্রতিবাদ করে দুর্লগনে।
তবু জানি—আছ তুমি, তাই জানি প্রাণভূমি
হয় যদি বন্ধ্যা দেবদ্রোহী তমসায়—
তব আশীর্বাদ-জ্যোতি পূরিবে সে মহাক্ষতি,
শান্ত হ'বে বিসম্বাদ কান্ত মূর্ছনায়।
বন্ধুর মসৃণ হবে—চির-অরি মহোৎসবে
দ্বেষ ভুলি' মিতালির রাখীটি পরাবে।

তোমার দিশারি আলো নাশিয়া ক্রূরতা কালো
গরল-দাহনে সুধা-সরলে চিনাবে।
বন্ধু, তব অহৈতুকী সিন্ধু-করুণায় সুখী
হবে আঁখিনীর ফলি' হাসি-জলধনু :
তোমারে আপন জানি' আপন মহিমা মানি'
আনন্দ-আঁধার হবে প্রতি তনু-অণু!
তুমি দিলে বর যবে—দুরাশা সার্থক হবে,
ভাঙিবে পাষাণকারা তোমার প্রণয়।
যত কেন মায়া গ্লানি বাঁধুক দাসত্বে—জানি :
"আমি তব প্রিয়" যবে—ছায়া হবে লয়।
আমারে শিখাও তব শরণাগতির নব
বন্দনা হে দীক্ষানাথ, অনাদি অশেষ
নীলকান্ত অবিনাশী! বাজাও বসন্ত-বাঁশি
নাস্তিক্যের দ্বীপান্তরে রচিয়া স্বদেশ।
তোমারে বরিয়া প্রাণে জানি—মন-তৃষ্ণা জানে
যা কিছু জানার আছে, হে জ্ঞান-নিলয়!
তব প্রেমকণা চুমি' কণ্টকিত চিত্তভূমি
উঠিবে পুষ্পিয়া জানি, হে প্রাণ-মলয়!
কৃপাঘন হে শ্যামল! সীমাক্ষুণ্ণ ধরাতল
অসীম সখ্যের অন্ত কেমনে বা পাবে?
তুঙ্গ হিমগিরি-চূড়ে জ্যোতির্ময় স্বপ্নপুরে
বাজাও যে-প্রেম তূর্য তারি তো আরাবে
সানুমূলে জাগে তৃণ ফল ফুল অমলিন,
ধূলায়ো নক্ষত্র জ্বলে তোমারি তো বরে।
কত দূরে প্রিয় তুমি! তবু মনে হয়—চুমি'
তোমারি চরণ ছায় মহিমা অম্বরে।

চিনেছি তোমারে আজ তাই তো হৃদয়রাজ,
ভরেছি পূজার ডালি প্রেমের কুসুমে :

জ্বেলেছি তনুর প্রতি অণুমাঝে ধূপারতি
ধন্য দীপালিকা পুণ্য চন্দনে কুঙ্কুমে।
প্রার্থিয়াছি আত্মদানে তোমারে অতিথি প্রাণে,
বরিয়া তোমার বীথি আশার কাননে,
জাগরণ-দেবালয়ে বাজায়ে অকুতোভয়ে
তোমারি প্রণয়-শঙ্খ শয়নে স্বপনে।

দেহধূলি বলে যত—মাটি তার সদাব্রত,
বাজে তব অনাহত ঝংকার গীতার :
"আমারে স্মরণ করো, আমারে বরণ করো,
আমারে ভজন করো, হে প্রিয় আমার।"
"আমি তব প্রিয়" শুনি' কণ্ঠে জাগে সুরধুনী
ম্লান হৃদিতন্ত্রী গুণী, কাঁপে সগৌরবে।
রসনায় জাগে বাণী, তোমারে ফাল্গুনী জানি'
হিম হিয়া অভিমানী হ'ল প্রেমস্তবে।
বাঁধভাঙা অশ্রুরাশি রূপান্তরি'—হ'য়ে হাসি'
ইন্দ্রধনু সমুদ্ভাসি' তোলে ব্যথামেঘে।
গ্রহণ করেছ দাসে কারুণিক, প্রেমভাষে
গাহিয়া : "যে ভালোবাসে অগাধ আবেগে
সে আমার ভক্ত প্রিয়, শিষ্য, বন্ধু, বরণীয়।"
প্রতিদানে কী বা দিব ? সবি তব দান।
শুধু গাই : "যেথা স্বামী, যাবে তুমি রবো আমি
দাস তব—অনুগামী—রজনীবিহান।
করতালি জয়টিকা চাহি না—জ্বালাও শিখা
দুঃসহ অসমাপ্তিকা বাসনা-দাহন।
ধনমান, পরিজন, বিলাসের কুঞ্জবন
কামনার কুহরণ, মদির-মাতন,
অনিত্যের প্রলোভনে শাশ্বতের বিসর্জনে
কাব্যের কল্পনাবনে ক্ষণিক আশ্রয়

প্রাণের বরেণ্য নয়, অভ্রান্তির বরাভয়
চাহি আমি নিত্যালয়—নহে পরাজয়।
অল্পসুখ গণ্ডী টুটি' তোমার আহ্বানে ছুটি'
আশঙ্কায় যদি লুটি দেখিয়া দেবারি,
অশ্রুবেরি অভিসারী রহিব—যদি বা হারি,
চলিব বরিয়া তারি দিশা, হে দিশারি!

না না—কেন এ-সংশয়? কোথা তার পরাজয়,
কোথা বাধা কোথা ভয়—যে করে বরণ
তোমার প্রণয়-আলো তোমায় বাসিয়া ভালো
নেত্রে যার তুমি জ্বালো নীলিমা-স্বপন!
আপনি আসিবা যার দিলে কণ্ঠে মালা—তার
অগ্নিপরীক্ষায়ো হার হবে না তো কভু:
তোমার যে অভিসারী হয় সর্বহারা—তারি
আপনি সারথি, পারী হও এসে প্রভু!

আজ যদি তব বরে উঠেছে অন্তর ভ'রে
নেমেছে এ-ভাঙাঘরে চাঁদের কিরণ;
এই কোরো—যেন তার অঙ্গীকারে অনিবার
যা কিছু আছে আমার—তনু মন ধন—
কুণ্ঠাহীন সমর্পণে আত্মহারা বিসর্জনে
দিতে পারি শ্রীচরণে, বাঞ্ছাকল্পতরু।
কোরো পূর্ণ এই সাধ: নিবেদনে যেন নাথ
না থাকে বঞ্চনা—হাত ধরো, হৃদিমরু
তাহ'লে শ্যামলিমায় ফুটিয়া—ও-রাঙা পায়
সঁপিবে কৃতজ্ঞতায় তার প্রতি ফুল,
বল্লরী, পল্লব, ফল—অনির্মল মর্মতল
হবে স্বচ্ছ, বিনির্মল, শরণ-আকুল।
হাসি হবে বরে তব তোমারি মহানুভব
দাক্ষিণ্যের সগৌরব উজ্জ্বল স্বীকার,

বিদ্রোহ মানিবে নতি, অশ্রু হ'বে শুভ্রব্রতী,
সাধিবে তব আরতি প্রতি অঙ্গীকার।
আর, দিও এই বর : হে সুন্দর, দীপঙ্কর :
চিনি যেন তব স্বর বেসুরার রোলে,
জানি—স্পর্শমণি তুমি, তোমার চরণ চুমি'
রূপান্তরের মরুভূমি হরিত হিল্লোলে।

লিপ্ত হ'য়ে লিপ্ত নও স্বচ্ছন্দে লীলায়—বও
তুচ্ছতম ভার, সও তার প্রতি বাধা :
তাই তো জীবন তব চিরঞ্জয়—পরাভব
মানে প্রেমে নব নব ধর্মক্ষেত্র-গাথা
কুরুক্ষেত্রে ঝংকারিতে, অসীমেরে আরাধিতে
সীমাক্ষুণ্ণ ধরণীতে—গাহিতে গীতায় :
কোন্ মন্ত্রে কামতটে নিষ্কামের বাণী রটে
নশ্বর কায়ার পটে কায়াতীত ভায়।

তোমার সঙ্গীত-আলো বিনাশে আসঙ্গ কালো
মঙ্গলে বাসিতে ভালো জীবন শিখায়ে,
ধীরে ধীরে প্রণয়ের, প্রণতির, অভয়ের
মুকুলিকা মলয়ের মর্মরে ফুটায়ে,
চিনায়ে—উন্মেষ হ'তে কেমনে শরণ-পথে
আশারে দুরাশা-ব্রতে হয় দীক্ষা দিতে।
নাথ, তব দাস-শিষ্য ধন্য আজ—মহাদৃশ্য
দেখালে যাহারে—বিশ্বরূপে বিশ্বাতীতে।
দূরে ফুল্ল নীলাম্বরে কে উল্কা ঝলকে ঝরে ?
পাষাণে অনল ক্ষরে পবন-সংঘাতে!
ম্লান শিলা দীপ্যমান্ হ'য়ে রচে তারা-গান,
জ্যোতিষ্কের লভে মান গতির প্রসাদে!
ধূসর সমুদ্র হয় লহমায় দীপ্তিময়
অবর্ণে বর্ণের জয় ভঙ্গি' বারে বারে!

বিছায় উদয়াকাশ-বুকে প্রেমে স্বর্ণোচ্ছ্বাস
করুণে অরুণাভাস বসন্তবিহারে।
স্বপ্নের উদয়াচলে এক নব দীপ্তি ঝলে
অন্তরীক্ষে জলে স্থলে—তাহারি অচিন
ভালোবাসা কূলে কূলে আলোকের ঢেউ তুলে
আসে যেন দুলে দুলে আনন্দ-রঙিন!
বরেণ্য সুদূরতম! এসেছ বল্লভ সম
হে পার্থসারথি, নমো নমো শ্রীচরণ।
পরমার্থ-দাতা! আজ এলে কী আশ্চর্য সাজ
ধরি হে রাজাধিরাজ—নর নারায়ণ!

চেতনার রূপান্তর

জানি দেবী!—চেতনার আরোহণ নহে শিশুভাষ
পুষ্পকের অভিযান। চাই সেথা অটল বিশ্বাস,
দুরাশার ঊর্ধ্বগতি, নিষ্ঠা-ধৈর্য-শ্রদ্ধার পাথেয়,
চিত্তশোধনের তীব্র আকাঙ্ক্ষার অনল অজেয়।
যে-আত্মপ্রণয় চায় আপনারে বিমুগ্ধ রাখিতে
কল্পনার সান্ত্বনায়, চায় ক্ষুদ্র স্বার্থেরে বরিতে,
কেন্দ্র করি' যে আপন ক্ষুদ্র অভিমান মমতারে
বিবেকের তিরস্কার চায় না সহিতে বারে বারে
সমর্থন করে তার কুতার্কিক যুক্তি জালে হায়
নিম্নমুখী প্রবৃত্তিরে—না জপিয়া ঊর্ধ্ব অভীপ্সায়,
চেতনার রূপান্তরে কোন্ পথে সিদ্ধি লভিবে সে?
সত্যেরে কি পায় সে—যে রহে তৃপ্ত মিথ্যার স্বদেশে?
কেটেও কাটে না তার হৃদিগ্রন্থি, ঘুচে না সংশয়,
তাই কাঁদে: "মিলিল না আজো বরদার বরাভয়!"

সাবধানী দ্বিধা-সংশয়েরে করো দূর, করো লয়
তামসিক সুখের বিলাস দেবী! গাও বরাভয়
কল্যাণ হিন্দোল-রাগে হে করুণাময়ী! দাও বর:
তোমারে বরিয়া যেন চেতনার সাধি রূপান্তর।
পার্থের গাণ্ডীবে ঘোর কুরুক্ষেত্রে জাহ্নবী যেমন
উচ্ছলিত হয়েছিল—তেমনি মা তোমার বরণ-
দুরাশারে উৎসারিয়া করো চিত্তেরে উর্বর,
অন্তরের সুপ্ত তেজ জাগায়ে মা, করো শক্তিধর।
তোমার দাক্ষিণ্যে দাও নিষ্কম্প প্রত্যয় মা জননী—
যে-প্রত্যয়ে ক্ষীণ ফল্গু সমুচ্ছলি' ধায় শঙ্খধ্বনি'
অচিন সিন্ধুর মুখে—ভরসায় যার অন্তাকাশে
সান্ধ্য ব্যথা নবারুণবর করে প্রার্থনা উচ্ছ্বাসে,
যে গূঢ় প্রত্যয় জপি' জড় ভ্রূণে শিহরে প্রতিভা,
যে-প্রত্যয় ধ্যান ধরি' অনুবীজে জাগে ফুলবিভা,
যে-প্রত্যয় মূলে রোপি' তরু ডাকে শাখাবাহু মেলি'
দূর নীলিমায়—তার মৃত্তিকা-বন্ধন অবহেলি'।
যে-প্রত্যয়-মহানন্দে পৃথ্বী তার কক্ষপথে ধায়,
শিখাও চাহিতে তারে দিনে দিনে শ্রদ্ধায় নিষ্ঠায়।

অপ্রত্যয় সে কি সয়—প্রেম-সত্যে অধিকার যার
জন্মলব্ধ দাবি? জোনাকির দীপে আলো-তৃষা তার
মিটে কভু—যার বক্ষে, মানসে, নয়নে শিহরায়
দুঃসাহস-সমুজ্জ্বল পূর্বরাগ মহামহিমায়?—
প্রতি তনু-অণু যার কাঁপে অসীমার নিমন্ত্রণে—
পারে কি সে ধরা দিতে ক্ষণলালসার আলিঙ্গনে?
তাই এ-মিনতি পদে: যদি মা তর্পণে হয় ত্রুটি,
মন্ত্রপাঠে ভ্রান্তি ভুল; অসন্তোষ-কাঁটার ভ্রূকুটি
করে প্রাণনন্দনেরে কালো; মোহ করিয়া বপন
মুক্তিফল না ফলিলে করি অনুযোগ কি ক্রন্দন;

দুষি কৃপাময়ীর কৃপারে—যার অমৃত-আহ্বান
শুনেও শুনি নি কানে কামনার গাহি' জয়গান ;
তোমার করুণাশিখা যদি মাগো নিভায়ে অধীরে
পূজকেরি করি শুধু জয়ধ্বনি পূজার মন্দিরে ;
প্রতিপদে লাভক্ষতি—হিসাব-নিকাশ যদি চায়
বণিক্ প্রত্যাশা, গণি' পণ্য—ভক্তি নিষ্ঠা তপস্যায় ;
যদি পদে পদে লভি' তোমার অজস্র দানবর
কাঁদি অকৃতজ্ঞ ক্ষোভে : "এ-জীবনে কোথায় সুন্দর
বাসন্তী দাক্ষিণ্য হায় !"—ক্ষমি স্থান দিও রাঙা পায়
দৃষ্টিহারা অবোধেরে—যে আজিও ফিরে ফিরে চায়
পিছুটানে, পেয়ে ঠাঁই তোমার চরণতীরে কাঁদে :
"কী পেয়েছি যা দিয়েছি তার প্রতিদানে ?" গর্বসাধে
খোয়াই মা তীর্থপথে যদি তব প্রসাদ-পাথেয়,
অন্ধতায় যদি শ্রেয়ে করি' প্রত্যাখ্যান বরি প্রেয়,
অপরাধ নিও না মা !—আমি যদি পড়ি বার বার,
তুমি থেকো ধ'রে হাত সন্তানের, মুছায়ো তাহার
ক্লান্ত অশ্রু নিরাশায়—যদি পথ প্রশ্ন-তমসায়
হারাই, নীলিমা-দিশা অবহেলি' মৃগতৃষ্ণিকায়
করি মা বরণ—ধ্রুবতারা তব রেখো মা জ্বালায়ে,
ভ্রান্তির তুফানে তব অভ্রান্তির নিশান উড়ায়ে।
আমি যদি ভুলি ব্রত—তুমি মনে রেখো মা নিয়ত—
শুধু বাহিরেরি অক্ষমতা-বশে ভাঙি আমি ব্রত :
কোরো ক্ষমা জেনে—যদি তোমারে না সব ছেড়ে ডাকি—
অন্তর-মন্দিরে তবু অনিন্দ্য প্রতিমা তব আঁকি'
বৈরাগী করেছে হৃদি। নিত্য নব বাসনায় বাঁধা
পড়ি' পান্থ বিপথে হারায় পথ : তাই সুর সাধা
হ'য়েও হয় না কণ্ঠে। তাই আজো পঙ্ক পায় মান
পঙ্কজের পাশে ; স্বর্ণশিখা পাশে ধূম পায় স্থান ;
প্রেমের পল্লবে রাজে কামনার চঞ্চল শিশির ;
নির্মল তারার পাশে রাজে মোহ-আলেয়া অধীর ;

যে-মুরলী কানে বাজে—বেজেও বাজে না তাই প্রাণে ;
মন্ত্র হয় শূন্যশ্লোক উচ্ছলি' ওঠে না ভক্তি-গানে।
পদে পদে হয় ভুল—তবু তুমি জানো মা জননী :
যত অভিমান, গ্লানি, অভিনয়, যশোজয়ধ্বনি
উদ্‌ভ্রান্ত করুক প্রাণ—এ-অন্তরে অন্তরবামিনী,
তুমি রাজ্যে একেশ্বরী, জানি শুধু তোমারে—তারিণী
পিতা মাতা, বন্ধু সখী, গুরু ধাত্রী, আত্মার আত্মীয়া,
উৎসবের মধ্যমণি : সে-গৌরবে আজ গোলাপিয়া
উঠুক কণ্টকব্যথা—শৈবালেও প্রেমের প্রবালে
দাও নবজন্ম : অমরার টিকা আঁকি' মর্ত্যভালে,
ঘুচাও কলঙ্ক—তুলি' পার্থিব চেতনা দিব্যবরে
উদ্ভাসিয়া—অপার্থিব কল্পনা-অতীত রূপান্তরে।

সর্বত্র

সবার মাঝেই তোমার বিকাশ—এই কথাটি জানব কবে ?
নিরালা অন্তরের তলে তোমায় অলখ, দেখব যবে।
ফুল ফুটলে জীবনশাখে
তোমার গগন-অনুরাগে,
গহন প্রাণে তোমার দানেই পাব প্রসাদ রোজ নীরবে :
নৈলে "তুমি সবার মাঝে"—মুখের কথাই হ'য়ে রবে।

সুখের বুকে আছ তুমি—এই কথাটি জানব কবে ?
দুঃখ দাহের বুকেও তুমি—জানব যবে অনুভবে।
আশার যদি আশা রাখি,
জয় বিনা সব দেখব ফাঁকি,
"পরাজয়েও শান্তি তুমিই"—হার মেনে নাথ শিখতে হবে :
"নৈলে জয়েও বশ তোমারি"—মুখের কথাই হয়ে রবে।

কল্পনা ভগ্নপাত্রী

কুসুমের পথে অঝোর রক্ত ঝরে কাঁটায়…
 ক্ষুব্ধ সরণী বিষণ্ণ, ধূলি-ম্লান…
রসহীন তরুপল্লব খরতাপে শুকায়…
 নবীন প্রাণের কোথা মূর্ছনাতান ?…

আলো-অশ্রুর কানাকানি-ছলে ইন্দ্রধনু
 কায়া ধরে কই দিগন্তে ? জলধর
নিষণ্ণ—বিনা রবি বিবর্ণ স্বর্ণতনু…
 তরু শাখে কোথা পাখীর কলস্বর ?

স্তবকনম্র বৃন্তে বিকট কমলমেলা
 কই আজ ? গেছে নিভে সব কলহাসি…
থেমে গেছে চারু খঞ্জনের সে-নাচের খেলা
 কুঞ্জে কাননে কোথা রাখালের বাঁশি ?

রঙিন উষায় উদয়ে কলিকা আনন ঝাঁপে,
 শ্রান্ত বিহগ হারায় নীড়ের দিশা…
অবেলায় নামে ছায়া, মেঘপানে চাহিয়া কাঁপে
 গভীর তৃষায় চাতকিনী অনিমিষা।

সন্ধ্যা দেউলে জ্বলে সাথীহীন প্রদীপ একা,
 বাজে না শঙ্খ, কোথায় গন্ধধূপ ?
বেদীমূলে কই, ভক্ত পূজারী দেয় না দেখা,
 মন্ত্র ভজন কীর্তন নিশ্চুপ !

বালক-বালিকা চলে পথে, শুধু মুখে উল্লাস-
 আভা নিভে গেছে দিনের আলোক যানে…
কিশোর-কিশোরী-সম্ভাষে কোথা প্রীতি-উচ্ছ্বাস ?
 বাঁশি বাজে কানে, বাজে না তো হায় প্রাণে !

প্রবীণেরা করে শুধুই তর্ক অর্থ হারা,
প্রধানেরা শুধু কথা কয় নাহি শুনে,
যৌবন চলে বিবর্ণ—গণি' জীবন কারা
জানে না কেন যে বাঁচে—দিন গুনে গুনে !
নিশ্বাস আছে—আশ্বাস শুধু বাজে না সেথা
আছে উৎপল—নাই উচ্ছল মধু…
চোখে চোখে আছে পরিচয়—শুধু কয় না কথা
আঁখি-বিনিময়ে দৃষ্টি-অতীত বঁধু।…
আছে রবি-তৃষা : শুধু, নাই জ্যোতি-ছবির দিশা…
আছে রূপ-ছাঁচ : নাই শুধু রূপালিকা…
আছে সভা : শুধু সভাসদ জপে মদিরা-তৃষা…
আছে গানদীপ : কোথা প্রাণ-শিবশিখা ?

অসহ বেদনে এ-বিদেশ-বনে শুধায় দুরাশী হিয়া :
"সবই আছে—তবু কিছু নাই : এ কী মায়া ?"
"কোথা যে কী রে ছিল"—কে গভীরে বলে ঐ উছসিয়া
স্বদেশ-বিধুর স্বর সে কি ?—ছল ছায়া ?

না না নয় নয় এ-অপ্রণয় নিলয় নয় স্বদেশ
জন-অরণ্য নয় প্রেম-নন্দন :
বাজে কানে যার স্মৃতি-ঝঙ্কার, ধরিতে মিলায় রেশ—
জপে অন্তর তারি সে-হারা-স্বপন।

সে-স্বপনিকার ছায়ামন্দার-তনু-তরঙ্গ-লয়
বিছাত নিখিলে ঢেউয়ে ঢেউয়ে তারি দোল…
তারি অঙ্গুরী বিহনে মাধুরী মনে হয় অভিনয়—
বৃথা পরিণয়-অঙ্গীকারের বোল।

তারি সে-অধরে সপ্তস্বরে বাজিত অ-ধরা বাঁশি,
তারি আঁখিপাতে আঁখিতে কাঁপিত আলো।

সুর-রাজ্যের রাগভঙ্গির মঞ্জিমা পরকাশি'
নটিনী বাসিত, বাসাত নটেরে ভালো।

ঐন্দ্রজালিনী কে তুমি তারিণী, যাহার ইন্দ্রজালে
বন্ধ্যা ধরণি হাসিত গন্ধরাজে?
সুখনন্দিতা আধ-বিস্মৃতা যাহার হাসির তালে
অশ্রু-মরুও সাজিত বাসর-সাজে!

চিনি চিনি চিনি ওগো মায়াবিনী, তোমারে চিরশ্যামা!
পাতালে বুনিত সূর্যমুখী যে প্রেমে।
প্রাণ চেনে হায়, মন ভুলে যায়, তাই বুঝি অভিরামা,
হারানোর পথে আসো ফিরে ফিরে নেমে?

ধীরে ঐ আসে কে গো করুণায়
প্রসাদে যাহার নিমেষে মিলায়
বেদন-আড়াল...চেতন-মরাল
নেচে ওঠে তারি অচিন তালে।
না না নয় তো সে অচিন : সে দোলে
স্মৃতি-সৈকতে কোন্ হিল্লোলে!
নিরাশা-সিন্ধু সে-পূর্ণেন্দু-টিপ পরে তার লহরী-ভালে।

হারায়েছি বলি' মনে হয় যারে
কার করুণায় ফিরে পাই তারে?
তাই তো শোকের ব্যথা বিষাদের
তুফানেও বাঁশি উছলে তারি:
যে-আহ্বানের আধহারা-রাগ
ফিরে ফিরে তার বিছায় সোহাগ,
হৃদি-যমুনার জলে কাঁপে যার
আলো—ছায়া যার হুরভিসারী:

ছায়া ও আলোর সুরেই সে সাধে
কোমল নিগড়ে কঠিনের বাঁধে,
প্রাণ নিশ্বাস ভরি' সে উছাস
দোলনায় দোলে আশা কাঁপনে
দেখা দেয় যবে সে প্রেম-আনন
তারি বসন্তে যুগ-ক্রন্দন
হয় মৃদু হাসি তারে ভালোবাসি'
ক্ষুধা হয় সুধা প্রাণ-সাধনে

তারে অণু দিয়ে তনুর নিলয়
পলে অনুপলে নির্মিত হয়,
করালের ভয় ভাঙে সে-অজয়—
জানি হায়, তবু তারি তো দানে
ধ্বংসের বুকে নব সৃজনের
প্রতিভাস থাকে জেগে—চেতনের
স্মৃতির গহনে নব জাগরণে
তারি ভগীরথ গঙ্গা আনে।

তবু সে-ও নয় চিরন্তনিকা
তাই বার বার ছায়া-নূপুরিকা
যুগ-অতিপাতে মায়ার প্রমাদে
মরুপথে হয় লক্ষ্যহারা :
ঘনায় নিরাশা সে-লগনে ফিরে,
"করুণা কোথায় ?"—শুধাই অধীরে।
দেখি না তো হায়, রূপেরি নেশায়
জীবনে মিলায় অরূপ-ধারা।

মিলায়—তবুও মিলায় না : দূরে
ঢেউ স'রে যায়—বরণের সুরে
আসিতে ফিরিয়া, তেমনি অমিয়া-
বিধুর রাখিয়া মর্ত্য মন···

অবগুণ্ঠিতা সুদূরে মিশায়…
পরে ফিরে উঁকি দিয়ে "আয় আয়"
ডাকে ক্ষণে ক্ষণে, তাই জনে জনে
ধূলিধামে ঘেথে তারা-স্বপন।

মোহিনী! তোরই লীলা— সে-রঙিন আকাশপারের
লাল পীত হরিৎ লীলা— নিভৃতির বিকাশহারের
জাগরে স্বপ্ন-আশা সুরভি গাঁথে সুরে—

জ্বালিয়ে চিরপ্রভা ওঠে সে গুণীর গানে
প্রভাতীর মনোলোভা কবিতার ছন্দে প্রাণে
রঙে তার ফোটায় ভাষা। রণি' তোর নীল নূপুরে!

কমলা! তোর কমলই তারি-সুখ শরণ-মালা
উষরে ফুল-বিজলি দীপালির বরণ-ডালা
চিকিয়ে তোর মহিমা আনে প্রেম তোর দেউলে:

করে গান রং-রভসে, বর্ণে গন্ধে ধূপে
নিরঙের তাই তো খসে শিল্পে রেখায় রূপে
জীর্ণ বাঁধন-সীমা! উছলি' তোর বিপুলে।

তাই তোর দীপক-রাগে যবে সেই ঢেউ থেমে যায়:
ফোটে জড় জীবনশাখে স্বপনের সিন্ধু-দোলায়
চঞ্চল হীরক-হাসি: ফলে না তোর নীলিমা।

রস তোর বয় পাতালে সীমানার সান্ত বেলায়
তবু তার নলিন-তালে মোহানায় সুর যে মিলায়
রঙিনের বাজে বাঁশি। নিভে যায় ব্যোম-গরিমা।

সে-দিনের জাগরণে
নিগড়ের হিম বেদনে
শুনি না বৈতরণীর
মুক্তি-মিলনগাথা
অভিসার মানে বাধা,
বাজে সুর বিসর্জনীর।

সেই ম্লান প্রদোষ-আনা
বিষাদের নাম-না-জানা
ছায় এক মৌন চাওয়া :
সে-ক্ষণে প্রাণ-তটিনীর
বুকে রূপ-সুরধুনীর
খেয়া আর হয় না বাওয়া

তবু তরণী চলে ধরণীতলে মণিকা জ্বলে গগনে,
তবু থেমেও গান থামে না, প্রাণ থাকে জাগিয়ে গহনে।
তোরি রশ্মিশিখামন্ত্র লিখা ছিল শোনিতে মা,—তারি
প্রেম অঙ্গীকারে দুরভিসারে চলে স্বপন বিহারী—
তোরি চরণমূলে অকূলে ছলে সরিৎ সঞ্চলিয়া,
তাই সিন্ধুপানে ধায় সে গানে বেসুর বাধা দলিয়া।

মাগো, ধরায় যত স্বপ্নব্রত তীর্থপথযাত্রী
প্রাণে তাদের কালো তোরই আলো ঘুচায় বরদাত্রী।
হায় মর্ত্ত্য তৃষা না পেয়ে দিশা বাহিরে মাতে অচিরে,
তাই চূর্ণ চারু উর্মিকারু দোলায় নেশা মদিরে।

যবে আকুলি তোরে ডাকি জননী পরম আলো-লগনে
তুই করুণাশিখা জ্বালায়ে তোর আসিস্ প্রাণবাগানে,
জ্বালি' নূতন তালে অন্তরালে ঘোরে নিশীথ তুফানে
ধ্রুব আশার উষা, তারি পিপাসা-রূপে মধুর বেদনা
হ'য়ে তন্দ্রাতটে স্বপ্নপটে জাগায়ে আলো-চেতনা।

সহসা ভাঙিল নিদ্রা…অদূরে
বন্দনা সুরে অযুত-তারা
জ্বলে স্নেহভরে অমলোচ্ছলা
কিরণ কোমলা কে সর্বাণী!

ছিল হিয়া ভুলে তোরে, তাই কি মা
ছিলাম মহিমামন্ত্রহারা ?
কে ছিল আবরি' এমন অঘোর
অচেতনে তোর আশীর্বাণী
জ্যোতিরিন্দ্রাণী তোরি অপরূপ
করুণা জীবন সবুজ রাখে
নিশা-লাঞ্ছিত আকুল হৃদয়
তোরি বরাভয়ে সমুচ্ছলি'
কাঁপে কিশলয় সম নিরুপমা
ভায় তোর রমা, প্রীতির রাগে
তোরি ধ্রুবতারা-কান্তি-প্রসাদ
ভ্রান্তি প্রমাদ নাশে সরসি'
বসন্তহারা চিরপাণ্ডুর
ছন্দবিধুর নিদাঘহিয়া !
সে-কৃপা লুকালে ঘনায় বেদন
আশার গগন ঢাকে বাদলে
প্রশ্ন গরজে সংশয় মেঘে ঝটিকার বেগে চঞ্চলিয়া
ওঠে আশঙ্কা, কনক কান্তি ভরসা শান্তি বিছায় পলে।

সে-আলোকে তোর হাসি চমক চারু
স্ফুরিয়া সে-শিহরণে মধুহাসিনী
রূপমালঞ্চে তোর কিরণকারু-
ছন্দে ভুলাস্ মন নীল নটিনী !

সে-আবাহনে ধায় শরণে
আনন্দ মৃদঙ্গে প্রেম তটিনী।
সেই অভিসারে জীবনবিহারে বিরহবিদায়ে মুরলী বাজে
ক্রন্দনে রণি' ওঠে হাসিকিঙ্কণি
অরুণযমুনাবুকে কে করুণা যুগের জাঙাল বিদলি' নাচে
কঙ্কর বুকে ফুটায়ে পঙ্কজিনী।

তোর দোললীলা সুখ-উর্মিলা উছলে অঝোর সুষমা তোরি
নীলে নীল হয় মেঘমন্থর দিন।
তোরি অপরূপ গন্ধে অরূপ স্বপনের মিড়ে ভুবন ভরি'
ফুলঝঙ্কারে উছলে নিশিদিন।

তপন বাহিনী মরণতারিণী! আড়ালে রাজিস্ করুণাময়ী,
নিশাভোরে গাঁথি' উষার বরণমালা;
অভিমানে তাই অমৃত হারাই নিরভিমানে মা হই বিজয়ী
বেদনায় হয় চেতনার দীপ জ্বালা।

তোরি পরিমল বরি' পুষ্পল হয় নিষ্ফল মরুভূ নিতি
দীন ধূলি লভে তারকার সম্মান;
জপি' তোরি নাম হয় অভিরাম ম্লায়মান যত নিঃস্ব প্রীতি
নদী ঢেউয়ে ঢেউয়ে গায় তোর স্তব গান।

অন্ধ নয়ন তাই বন্ধন দুঃখে শুধায় উচ্ছসিয়া:
"ব্যথা-ইতিহাসে কোথায় কৃপা, শুভদে!
শ্রবণ বধির তাই তোর মিড় পায় না শুনিতে, ওঠে কাঁদিয়া
"হৃদয়ে শুনিত কবে সে-চরণধ্বনি?"

অমিয়ভাষিণী বেদনা-নাশিনী জগদ্ধাত্রী সরিয়া যদি
যাস্ পলতরে নিভে যায় সব আলো
কলি ঝ'রে যায় উন্মেষে হায় মরুভূ বিছায় মা নিরবধি,
নিরাশা-নিশায় হয় এ জীবন কালো।

তৃণ হয় তরী শুধু মাগো বরি' তোর যাদুকরী অঙ্গুরীয়
আশা পায় ভাষা তোরি মা দুরাশা জপি';
নীলিমা-অঙ্গে বর্ণরঙ্গে ভায় জলধনু উত্তরীয়,
গরলেরো বুকে পায় সুধাদিশা কবি।

উষা- মঞ্জরী-শিঞ্জনে আয় উলু-আহ্বানে
রঞ্জি' ধূসর ধরা নয়নে।
আয় মুরলিকা-মন্ত্রণে সুদূরিকা-বন্দনে
সুরদীক্ষিত নবজীবনে।
যত কাঁটার বেসুর আজ উতরোল
হোক ফুলে মা মধুর তোর—নীল দোল
আজ জাগুক জড়িমা-বুকে, চাঁদিমা-বরণ-সুখে
চকোর রাখুক আঁখি গগনে।

তোর করুণার যে-আভাস তন্দ্রায় পরকাশ,
আয়—তারে জাগরণে বিলাতে।
তোর অঝোর আশীর্বাণী নিঝরি'—আকাশপাণি
দে মাটিরে—তৃষা তার মিটাতে।
যত অমারেণু সেথা আজো অন্ধ
আয় নাশি' সে-তমসা-নিরানন্দ
দিশি উজলি' শুভঙ্করী, অশঙ্ক শঙ্করী!—
বিদ্রোহ-শিখা প্রেমে নিভাতে।

ত্বরায় চন্দন-গন্ধিতা, নন্দন-বন্দিতা!
ঘোষিয়া দীপঙ্কর লগ্ন।
আয় অনারতি-অন্তরে শুভমতি-মন্তরে
জাগায়ে বাসন্তিকা-স্বপ্ন।
দেখ্ঃ তৃণও কাঁপে যাচি' তোর বাসরে,
হয় কলিকা কোমল—তোরি আদরে,
চির- উষর অকিঞ্চন লভি' তোরি সিঞ্চন
আনন্দে হয় মণি-রত্ন।
আয় আলোর মন্ত্রে তোর কালোর তন্দ্রা ঘোর
টুটিয়া—চেতনা-বরদাত্রী!—
যুগে যুগে যার ঝলকন দেখি' নীল-উন্মন
হয় চিরবন্দিনী রাত্রি।

আজ অজস্র উল্লাসে আয় মা,
বুকে পথহারা আশা তোরে চায় মা,
চির- দীপ্ত দুরাশে তাই রচে তোর করুণাই
নিত্য-প্রতিমা—ধ্যানধাত্রী!

এ কবিতাটি লিখেছিলাম একটি গভীর স্বপ্ন-উপলব্ধির পরেই। স্বপ্নে দেখেছিলাম—যে-রাজ্যে করুণা নেই সে-রাজ্যের বাসিন্দাদের নিরানন্দ জীবন—সবই আছে অথচ কিছুই নেই। এ-রাজ্যেরই নাম—নরক। স্বপ্নে শ্বাস যেন রুদ্ধ হ'য়ে এল। ঠিক সেই সময়ে ঘুম ভেঙে গেল, ফিরে এলাম এ-সুন্দর ধরণীতে যেখানে জগদ্ধাত্রীর করুণা সমুজ্জ্বল। সেই সময় হৃদয়ে যে-পরিষ্কার স্বর শুনি তার কাব্যরূপ দেবার প্রয়াস পেয়েছি এ-কবিতাটির শেষের দিকে। শ্রীঅরবিন্দ এ-স্বপ্নে-দেখা রসাতল তথা করুণার স্বর-শোনার উপলব্ধি প'ড়ে লিখেছিলেন (১২ আগষ্ট, ১৯৩৬):

"It is a very beautiful dream and the Voice that assured about Divine Grace was a true Voice. The poem is a great success. The constantly sustained beauty of the language and imagery and the felicity of the changes in the metre, each rhythm coming with a new attractive charm give a perfection of detail enhanced by considerable finish—a success in prolonged general structure being more difficult than any other."

বলা বাহুল্য এ-শ্রেণীর—যাকে ইংরাজীতে বলে occult—অভিজ্ঞতা আমাদের মধ্যে খুব কমই হয়। এক যোগ সাধনার মধ্যেই এদের দেখা সাক্ষাৎ মেলে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর মহাকাব্য "সাবিত্রী"-তে নানা স্থলে এ-শ্রেণীর নেপথ্য লোকের বর্ণনা করেছেন অশ্বপতির বা সাবিত্রীর মাধ্যমে। তিনি এ-শ্রেণীর নানা লোককে "intermediate zones" নাম দিতেন। কিন্তু সে অন্য কথা। আমি এ-নেপথ্য লোকের কথা বললাম এ-অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল ব'লে—হয়ত এই জন্তেই যে, জগদ্ধাত্রী করুণা উপলব্ধি এমন অসহ আনন্দ শিহরণে আমার মনে জাগত না যদি এ-রসাতলের তামস রাজ্যের খবর না পেতাম—যেখানে করুণার আলো অতি স্তিমিত।

দ্বিজেন্দ্রলাল—পিতা

ছিলে না তো পিতা শুধু ছিলে বন্ধু—আনন্দ-নিলয়।
দিতে দান সখা সম—গানে হাস্তে সাহচর্যে তব···
বিলায়ে কৌতুক কত আঁখিঠারে, ঝরায়ে প্রণয়
তর্কে, ভাব-বিনিময়ে—না চাহিয়া গুরুর গৌরব।

জননীর স্নেহে ধরি'—জনকের রক্ষাকবচের
ম'ত ছিলে দুর্যোগের অন্ধকারে—প্রহরী কিরণ···
খেলায় খেলায় সাথী। বিলায়ে যৌতুক সহজের
সহজিয়া ছন্দে—তীর্থপথে সঙ্গী মনের মতন।

সবার উপরে ছিলে সহায় তুমি এ-জীবনের
অন্বেষণে হে সন্ধানী, বরসম যে আসে ধরায়:
গানে তব, স্তোত্রে তব, কল্পনায় শিল্পী অন্তরের
ঝংকৃত্যা ভক্তির মন্ত্র ঔদার্যের আন্তরিকতায়।

শৈশব-উষায় তুমি মৃদু-মন্দ্র, তেজস্বি-কোমল
চরিত্রের স্বর্ণরাগে এনেছিলে অরুণ অচিনে···
সে-উদীয়মান আভা স্মরি' নমি তোমারে উজ্জ্বল
কৃতজ্ঞতা-অশ্রুজলে—স্মরণীয় প্রয়াণের দিনে।

দ্বিজেন্দ্রলাল—মানুষ

স্মরণীয়—বরণীয়!···যত দিন যায় বন্ধু, চিনি
তোমারে গভীরে আরো···অন্তরের ঐশ্বর্য তোমার
এ বণিক্ যুগে আরো ওঠে সমুজ্জ্বলি—ঝিকিমিকি
শুধু যেথা মান পায়—পায় না প্রাণের অঙ্গীকার।

সে প্রতিভা বহুমুখী···আভিজাত্য—স্বচ্ছ, আত্মভোলা·
প্রচুর স্ফটিক হাস্য কলকণ্ঠ নির্ঝরের সম···

সঙ্গীতের কবিত্বের অফুরন্ত আনন্দ-হিন্দোলা…
কৃত্রিমতা 'পরে ব্যঙ্গ…মিথ্যা 'পরে সে-কশা নির্মম…

সে-বন্ধুত্ব…সে-আতিথ্য—জানিত না দিতে যে দুয়ার·
বিচার করিত না যে-হৃদয়—কে পর, কে আপন…
করিত বিশ্বাস সবে প্রবঞ্চিত হ'য়ে বার বার…
ধনগর্বে সে-বিতৃষ্ণা…অভাজনে দেওয়া আলিঙ্গন…

সব চেয়ে—প্রতি পদে সে-নিঃশঙ্ক সন্ধানী শ্রদ্ধায়
সত্যেরে বরণ করা…ভ্রান্তি তরে শান্ত ক্ষমা-চাওয়া…
যত মনে পড়ে—তত শুনি কানে : "আন্তরিকতায়
অচলপ্রতিষ্ঠ যিনি—সার্থক তাঁহার তরী-বাওয়া।"

শ্রীরমণ মহর্ষি

চরণে তোমার নমি' হে মহর্ষি, জানাই প্রার্থনা :
অমিত কল্যাণশক্তিস্পর্শে তব উঠুক জাগিয়া
আমার নিষ্প্রভ চিত্ত। এসো তুমি ঝরায়ে মুছ না
করিয়া নীরব যত দাহ তব শান্তি নিস্যন্দিয়া।

সংশয়-আঁধারে কত শত প্রাণে তব সূর্যবিৎ
উষা উদ্বোধনমন্ত্রবীজে বুনি' জ্যোতির ঝঙ্কার
বালক-প্রবীণ একাধারে হে স্থিতধী আত্মজিৎ
বিলাও কত না সহজেই তব প্রশান্তি অপার।

তারও পরে দেখি যবে হাসি তব হে নিত্য নির্মল,
ভরসা ফিরিয়া আসে। দ্বেষহিংসামত্ত এ জীবনে
আছে তবে অক্ষতির শিবালয় আজো নিবিচল,
তাই তুমি শ্রান্তিহীন প্রত্যয় ঝরাও স্ববচনে।

অসাজ-আশিস রাগে। সনাতন মুনি পুনর্নব,
পুণ্য প্রেমশ্লোক! কাল প্রণত যাহার শ্রীচরণে,
নয়ন-করুণা যার পিপাসার অমৃত-বৈভব
তারি তো প্রসাদে পায় অশোকের দীক্ষা আর্তজনে।

(২)

মহাশক্তিধর তুমি জেনেছি তোমারে, তাই প্রভু
প্রার্থি নতশিরে: দাও এই বরদান করুণার—
শক্তি যদি কিছু থাকে আমার—না করি যেন কভু
ইন্ধন তাহারে--মূঢ় অভিমান-লেলিহ শিখার।

গুরু তব মহেশ্বর। মানব-গুরুর প্রয়োজন
ছিল না কখনো তব—শুনেছি তোমারি মুখে আমি।
হেরিলে মহেশ-মূর্তি—ছিল বলি' মহেশ-নয়ন।
তাই দিল দেখা তব পবিত্র অন্তরে অন্তর্যামী।

জেনেছি করুণা আমি: অন্তর্যামী কারে বলে—প্রাণে
কিবা চক্ষে দেখি নাই। পেয়েছি ভক্তির কণাস্বাদ
সঙ্গীতে, সাহিত্যে, কাব্যে, পুণ্যশ্লোক সাধুর সন্ধানে,
সে-আনন্দ মাঝে বরি' আনন্দময়েরে অপ্রমাদ

চেতনায় চাই স্থিতি। আছে দীনতার আকিঞ্চন:
শুধু অভিমান-মেঘ ঢাকে আজো সূর্য-দৃষ্টি মোর।
হে নিরভিমান বীর! প্রার্থি আমি আত্মনিবেদন
চূর্ণ করি' আত্মাদর: সেই শক্তি দাও সুকঠোর।

(৩)

কামনা-কাঙাল প্রাণ রচে গৃহ রাঙায়ে কল্পনা,
অহমিকা-ঝটিকায় ভাঙে সে-কুটীর বারে বারে :
নব সৌধ গড়ে তবু বহু সাধনায় মূঢ়মনা !—
জানে না সে—আছে শুধু এক সৌধ ভুবন মাঝারে

নিয়তি পারে না যারে চূর্ণ কভু করিতে ধরায়।
নাম তার দিলে তুমি—"শাশ্বতের নির্মোহ-গগন"।
বলিলে হাসিয়া : "নাম নাই অনামীর, তবু হায়
নাম রূপ চায় সবে—তাই করি এ-নামকরণ।"

তুমি জীবন্মুক্ত বীতশোক, সর্বোপরি—তুমি বীর
অনিকেত—তাই করো শ্মশানে প্রাসাদে বিচরণ
সমসুখে। তবু শুনি' "নির্মোহ-গগন"—আঁখিনীর
ঝরাই আমরা—মোহ-মরুচরে প্রার্থি' বিলসন।

শিবশান্ত কারুণিক! বেসুরায় বরদ-ঝঙ্কার!
সবিতা-সরিৎ একাধারে! তুমি কোরো আশীর্বাদ :—
বাণী-রবি তব নাশি' আমার বাসনা-অন্ধকার
পুষ্পিয়া তুলুক যত অভিমান-কণ্টক-প্রমাদ।

(৪)

তুঙ্গ শান্ত মূর্তি তব ভাসে দেব, নয়নে আমার
ছন্দহীন ধরাতলে—যেথা শুধু মন্ত্রহীন কবি
ঘোষে বিজ্ঞানের বহ্নিতূর্যে : "জানি' অজ্ঞান-আঁধার
পথের পাথেয়—আঁকি আমরা তাহারি ছায়াছবি।"

ইন্দ্রিয়ের ক্ষণসুখ তরে যারা করে কাড়াকাড়ি,
বীরত্তোম বলি' তারা জনতা-বরেণ্য বসুধায়···

পিছনে অসীম দুঃখ-ইতিহাস—সম্মুখে কাণ্ডারী-
বিহীন জীবনসিন্ধু দলি' চলে কিসের আশায়

জানে না প্রমত্ত যাত্রী…তবু চলে বরি' সর্বনাশী
হিংসারে তারিণী-ভ্রমে—তারি রচি' মণি-পীঠ মূঢ় !…
গহন অন্তর তলে কথা কন যে-শিব সন্ন্যাসী
শোনে না যেথায় কেহ তাঁর প্রেমবাণী অন্তর্গূঢ়…

সেথা তব মেঘহীন অভ্যুদয় আশ্চর্য বিকাশ
চক্ষে দেখে নাই যারা—শুনিলে কি বলিবে না হাসি'
"অলীকের উপকথা—শুধু জনশ্রুতির উচ্ছ্বাস !"
ধন্য আমি দেখি' নেত্রে—ধূলিকায় কৈলাস-নিবাসী !

(৫)

"তুমি শুধু জ্ঞানতরু—রিক্তরস, অলস, অবশ,
ছায়া-ফল-ফুলহীন"—একথা শুনিয়া মুনি, তব
যে-মূর্তি কল্পিয়াছিল আমার-এ অবোধ মানস
ভাবি' আজ আসে অনুতাপ। তব সান্নিধ্য-সৌরভ

জেনেছে যে ক্ষণতরে; দেখেছে যে করুণা কোমল
হাসি তব; বসিয়া চরণ-মূলে সুখে একবার
যে করেছে পান তব বৈরাগী মাধুরী বিনির্মল;
পরশমণির স্পর্শে ধূলি সম হয়েছে যাহার

কামনার মলিনতা লুপ্ত আশ্চর্যের ইন্দ্রজালে;
সংশয়-সঙ্কুল মনে তোমার উদার আশীর্বাদে
এসেছে প্রতীতি ফিরে প্রাণে যার অনন্তের তালে;
সর্বোপরি—যে করেছে অনুভব নির্দিশা বিষাদে

দিশারি প্রশান্তি তব আনে বহি' কোন্ মুক্তিবাণী
স্পর্শে যার গ্লানি তার স্বর্ণান্বিত হয়েছে নিমেষে;

কেমনে সে মুঢ়সম মুখ তার ফিরাবে—না মানি'
অমৃত-ঝঙ্কার তব হে চন্দ্রমা, সন্ধ্যার বিদেশে ?

(৬)

কহিল মহর্ষি হাসি' : "সাধনা কাহারে বলো তুমি ?
আমি তো জানি না—ব্রত মন্ত্র গুরু দীক্ষা কার নাম।
আপন অন্তরে ছিল যে-প্রশান্তি উঠিল কুসুমি'
দিনে দিনে ধ্যানলোকে—সহজ সে-পথ, প্রাণায়াম।

"রহিতাম নিজ মনে মগ্ন আপনারি মাঝে নিতি,
কভু চক্ষু মেলি'—কভু মুদি'। শুনিলাম পরে—বলে
জনে জনে : আমি ধ্যানসিদ্ধ, ঋষি, বিভুর অতিথি,
আমার সমাধিবৃন্তে তাঁরি আলো জ্বলে শতদলে।

"সমাধি আলোক ধ্যান দীক্ষা—সবি কথা কথা কথা !
শুধাও তোমরা, করি প্রকাশ ভাষায় যাহা জানি
ভাষার অতীত সত্যে। মনোরীতি বৃথা প্রশ্নব্রতা :
বচন-বণিক্ সুখে বচনেরি দীক্ষা লয় মানি'।

"বাহিরের আবির্ভাব চিত্তে কভু দেখি নাই আমি !
অজ্ঞান বাসনা চিন্তাগুণ্ঠ হ'ল অপনীত যবে
'আমি'র-স্বরাজ্য হ'ল লুপ্ত—শুধু রহিল অনামী
সীমা-ধ্বনি-রূপহীন স্বয়ংসিদ্ধ নৈরাজ্য-বৈভবে।

শ্রীরমণাশ্রম
অরুণাচল } ৫-১০-৪৬

---

* মাদ্রাজ বিবেকানন্দ কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রী ভি. এস. শর্মা মহর্ষিকে ৫. ১০. ৪৬. তারিখে প্রশ্ন করেন মহর্ষির সাধনা সম্বন্ধে। তার উত্তর। সে সময়ে আমি রমণাশ্রমে মহর্ষিকে প্রত্যহ গান শোনাতাম ও নানা প্রশ্ন ক'রে পেতাম অপূর্ব উত্তর। আমাকে বলেছিলেন একদিন : "ভক্তিকে আমি ছোট করব ? সে কি ! ভক্তি যে জ্ঞানমাতা।"

বুদ্ধ তুমি মুক্ত মহান্ চিন্তাপারের অবন্ধনে,
অবিশ্বাসের লক্ষ ফণী নম্রফণা যার চরণে।
যুগে যুগে শৈল কত
লুপ্ত হ'ল কাল-আহত,
তোমার অমর মূর্তিখানি রয় জেগে অবিস্মরণে :
পুণ্য নামে শঙ্খ বাজে শঙ্কা জ্বালায় কাঁটাবনে।

ভক্তিহারা দুঃখভরা মিথ্যামলিন এই জগতে
কান্তি তোমার ভ্রান্তি নাশে, শান্তি আনে শুভব্রতে।
তনুর কারায় হে অতনু,
রাঙলে মুক্তি-ইন্দ্রধনু,
বিয়োগ কালোয় অশোক আলো—পলের বুকে চিরন্তনে,
সীমার নিশায় অসীম উষা—উদার রবি আঁধার মনে।
(কলম্বো—বুদ্ধমন্দিরে)

শ্রীরামকৃষ্ণ

একলা পথের পান্থ হ'য়ে সব পথিকের সঙ্গ নিলে,
"বাসলে ভালো মিলবে আলো সব পথেই"—এ-মন্ত্র দিলে।
কাটলে বাঁধন পরতে রাখী,
তোমায় বলে কে বৈরাগী ?
প্রাণ-মৃণালে যার ফলে নীলকমল—প্রেমের মন্দানিলে :
ছাড়লে নিখিল ছড়িয়ে দিতে নিখিলনাথে এ-নিখিলে।

অঢেল মেলে মুগ্ধ মুনি, যশের যোগী শক্তি-অধীর,
কোটির মাঝে গুটিক মেলে আত্মভোলা প্রেমের ফকির।
তাই তো হ'য়ে সর্বহারা
ভাঙলে পলে পাষাণ কারা :
অহঙ্কারের মরণ সেধে অমরণীর গান গাহিলে
সবার তরেই—আপন পরের সীমারেখার দাগ মুছিলে।
(কলম্বো—রামকৃষ্ণ মঠ)

জন্মদিনে

দ্বি-ত্রিংশ বৎসর আজ পূর্ণ জন্মদিনে।
সখা সখী গুণী ভক্ত শুভার্থী সকলে
জানায় সাদর সম্ভাষণ হাসিমুখে:
"ফিরে ফিরে যেন আসে এই শুভদিন,
বর্ষে বর্ষে ল'য়ে তাঁর শুভ আশীর্বাদ।"

জন্মদিন আসে ফিরে স্নেহের উৎসবে,
আনন্দের সম্বোধনে বন্ধুবান্ধবীর।
দাক্ষিণ্যের দানে তব হে দাতা, সে আসে
আরো যেন সৌন্দর্য-গভীর ছন্দে—আরো
স্নিগ্ধতায় কমনীয়, প্রত্যয়ে নির্মল—
প্রাণের বন্ধুর পথ করিয়া মসৃণ
তোমারি আশিসে। বর্ষ পরে বর্ষ যায়
ঋতুচক্রে—দিনে দিনে আনি' নব নব
আশ্চর্য উপলব্ধির অফুর সম্ভার
কভু সুখে, দুঃখে কভু। দিনে দিনে পাই
সঙ্গ তব নিত্যসাথী!—কখনো আঁধারে
আশাভঙ্গ-বেদনায়, কখনো আলোকে
সুগন্ধ-মঞ্জুল চেতনার মঞ্জরণে।
কখনো নিরাশাপথে নামে নব আশা,
কখনো উজ্জ্বল লগ্নে ঘনায় বাদল:
প্রতি ছন্দে তবু তব অলক্ষ্য করুণা
প্রাণের প্রত্যন্ত তটে আসে ঢেউ তুলে।

জীবনে আমরা চিনি প্রাপ্তির দক্ষিণা:
জন্ম-উত্তমর্ণ মন প্রতি অনুভবে
দিনান্তে গণনা করে লাভ ক্ষতি তার।

কৃপণ কুসীদজীবী প্রতি পাতে ফেলে
অঙ্ক—কোথা কী পেয়েছে দিন-আবর্ত্তনে
কোন্ মূল্য-বিনিময়ে। দেখেও দেখে না
আমাদের অন্ধনেত্র—শ্রেষ্ঠ দান তব
আসে অচিহ্নিত পথে জীবন-দেবতা!
নহে মর্ত্ত্য স্বভাব তো স্বভাব তোমার।
তোমার দানের সুর-ছন্দ-ইন্দ্রজালে
উষরে পল্লবদোল দুলায় পলকে,
জাগায় পাষাণ-ভাঙা নির্ঝর নিমেষে,
কাঁটায় কুসুমবাণী, নিশীথে অহনা
নিরুৎসাহ-বাঁধ দেয় ভাসায়ে সহসা
অনির্ণেয় উচ্ছ্বাসের আনন্দ-প্লাবনে,
পরাভব-ভালে আঁকি' নব জয়টিকা,
ক্ষতি বুকে অক্ষতির উদ্ভাসি' আভাস!

এক হাতে হানি' নাথ আঘাত—তোমার
অন্য হাতে দাও বর আশার-অতীত!
শৈশবেই মাতৃহারা করি' এসেছিলে
পিতা-রূপে—একাধারে জনক-জননী,
তর্কসাথী, উপদেষ্টা, শাসক, বান্ধব।
যৌবনে সংসার-সুখ হ'তে ছিন্ন করি'
সুদূর প্রবাসে এলে ধরি' গুরুরূপ
পিতারো অধিক স্নেহে করিয়া লালন
দিলে অভিনব জন্ম—দীক্ষা ইষ্টনামে:
সংশয়ে দেখায়ে পথ মহামন্ত্রে তাঁর
তিমিরান্ধ নয়ন করিলে উন্মীলন
গাহি' ঘুম-জাগানিয়া অলোক-সঙ্গীত।
সহসা আরাধ্য-গুরু-তিরোধানে যবে
নিরাশার অশ্রুধারে পুছিলাম: "কোথা
আশা তার—গুরু যার নাই আর?"—এলে

দিতে দীপ্ততর দিশা দেবদূতী রূপে :
(অপরূপ লীলা !) শিষ্যা হ'য়ে দিলে দেখা,
দিন পরে দিন দিলে "পরম প্রসাদ"
সমাধির মাধ্যমে অপার ! তরী যবে
ভাঙা-হাল ছেঁড়া-পাল মজ্জমান—হ'ল
দুরন্ত ঝটিকা মন্ত্রশান্ত বরে তব :
প্রত্যয়-বন্দরদিশা মিলিল অকূলে !
শিষ্যারূপে চেয়েছিল যে শরণ—নিল
কাণ্ডারীর রূপ যেন তোমার ইঙ্গিতে !
অন্তহীন সেবা-ভক্তি-অবদানে তার
শিখালো ভক্তির মর্ম, চাহি' উপদেশ
বিনম্র প্রণামে—দিল দীক্ষা দীনতার !
একান্ত নিষ্ঠায়, নব গুরুরূপে যেন,
দেখাল সে—বিনা নিষ্ঠা তপস্যা পরম
প্রাপ্তির মিলে না দিশা। দিনে দিনে নাথ,
নব নব অঘটন ঘটায়ে তাহার
সমাধি-মাধ্যমে তুমি গাহিলে ; "করুণা
প্রতি কৃপার্থীরে প্রেমবর্মে রহে ঘেরি'
নিত্য নব পরীক্ষায় প্রাণের মনের
সুপ্ত-শক্তি-উদ্বোধন তরে দেয় তারে
দুঃখ শোক তাপ।" যাহা ছিল এতদিন
জনশ্রুতি—চাক্ষুষের অধ্যায়ে রাঙিল
নব অনুভব রঙে—স্বপ্নের অতীত
ভরসার বাণী হ'য়ে শ্রুতিলব্ধ তার
মন্ত্রময়ী গীতালিতে ! "অঘটন-যুগ
গত চিরতরে—নহে সত্য এ রটনা,"
এ কথা করিলে তুমি ঘোষণা আপনি,
জাগালে-বিশ্বাস নব অপার লীলায়
তোমার হে কারুণিক, গাহিয়া তোমার
বৃন্দাবন-মুরলীর মূর্ছনায় যেন :

যে চায় অন্তরে দিশা পরম শরণে,
প্রতি বাধা হবে তার জীবনে সহায়,
অভিশাপ হবে বর, আঘাত জাগাবে
অন্তর্জ্যোতি, মরুপথ হাসিবে কুসুমে।"

কুতর্কবিলাস মাঝে ভুলি যে আমরা
এ-বাণী তোমার, তাই বুঝি মেঘ ছায়
প্রত্যয়ের নীলাকাশে ক্ষণে ক্ষণে? বুঝি
তাই আসে অতর্কিতে ঘাত-প্রতিঘাত,
মিলন-মন্দিরে নামে বিরহের ছায়া,
শঙ্খধ্বনি মাঝে ঝড় দেয় হানা, কাটে
নৃত্যে তাল, ক্ষুণ্ণ হয় গতি বাধা-বাঁধে,
গভীর আবেগে আসে শোণিত-সংঘাত,
অবেলায় নামে সন্ধ্যা, বিজয়ে বিভ্রম!
কেন ভুল হয় বার বার—দেখিয়াও
দেখি না তো, শুনিয়াও চাই না শুনিতে!
যবে প্রাণ দিতে চায় মন সাধে বাদ,
কেন যে—জানি না আজো! কতটুকু জানি
জীবন নাট্যের তব শেষাঙ্কের বাণী
হে বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের মহানাট্যকার!

আমি শুধু জানি বন্ধু, আমি যা পেয়েছি
পথের পাথেয়রূপে কৃপায় তোমার;
পেয়েছি প্রত্যয়—তুমি আছ এ জগতে,
জেনেছি—আমার গানে তুমিই চেয়েছ
ঝংকারিতে আপনার অসীম আকুতি।
জল আছে তাই জাগে জলের পিপাসা:
অমৃত-তৃষ্ণারে তাই করেছি বরণ
লভিতে অমৃত-উৎস, সরল নির্ভরে
বিন্দু করে আবাহন সিন্ধুরে হৃদয়ে।

জানি তাই—তুমি আছ ঘেরিয়া আমারে
বুকের নিশ্বাসরূপে প্রাণের মণ্ডলে,
সঙ্গীতে সুরের রূপে শ্রুতির পুলকে,
পাথের পায়ানিরূপে পথের চলায়,
আলোছায়া-রূপে জীবনের তীর্থপথে।
করুণা-প্রতিমা তব অন্তর-মন্দিরে
ছড়ায় কিরণ তার আনন্দ-প্লাবনে।
তারি স্বর্ণাভায় দেখি—তুমি আছ প্রতি
সখাসখী-সম্ভাষণে স্বদেশে বিদেশে।
তোমারি দৃষ্টির বরদানে হেরি নাথ
অম্লান চাহনি তব প্রতি পরিচিত
নয়নের স্নেহালোকে। যেথা যত গান
ওঠে বেজে—আনে বহি' তোমারি ঝংকার
ওগো চিরন্তন—যারে ঝরাও অঝোরে
অন্তরাল হ'তে নিত্য—প্রাণের স্পন্দনে,
শক্তির গৌরবে, বিরহের বেদনায়,
মিলনের রাসনৃত্যে, হাসির উল্লাসে,
প্রেমাশ্রুর উচ্ছলনে, অশ্রান্ত চিন্তায়—
প্রতি স্ফুরণেই হেরি তোমারি বিকাশ,
প্রতি কণ্ঠে তব গান জাগে, প্রতি বুকে
তুমিই বুনিছ স্বপ্ন পুষ্পিতে জাগরে
প্রেমল কমলরূপে।
যত দিন যায়
ক্ষয় ক্ষতি ভুলি বন্ধু, তোমারি বাঁশির
বৃন্দাবন-মুখী ডাকে। শুনেছে তোমায়
সে আহ্বান একবার যে-পথিক—সে কি
পারে আর দিতে উচ্ছসি' সোনার
হরিণের মায়ানৃত্যে? সে যে নাথ, তার
জেনেছে জীবনে: প্রতি দুঃখ ব্যথা মাঝে
করুণায় বাঁশি তব বাজে হৃদয়ের

মধুবনে ; জানে যে সে—তারি মধুরিমা
প্রিয়জন-কলকণ্ঠে হয় অনূদিত।
তুমি করো অলক্ষ্যে যে-সম্ভাষণ, তারি
প্রতিধ্বনি গায় তারা—কভু ব্যথামাঝে
বিছায়ে সান্ত্বনা, কভু আনন্দ-উৎসবে
শ্রদ্ধা-স্নেহ-প্রীতি সুরে মধুমূর্ছনায়।
তুমি রাজো প্রতি নর্মে কর্মে—এ-সত্যেরে
সে যে জানে, তাই দেখে আবির্ভাব তব
কভু শ্রীমন্তিনী উষা-কপোল-সিন্দূরে
সলজ্জ আভায়, কভু বসন্ত পঞ্চমী
প্রভাতী হোলিখেলায়, প্রাণের উচ্ছ্বাসে,
কভু মধ্যাহ্নের দীপ্যমান অভ্যুত্থানে,
কভু সন্ধ্যা-মরণের নিষণ্ণ চিতায়,
কভু লক্ষ নক্ষত্রের আরতি লগনে
দৃষ্টি যবে পরিপূর্ণ স্বর্ণমৌন মাঝে
লভে এক অনির্বচনীয় ধ্যানদিশা
কৃতাঞ্জলিবন্দনায়।

আজ জন্মদিনে
এ-প্রার্থনা শ্রীচরণে : চেতনা আমার
তরুসম যেন অনন্তের প্রেমে তব
নীলাম্বর পানে মেলে প্রতি শাখা তার,
জাগরে স্বপনে দুঃখে সুখে, নিবেদিয়া
প্রতি বিকশন-সম্ভাবনা—যারা রাজে
আফোটা কুঁড়ির রূপে, আধজাগা আলো-
শিহরণরূপে, আধ-পাওয়া অন্তর্লীন
সুগন্ধ-সঙ্কেত-রূপে : যা কিছু আমার
আপন বলিয়া জানি—পারি বন্ধু যেন
সঁপিতে চরণে তব সম্পূর্ণ প্রণামে,
যত ভাষাহীন কৃতজ্ঞতা রাজে মনে
লভি' তব বরাভয়—করুণার দান

পূর্ণিমা-বিকাশ তার জীবন-সন্ধ্যায়
পারি যেন সাধিতে তোমার অভিষেকে
প্রশ্নহীন সর্তহীন সর্বনিবেদনে।
তাহলে লক্ষ্যের মুখে চলিব, বল্লভ,
কাঁটাবনে অন্ধকারে হেরিয়া ফণীর
মণির আলোকে পথ—সর্ববাধা দলি'।
প্রসাদে তোমার নিত্য, দীনদয়াল!
যে-অনল্প-অভীপ্সার প্রথম প্রদীপ
জ্বেলেছিলে তব স্নিগ্ধ আশিস শিখায়
শৈশবের প্রাণদীপাধারে যেন তার
কৃতজ্ঞ আরতি পারি রাখিতে জ্বালায়ে
আমার প্রতিটি দীপে : যেন পারি, নাথ,
আমার প্রতিটি আশাভঙ্গ বেদনারে
গলায়ে রূপান্তরিতে সমবেদনায়,
তাপ যত করি' আলো পারি সঞ্চারিতে
শত্রুমিত্র উদাসীন সবার মঙ্গলে—
আনন্দে নিরভিমান, গৌরবে গভীর।
আজ জন্মদিনে, বন্ধু, জাগে এ-প্রার্থনা
উজ্জ্বল অন্তরে : আমি দাস, তুমি প্রভু—
এ কথা স্মরণে যেন থাকে নিত্য—যত
ভক্তির প্রণাম পাই—যেন মনে রাখি
সে-অর্ঘে আমার নাই লেশ-অধিকার :
অন্তর-মন্দিরে অভিমান-পুরোহিত
কোনো ছলে যেন নাথ, না করে হরণ
দেবোদ্দিষ্ট উপচার। যত বিঘ্ন-বাধা
আসে তীর্থপথে দিনে দিনে—করে যেন
লক্ষ্য-স্পৃহা গাঢ়তর—নির্মল নিটোল
প্রণতির অঙ্গীকার অকুণ্ঠ অম্লান
অহৈতুকী প্রেমোজ্জ্বল আত্মসমর্পণে।

পুণা, ২২শে জানুয়ারি, ১৯৫৭

শ্রীরামকৃষ্ণ কণিকা

অজ্ঞের অভিমান

বক্তা বলে : "জ্ঞানই পরম, জানতে তাঁকে হবেই হবে।
তাই তো জ্ঞানের অমানুষিক চাই সাধনা ভাই, এ-ভবে।
বেদ বেদান্ত দর্শন সব চাই করা আয়ত্ত আগে।
গবেষণা ধ্যানধারণা বিনা কি কেউ জানে তাঁকে ?"

ভক্ত হাসে : "জানতে আমি চাইনা তাঁকে জ্ঞানসাধনে :
চাই ভক্তি অহৈতুকী—ঠাঁই পেতে তাঁর শ্রীচরণে।
আম খেতে চাই. আমবাগানে কত হাজার গাছ রয়েছে,
কত লক্ষ পাতা শাখা—জেনে বা কার মন ভরেছে ?
ধ্যানধারণা গবেষণা ? হায় রে কপাল ! সসীম জ্ঞানে
অসীম লীলাময়ের লীলার কতটুকু জ্ঞানী জানে ?

একদা এক পিঁপড়ে হঠাৎ দেখে—বিশাল চিনির পাহাড় !
একটি দানায় পেট ভ'রে যায়, মুখে ক'রে তখন সে আর
একটি দানা খুশি হ'য়ে ভাবছে : 'কালই মুখে ক'রে
গোটা চিনির পাহাড় নিয়ে ঘরের ছেলে ফিরব ঘরে !"

অধিকারী-ভেদ

একদা এক শিষ্য পেলো একটি মণি পথের ধারে।
কুড়িয়ে নিয়ে ফিরতে ঘরে—বলেন হেসে গুরু তারে :
"বলছিলাম না সেদিন তোকে—যেমন আধার তেম্‌নি বিচার ?—
যেমন পুঁজি যার—সে ধরে দর তেম্‌নিই যা দেখে তার ?
পারিস নি তুই এ-কথাটার নিহিতার্থ বুঝতে. না রে ?
বুঝবি—যদি এই মণিটি করতে যাচাই যাস বাজারে।"

বেগুন বেচে মুদী। শিষ্য গেল প্রথম গেল তার দোকানে।
মণি দেখে বলল মুদী: "ধেৎ! এর দাম সবাই জানে।
নয়টি বেগুন দিতে পারি এর বদলে।" শিষ্য বলে:
"দশটিই দিন পুরোপুরি।" মুদি বলে: "যাও হে চ'লে।
কেন বকাও?—কে না জানে—পাঁচটি বেগুন ঠিক দাম এটার।
দর দিয়েছি আমি বেশি।" শিষ্য হেসে শালওয়ালার
কাছে যেতে—বলল সে: "এর বদলে ভাই, দিতে পারি
শাল বড জোর দুটি।" শিষ্য গেল তখন পায়া ভারি
নামজাদা জহুরীর কাছে। চম্‌কে বলে সে: "এ কী রে!
লাখটাকা নে এর বদলে—এক্ষুনি দে—এ যে হীরে!"

কৃপা—অঘটনঘটনপটীয়সী

"বলছ সাধু কেমন কথা?—জ্ঞান ভক্তি সিদ্ধি সবি
খতিয়ে মেলে হরির কৃপায়? ঠাকুরটি যে নিঠুর 'ভবী',
ভোলেন কবে মিষ্টি কথায়? ঘোর তপস্যা সাধন বিনা
কার মিলেছে সিদ্ধি শুনি, তিন ভুবনে? না, মানি না।
মনভোলানো কথা ছাড়ো। ঠাকুরটি বেজায় বেয়াড়া:
প্রাণপণ না করলে সাধন ভুলেও তিনি দেন না সাড়া।
নয় তো কৃপায় ভোজবাজিতে: তপস্যাতেই সিদ্ধি মেলে।"

বলেন সাধু স্নিগ্ধস্বরে: "বলছ ঠিকই: হেসেখেলে
পায় না কেউই চিন্তামণি। সাধনা চাই—মানবে না কে?
বলব তবু—কেউ জানে না কৃপা কখন দেয় যে কাকে—
কত পাষণ্ডী যে সাধুর আশিস পেয়ে এক নিমেষে
বদলে গিয়ে বনল সাধু কেমন ক'রে দেশে দেশে—
বুদ্ধি দিয়ে যায় না বোঝা। চাই বটে তপস্যা সাধন,
কেবল জেনো—তাঁর কৃপা নয় তপসাধনার চুক্তি-বেতন।
একটা গেরো খুলতে হারি—কিন্তু জাদুকরের খেলায়
দশ বারোটা গ্রন্থি খুলে যায় শুধু তার একটি নাড়ায়।"

তেমনি গুরুর একটি ছোঁওয়ায় হৃদয়গ্রন্থি যায় যে খুলে—
সেই জানে—যে মুক্তি পেল সেই মায়াবীর চরণমূলে।
গুহায় যুগযুগান্তের আঁধার : খশ্—দেশলাই জ্বাললে পরে,
পালায় সে ভাই এক নিমেষেই—নয় তো একটু একটু ক'রে।"

উটের জুড়ি

ব্যঙ্গ-প্রবীণ হাসে : "সেদিন উটেরে এক কী করিতে দেখিলাম জানো কি প্রভু?
কুঞ্জ মধুর কত—মঞ্জরী ফুলফল—রঞ্জিত-সম্ভার—অভাগা তবু
কাঁটাঘাসই চর্বণ করে হায়—দরদর যদিও তাহার মুখে রক্ত ঝরে—
তবু খাবে কাঁটাঘাস। উটের মতন বোকা আছে কি গো?"

—যোগী পুছে মিষ্ট স্বরে :

"ধর্মে পেয়েছ সুখ?"—"পাই নি? জীবনে মুনি, শান্তি পরম মিলে ধর্মে শুধু।
গত সে সুখের দিন।"—"কেন? সংসারে"—"আর তুলো না সেকথা

—মায়াশ্মশান ধুধু :

বিধবা তিনটি মেয়ে, জেলে গেছে ছেলে, প্রিয়া বিষ খেয়ে মরেছে পাগল

হ'য়ে হায়।"

"তবু ফের উলু দিয়ে বিবাহ করেছে সে কে? বোকা উট?"—"চলি আজ"

—প্রবীণ পলায়।

ভাবগ্রাহী

"কোথা যাস?"—"শুনতে শ্রীভাগবত।"
—"হোক্ ভাই, সৎ কথা শোনে সৎ।"
সার ভবে নর্তকী—মজাতে
ধীর তবু যায় হরি-সভাতে :

—"দূর্ দূর্! ভাগবত শুষ্ক।"
—"যাস্ নে, যাস্ নে ওরে মূর্খ!
রঙ্গিনী গাইবে রে আসরে।"
লম্পট—গণিকার বাসরে।

ধীরভাবে : "পুণ্য নীরস হায়!
লম্পট অনুতাপে উছসায় :
যমদূত অন্তিমে সুধীরে
দেবদূত লম্পটে অচিরে

বন্ধুই সার মজা লুটল!"
"সখারি হৃদয়ে প্রেম ফুটল!"
নিয়ে যায় পাতালের পাবকে :
উত্তরে গোলোকের আলোকে।

কৃচ্ছ্র ও ভক্তি

"হে নারদ! কবে হরি দিবে বর— শুধায়ো তাহারে গোলোকে।
কত যে করেছি তপ দুশ্চর!" যোগি-স্বর রুদ্ধ শোকে।
পাবে—জন্মিলে আরো একবার— বলিলেন"—নারদ কহে।
"অকরুণ শ্রীহরি—আমার আর কঠোর সাধনা না সহে।"
পুছিল ভক্ত : "ঋষি! মরমে মিলিবেন কবে বল্লভ?"
ফিরি' ঋষি বলে : "কোটি জনমে— বলিলেন।" নাচে বৈষ্ণব :
"ধন্য ধন্য কৃপা-সিন্ধু! পাব শুধু কোটি জনমেই?"
উদিলেন হরি : "প্রিয় বন্ধু! কিনেছ আমায় আজিকেই।"

কে বরেণ্য?

গণেশ সাথে কার্তিকের বাধে কলহ কত—প্রতিযোগিতা নানা!
রূপ জিতিলে গুণ বিষাদে কাঁদে গুণ জিতিলে রূপ শোনে না মানা।
তর্ক বাড়ে, ভবানী কহে তবে : "ভুবন আগে প্রদক্ষিবে যেই
বরণমালা আমার তারি হবে, রটিবে ভবে—জ্যেষ্ঠ জ্ঞানে সে-ই।"
কার্তিক তো হেসেই কুটি কুটি : "মূষিকে চ'ড়ে জিতিতে ভায়া পারে?"
ময়ূরে উড়ে চলে সে নভে ছুটি'। সিদ্ধিদাতা উমার চারিধারে
পরিক্রমি' ডাকে : "ভুবনমাতা!" দেবসেনানী ক্লান্ত ফেরে সাঁঝে।
পরিয়া মালা গণেশ হাসে : "দাদা! মায়েরি মাঝে কোটি ভুবন রাজে!"

কে জ্ঞানী?

বরষ বিশ করিয়া গুরুপাশে অধ্যয়ন—দু ভাই ফেরে ঘরে :
সবাই ছুটে তাদের কাছে আসে বিদ্যা-জ্ঞান-সৌরভের তরে।
কহিল পিতা : "বৎস, কহ দোঁহে শিখেছ কত—ব্রহ্ম বলে কারে?"
জ্যেষ্ঠ হেসে তারস্বরে কহে : "কোটি ভুবন গাঁথে সে মণিহারে,
অব্রণ সে—স্বরাট্, নির্জর, পরিভূ কবি মনীষী নিরাকার—"
আরো সে কত শ্লোকের নির্ঝর! কহিল মাতা কনিষ্ঠে : "এবার
তোমার পালা।" প্রণমি' বাক্‌হীন রহে সে। করি' আশীর্বাদ তারে
জনক কহে : "তুমিই জ্ঞানাসীন : জেনেছ—তিনি সব বচন-পারে।"

কে তন্ময় ?

"চুরি ক'রে আমার এ-মন কোথা গেলে মায়াহাসিনী !
তোমা বিনা অসহ জীবন, ফিরে এসো ছায়াবাসিনী !"
উন্মনা প্রলাপি' চলে··· কড় কড় জলদ স্বনে···
তবু চলে সে···তরু তলে দেহ কার বাধে চরণে !
জ্ঞান তার নাই তবু হায় ! গর্জিয়া উঠিল যোগী :
"হরি-ধ্যান-মগ্নের গায় পদাঘাত—গণিকাভোগী !"
কহিল সে : "গণিকাভোগীর নারী-ধ্যানে লুপ্ত ভুবন :
হরি-ধ্যান-মগ্ন যোগীর থাকে দেখি দেহের চেতন !"

বচন-সম্বল

কহে পণ্ডিত : "সূর্য যেমন দেয় তাপ আলো সবারে ভবে,
আমাদেরো ঠিক্ তেম্‌নি সবারে জ্ঞান ও শিক্ষা দিতেই হবে।"
পুছে জ্ঞানী : "প্রভু, পরকে জ্ঞান ও শিক্ষা যে দেবে বক্তৃতাতে—
খাসা কথা : শুধু, পেয়েছ কি তাঁর আদেশ সবারে জ্ঞান বিলাতে ?"
পণ্ডিত করে ভ্রূকুটি : "আদেশ কার নাম ? আমি পেয়েছি প্রাণে
জ্ঞানের যে আলো তাকে বিলাতেই হবে পরার্থে শিক্ষাদানে।"
জ্ঞানী হাসে : "হায় ! জোনাকিও চায় দিতে পরার্থে আলো নিয়ত !
শুধু, আলো তার নাশে না আঁধার—দেখায় আঁধার গভীর কত।"

ভুল-বোঝা

কহিল শিষ্য সহর্ষে : "প্রতি জীবে রাজে হরি কৃপাধার ?"
তবে কোথা ভয় ? নির্ভয়ে বরি' তরিব অকূল এ-পাথার ?"

ছোটে পথে এক ক্ষ্যাপা হাতী। "পালা—পালা"—সবে কহে সভয়ে।
শিষ্য অচল, বলে : "নির্ভয় কই রে তোদের হৃদয়ে ?"
মাহুত হাঁকিল : "সাধু ! সরে যাও—ক্ষ্যাপা হাতী !" সাধু হাসিল।
হাতীর পায়ের তলে সে আহত হয়ে দৈবাৎ বাঁচিল।
কাঁদে বিষণ্ণ : "প্রতি জীবে হরি—তুমিই তো গুরু বলিলে !"
মাহুতেও হরি নাই কি ? তাহার নিষেধ কেন না শুনিলে ?"

ফোঁস

গুরু কয় : "হিংসারে ত্যজি' সাপ, ধন্য হ সাধি' প্রেম ভক্তি।"
হরি-প্রেমে মজি' তাপ সর্পের ঘুচে যায়—জয় নাম-শক্তি।
বালকের দল তারে পথে হায় বার বার কত কশা হানে যে!
হরিনাম জপি' সাপ স'রে যায়, হিংসারে ভুলেও না মানে সে।
মূর্ছিতে সেবি' আনি' চেতনায় গুরু পুছে : "এ কী দশা তোর ভাই?"
কহে সে : "কিছু না, কশা-বেদনায়—তার তরে গুরু, কোনো ক্ষোভ নাই।
শুধু ভাবি—অহিংসা সেবিলাম, তবু কেন হ'ল ব্যথা বরিতে?"
গুরু হাসে : "হিংসা নিষেধিলাম, মানা তো করি নি ফোঁস করিতে!"

সংস্কার

মুসলমান হয় সে প্রাণ বাঁচাতে হায় ব্রাহ্মণ!
প্রাণ থাকলে তবে না জাত, বাপের নাম মান ধন!
মোল্লা বলে শাসিয়ে : "আজ থেকে বলবি—আল্লা!"
জগদম্বা কেবলি দেন আল্লা সাথে পাল্লা।
মোল্লা ছুরি শানায় : "ফের কাফের নাম—ভণ্ড!
মুণ্ডপাত করব—জপ্ আল্লা রে পাষণ্ড!"
বেচারি কাঁদে : জপতে চাই আল্লা নিরুপায় গো!
কিন্তু জগদম্বা বুক আছেন ভ'রে হায় গো!
আল্লা বলি যেম্নি—উঠে লাফিয়ে জগদম্বা
আল্লাটিকে দেন যে ঠেলে—ফল অষ্টরম্ভা!"

ক্ষুদ্রের দর্প

শশী কয় : "সাগরে
ছিলাম সে-জঠরে
আমিই তো মাপিব.
মথি' ফের জানিব।
রবি কয় : "দূর্ দূর্!
আমারি তো তাপে জল
মেঘ হয় রোজ—তাই
আমি পাব তার তল।"
লবণের পুতুল সে
হেসে বলে : "কী জ্বালা!
আমি প্রতি বিন্দুতে
রই তার—যা পালা—
দেখ্ : আমি এক্ষনি
মেপে দেব ব'লে—আয়!"
দেয় ডুব যেমনি সে
যায়—টুপ্—গ'লে হায়!

অজ্ঞের বিজ্ঞতা

ঘোষে আচার্য : "ব্রহ্ম শুষ্ক, রসের খবর রাখে না তো সে।
আমাদেরি হবে করতে সরস অগুণ ব্রহ্মে প্রেমের রসে।"
ভক্ত হাসে : "কি বলছ ঠাকুর—ছবি আঁকো যাঁর তাঁরে না চিনি'?
ব্রহ্ম নীরস! হায় রে, বিশ্বে নিখিল রসের উৎস যিনি!
সেদিন একটি শিশু বলছিল আর এক শিশুকে—হায় কপাল!
জানিস? আমার মামার গোয়ালে করে গুঁতোগুঁতি ঘোড়ার পাল!"

পুরুষ ও প্রকৃতি

কর্তা টানেন তামাক দাওয়ায় ব'সে গম্ভীর মুখ ক'রে :
গিন্নি বিষম ব্যস্ত—মেয়ের বিয়ে—ওঠে তাঁর বুক ভ'রে।
"কী গিন্নি?'—"আর গিন্নি! দিল না বিশু স্যাকরার ফর্দ যে!"
"তাড়া কী?"—"মরি, প্রশান্ত রে! শুনি—আমি ঠুঁটো হ'লে করত কে?"
"আহা চটো কেন?—"চটব না! বলি, কাজগুলো কি গো করে হাওয়ায়!"
তোমার আর কী?—পান খেতে খেতে শুধু ধোঁয়া ছাড়ো বসে দাওয়ায়!"
হাসেন কর্তা : "আমি গত হ'লে পারতে কি একা সামলাতে?"
"কী কথার ছিরি!—ঐ দেখ—বিশু আসে গুটি গুটি কার সাথে!"
"স্যাকরা মা!"—"বিশু! বাঁচালি—শোনো গো, ভরি পিছু ষোলো ধরব কি?"
কই রে কর্তা? বিশু বাবা! দেখ্—ছোট্ট—সে নৈলে করব কী?"

ত্বয়া হৃষীকেশ

কহিল রাজা : "যারে যেমন হৃষীকেশ চালায় জীবনে সে তেমনি চলে,
কর্তা আমি নই, গোবধও করালে যে আমাকে দিয়ে নাথ, মৃগয়াছলে।"
ভাবিত হৃষীকেশ বিপ্ররূপ ধরি' মিষ্টস্বরে পুছে : "বলো তো রাজা,
বিশাল রাজধানী রচিল কে সে?"—"আমি।"--চোর পাপিষ্ঠেরে কে দেয় সাজা?"
"কে আর আমি ছাড়া?"—হাসিল রাজা।—"মরি, রচিল কে বা ঐ স্বর্ণবেদী!"
"সে আমি।"—"মগধের বালা স্বয়ংবরা?"—"আমিই এনেছি যে লক্ষ্য ভেদি'।"
"চণ্ডে কে শাসিল?"—"আমার কীর্তি যে—শোনো নি?"—"শুনেছি গো,"
শ্রীহরি বলে,
"কীর্তি সবি তব—কেবল গোবধেরি অকীর্তিটি হৃষীকেশের গলে!"

শতাব্দ-সন্ধানী

যে যেথা ছিল লুটে সাধুর পায়, বহি' অর্ঘসম্ভার, রত্নমণি :
না জানি, সন্ন্যাসী দেখাতে এল কোন্ সিদ্ধি অদ্ভুত—রোমাঞ্চনী!
ভক্ত ভেটি' কহে কৃতাঞ্জলি : "মুনি, বর্ষশত ঘোর তপের ফলে
কী দেববাঞ্ছিত পেলে প্রেমের ধন—বিলাতে এলে যারে?"—তাপস বলে :
"প্রেম কী? দেখ্ মূঢ়, বিভূতি-বিস্ময়!" লক্ষ পুরবাসী আত্মহারা :
পদব্রজে মুনি গঙ্গা হয় পার!! জয়ধ্বনি করে সবাই তারা!
ভক্ত এককড়ি মূল্যে খেয়া করি' গঙ্গা তরি' বলে : "প্রভু, প্রণাম!
ধন্য তুমি হে, শতাব্দ-সাধনায় লভিলে—এককড়ি যাহার দাম।"

দানলীলা

কেন ব্যথা দাও পদে পদে?—নিয়ে যেতে আনন্দলোক-মাঝারে?
কেন বঞ্চিয়া রাখো দিনের আলোয়? দিতে কি নিশার আঁধারে?
হেথা দীর্ঘ পথের শ্রান্ত চলায়
ধূলিজালে ফুল ম্লান ঝ'রে যায়,
হানিলে শাখায় ঝরে সেই ধূলি, উপচে কুসুমে নবরস :
হানো অমর বেদনা তাই কি—ঘুচাতে মর বেদনার অপযশ?

কেন অশ্রু ঝরাও দিনে দিনে?—বুঝি উজলি' তুলিতে কম হাস?
রচো বৃষ্টি-বধূরে—রৌদ্রে পরাতে ইন্দ্রধনুর বরবাস?
হেথা জীবন হাটের কল্লোল মাঝে
যে গভীর মিড নিরন্ত বাজে,
চঞ্চল মদ-মত্ততা দেয় ডুবায়ে বলি' সে-মূরছন,
দাও নিভায়ে দীপালি-মদিরোৎসব ফুটাতে তোমার গূঢ় স্বন?

বাহি' তরীখানি পাড়ি দেই—সম্বলি' ধ্রুবতারা-কৃপাবিন্দু,
তুমি সহসা জাগাও নিয়তি-তুফান—গর্জিয়া ওঠে সিন্ধু :
যবে ভাঙা-হাল, ছেঁড়া-পাল নিরাশায়
মনে হয়—তরী বুঝি ডুবে যায়।
দেখা দাও তুমি তিমির দলিয়া বাজায়ে বাঁশি আনন্দে!
তব দানলীলারীতি নয় তো রচিত আমাদের প্রাণছন্দে!

গীতিগুঞ্জন

Within that quivering shell, the ear,
Farborne, a myriad voices throng.
Be still and listen : you shall hear
The universe revealed in song.

George Russell (A. E.)

কাঁপিছে শ্রবণ—সিন্ধু-কল্লোল-আহত শঙ্খ সম :
ভেসে আসে দূর হ'তে কোটিকণ্ঠতরঙ্গজনতা।
শান্ত হও, কান পাতো : শুনিবে—অশ্রান্ত নিরুপম
গানে গানে দেয় ধরা নিখিলের অন্তরের কথা।

উৎসর্গ

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়, পিতৃদেবেষু :

"কাছে এসে দেয় যে উঁকি, ছুঁতে ছুঁতে অম্‌নি হায়
যায় মিলিয়ে যে-অধরা—গান গেয়ে সে মন মজায়।
অর্থ আছে কথায় : সুরের—শুধু উদাস ব্যঞ্জনা,
ভাবের আছে ভার পৃথিবীর, সুরের—আকাশ-অঙ্গনা।
সুর-জোয়ারে এক নিমেষেই হৃদয় যেতে চায় ভেসে,
কেউ জানে না কোন্ তটে সে যায় নিয়ে নিরুদ্দেশে।
হাতছানিতে প্রাণকে টানে অভিসারে নিত্য সে
কূল ছেড়ে কোন্ শ্যামল পানে অকূল আলোয় দীপ্ত যে!"

ছেলেবেলায় শুনতাম আমি তোমার মুখে নিরন্তর
এম্‌নি ধারা আবেশভরা কত কথাই যে সুন্দর—
হে উদাসী সুরস্বপনী! কণ্ঠে তোমার উচ্ছলি'
উঠত অফুরান সে কতই গান মন প্রাণ বিহ্বলি'!
বন্ধু, গুরু! মনে পড়ে—কী আনন্দে শৈশবে
তোমার কাছে নিতাম গানের দীক্ষা গরব-গৌরবে!
সেই সাধনাই সেধে পরে দেশবিদেশে উচ্ছ্বাসে
গানের নিঝর ঝরিয়েছিলাম পাষাণভাঙা উল্লাসে।

গান পাথেয় দিল আমায় কৈশোরে ও যৌবনে,
যৌবনের সীমান্তে সে রূপ ধরল—শ্যামল-কীর্তনে।
পেয়েছিলাম এ-পারানি প্রথম-যে তোমার কাছে
এই কথাটি জানিয়ে স্বীকার করতে চাই সকাল সাঁঝে :
"তোমার গানের স্পর্শমণির কাছে আমার অপার ঋণ—
যার প্রসাদে আজো বাজে অন্তরে বসন্ত-বীণ।"
তুমি নাট্যশিল্পী, রসিক—আজ মানে প্রবুদ্ধ মন :
কাব্যে গানে কী দিয়েছ—মানবে পরে বিশ্বজন।

২২ জানুয়ারি, ১৯৫৭

দিলীপ

উমা

(লঘুগুরু ছন্দ—পঞ্চচামর)

সুদূর দীপ্তিবিহ্বলা, হিরণ্যগর্ভবন্দিতা !
অমাতটে সমুজ্জ্বলা, অদৃশ্যরশ্মিরঞ্জিতা !
বসুন্ধরা সদা স্বপে স্ফুলিঙ্গ যার গৌরবে,
মরীচি যার উৎসবে যুগান্ধতা পরাভবে,
প্রবাহি' যে ধরাঙ্গনে দ্যুলোকপদ্ম মঞ্জরে,
সমাধি-সিংহ-আসনে দুরন্ত দৈত্য সংহরে,
নিরন্ত কণ্টকক্ষতে ভুলে বিনিদ্র রাধনে,
ধনঞ্জয়ে পদে পদে ত্যজে অসাধ্য-সাধনে,
তপঃস্বয়ম্বরা চিতে বিলাস বিস্ময়ে ভবে,
অসীম স্বপ্ন ঝংকৃতে অমূর্ত-মন্ত্র যে জপে,
পদে নমামি তার মা ! তব স্তবে হিয়া নতা :
দুরাশিনী ! তিলোত্তমা ! উমা ! অনাগতব্রতা

লক্ষ্মী

(লঘুগুরু ছন্দ—রুচিরা)

ফুলোচ্ছলে ! তুহিনদলে পরাজিয়া
দিগন্তরে মলয় করে উছাসিয়া
নিরুৎসবে বিদলি' নভে নিমন্ত্রণি'
সুধাস্বনে ঝরিলি মনে চিরন্তনি !
উদাসিনী চিরদুখিনী বসুন্ধরা
তব স্তবে হ'ল গরবে কলস্বরা।
ব্যথাক্ষণে চল-চরণে নিশা দলি'
স্বয়ম্বরা ! বরিলি ধরা উষা ঝলি'

শিব

(লঘুগুরু ছন্দ—তোটক)

জয় শঙ্কর শম্ভু ভুজঙ্গধর!
শশিমৌলি স্মরান্তক! নাশ' হর,
যত কামকলা তব রুদ্র শরে,
জ্বল' কৃষ্ণনভে খর দীপ্র করে
যুগপুঞ্জিত ক্রন্দিত গ্লানি দলি'
রণি' দুঃসহ দীপক রাগঝলি',
তিমিরান্ধ ধরা—চিত শঙ্কিত যে!
শিব! বহ্নিবরে কর' নন্দিত হে!

তব প্রাংশুঘনাবৃত পাংশু জটা
লখি' ভ্রান্তিবিলাস হিমাংশু-ছটা
হ'ল নীরব—বন্ধু লহ প্রণতি,
নমি ধ্যানহিমাচল দান-ব্রতী!
তব রিক্ত রজে ধনপাণ্ডুরতা
হ'ল লুপ্ত পিনাকি! হিয়া প্রণতা
তব পাদতটে জপিছে বিধবা
সম বল্লভ তায় কঠোরতপা।

প্রতিভাত' মহেশ্বর! উচ্ছলিয়া
তমসাবৃত মোহবিষণ্ণ হিয়া।
তব তাণ্ডব তাল সুর স্বরিয়া
সব ক্লৈব্য উপপ্লবি' উল্লসিয়া
তুলি' উর অরিন্দম! সূর্যসুরে
স্বনি' ব্যোমমহোৎসব প্রাণপুরে।
যত কুণ্ঠিত গুণ্ঠিত লাজগতি
কর' ধ্বংস দিগম্বর! মুক্তিপতি!

নানারূপে

(লঘুগুরু ছন্দ—তোটক ও সুমুখী)

এসো অমল ! অনির্মল মর্মতলে,
এসো উজ্জ্বল ! নিসম্বল স্বপ্নদলে,
এসো হে নটরাজ, নিসঙ্গ পুরে ।
এসো মলয় ! হিমাহত কুঞ্জবনে,
এসো বিজয় ! বরাভয় মঞ্জরণে,
এসো হে মিলনে বিরহে বিধুরে ॥

এসো মধুর ! বিষক্ষরণে শমিয়া,
এসো বিদুর ! বিমোহ পরিপ্লবিয়া,
এসো হে তমসে অহনা-প্রণয়ে ।
এসো বিপুল ! দিবাকর প্রেমময় !
এসো মৃদুল ! মনোহর ক্ষেমময় !
এসো হে পুলকে সুরনৃত্যলয়ে ॥

এসো শুভদ ! নিরঞ্জন মন্ত্রবরে,
এসো বরদ ! চিরন্তন দান ভরে,
এসো হে নিখিলে মসি শুভ্র করি' ।
এসো অতনু ! নিরন্ত বসন্ত স্বরে;
এসো নদনু ! প্রশান্ত সুধা-নিঝরে,
এসো ক্লান্ত হৃদে বরষায় ঝরি' ॥

উদ্বোধন

(লঘুগুরু ছন্দ—ইন্দ্রবজ্রা)

সঙ্গীত-রাগে র'চিয়া বসন্ত,
আনন্দ-তানে স্বরিয়া বিলাসে,
উল্লাস-তালে দুলিয়া নিরন্ত
ঝংকার সাধি ব্রজরাজ-আশে ॥

অন্বেষণ

(লঘুগুরু ছন্দ—ভ্রমরবিলসিতা)

সন্ধ্যাছায়া বঁধু খুঁজি' বিচরে
মুগ্ধা বালা সম প্রিয়বরণে।
জ্যোৎস্নারাগে হৃদি সুখশিহরে
কান্তে সাধে চিরমধুমিলনে ॥

সরস্বতী

(লঘুগুরু ছন্দ—মদিরা)

তব শিল্পবনে রমি' প্রাণ তুরঙ্গমি' ধাইল ভারতি! বর্ণ-ব্রতী!
এসো কান্তরথে তব ছন্দি' উষা নব ম্লান হৃদে ফলি' গানরতি।

রচো কোকিলকণ্ঠ মরাল বসন্ত-ময়ূর মনোহর সৃষ্টিরমা!
বাহি' গাঙ্গবিভঙ্গ কলধ্বনি-রঙ্গ কলঙ্ক বিনাশি' বরেণ্যতমা!

মূক নন্দন ঝংকৃত উল্লসি', বন্দিল বৈভব মা তব, বিষ্ণু-বধূ!
তব মন্ত্র প্রবাহিল ছন্দ, পরাজিল নীরসতা মরু-জিষ্ণু মধু।

একী সুন্দর সৌরভ উচ্ছলিলে! তব প্রেমমণি স্তবি' হেম হিয়া।
একী বিস্ময় জাগিল বিহ্বল! সাধিল গীতি ধরাতল উচ্ছুসিয়া!

শঙ্করী

(লঘুগুরু ছন্দ—সপ্তমাত্রিক)

সুখবাসনা মা করি' সমর্পণ যাচি চরণে চিরশরণ।
তব শঙ্খ বাঁশরি মন্ত্রি' উল্লসি' কর' বিলুণ্ঠিত দুখমরণ।
মা ত্রিনয়নী! অপরূপ চাহনি মেলি' কর অবলুপ্ত আজ
যত মলিন মন্থর জীর্ণ জর্জর ক্রন্দনাতুর শোক লাজ।

প্রতি বন্ধনে তব প্রার্থি অম্বর-মুক্তিদীক্ষা শঙ্করী !
কর' দিব্য উদয়ে আজি খণ্ডন অন্ধতা অশুভঙ্করী ॥

যুগ-প্রলয়-ডঙ্কা ধ্বনিল হিংসামত্ত দানব তাণ্ডবে।
ভয়মূঢ় জনমন—নিরখি' ভীষণ লোল সংহারোৎসবে।
কর' অসুরসৈন্য বিনাশ পলকে ! গাহি' নবযুগসূচনা।
জপি তারিণী ! তব নাম প্রাণে, সাধি' পূজাবন্দনা।
প্রতি বন্ধনে তব প্রার্থি অম্বর-মুক্তিদীক্ষা শঙ্করী !
কর' দিব্য উদয়ে আজি খণ্ডন অন্ধতা অশুভঙ্করী ॥

চিত্ত ভ্রান্তিমোহে মুগ্ধ, এসো তারকা উদ্ভাসিয়া
তব দীপ্তিরূপে জাগি' শঙ্কাবক্ষ অভয়ে ভাতিয়া।
যত আর্ত যন্ত্রণ ক্ষুধিত বেদন সহিব—শক্তির সাধনা
করি' বরণ আনিব অমরচেতন—চাহি সে-উদ্দীপনা।
প্রতি বন্ধনে তব প্রার্থি অম্বর-মুক্তিদীক্ষা শঙ্করী।
কর' দিব্য উদয়ে আজি খণ্ডন অন্ধতা অশুভঙ্করী ॥

দলি' করুণ তামস অরুণমণি তব আজি সাধিব মন্তরে।
তুমি জ্বালিবে তব জ্যোতিরুৎসব মেঘ-ম্লান দিগন্তরে।
নব অংশুমালা পরি' করালী !—এস মঞ্জুল মূর্ছনে,
মা, গগনগঙ্গা-রাগিণী তব নিঝরি' অবনী-অঙ্গনে।
প্রতি বন্ধনে তব প্রার্থি অম্বর-মুক্তিদীক্ষা শঙ্করী !
কর' দিব্য উদয়ে আজি খণ্ডন অন্ধতা অশুভঙ্করী ॥

সূর্য্য

(লঘুগুরু ছন্দ—চতুর্মাত্রিক)

বন্ধন নাশো মন্ত্রবরে
নিত্য নিরঞ্জন জ্যোতিশরে।
সান্দ্র শুভঙ্কর ! এস চিতে।
ক্লান্ত দিগন্তর উজ্জ্বলিতে।

আকুল হৃদি তব সুন্দর দান তরে,
আকুল হৃদি বরদান তরে।

উল্লসি' ধরণী প্রেমল রাজ!
অমর শিখা কর' উচ্ছল আজ।
বন্দি' নবারুণ সান্ধ্য নভে'
চিরতৃষ্ণা তব নিখিল জপে।
আকুল হৃদি তব সুন্দর দান তরে,
আকুল হৃদি বরদান তরে।

সঙ্গ দিয়ো চিরসঙ্গ দিয়ো
শুভ্র স্বয়ংপ্রভ নিখিল-প্রিয়!
ম্লান প্রাণ তব গান বিনা,
দিশা বিনা তব পথ চিনি না।
ম্লান রজনি তব দ্যুমণি বিনা
উষা বিনা তব পথ চিনি না:
অভয় শঙ্খ তব অবনি ভরে।

হৃদয় ঘুমন্ত রহে মরতে
প্রেম বিনা তব ব্যর্থ ব্রতে।
কুটিল জলদ অপরাজিত হে,
তব কিরণে হয় লাঞ্ছিত যে!
অভয় শঙ্খ তব অবনি ভরে॥

আবাহন

(লঘুগুরু ছন্দ)

বন্দন মা, তব গাহিব নিতিনব
ছন্দে রাগবিভঙ্গে।
এস কান্তিময়ি, শান্তি নিঝরি' অয়ি
উচ্ছলি' প্রেমতরঙ্গে॥

আরাধন

লঘুগুরু ছন্দ—রামপ্রসাদী

এস জননি, প্রাণে।
জীবন সঁপি চরণে তব—বন্দন জয়গানে।

মন্থর যত ক্লান্তি ছায় ধূসর অভিযানে
বিদলি' এস স্বর্ণ-কান্তি করুণার বিধানে।
আলো তব জ্বালো মা,
ম্লান এ-বিহানে
বন্ধন যত খণ্ডন কর'—
প্রার্থি নিরভিমানে।

যুগ যুগান্ত সুমধুর তব মূর্ছন শুনি কানে,
রেশ তার নির্ঝরি' কর' সার্থক সন্তানে।
পুণ্য তব প্রসাদে—
শিবদৃষ্টিদীপদানে।
মায়া যত অন্তর
ছল মায়া বলি' জানে।

আশা পথহারা যত বিষণ্ণতা আনে
যাচে তব শান্তি-অঙ্ক সুধার সন্ধানে।
বিশ্বভুবন তব সাধন
বরিয়া নভপানে
ধায় জননি, মনমোহিনি,
শরণাগতি—তানে।

তারা

(লঘুগুরু ছন্দ—মন্দাক্রান্তা)

বিদ্যুৎভঙ্গে ঝলকি' ঝননে অম্বরে কে অনঙ্গা ?
ঝঞ্ঝারাগে শ্বসিত পবনে ঝঙ্কলে কে অশঙ্কা ?
মন্দ্রে ঐ কে গুরুগরজনে লোলরঙ্গে সমুদ্রে
হু হু চ্ছ্বাসে ডমরু স্বননে বজ্র ডঙ্কে সমূর্ধ্বে ?

ধারাসারে অমনি গগনে নির্ঝরে কে দিগন্তে ?
ভক্তপ্রাণে নিথর লগনে স্নিগ্ধ মাতার ছন্দে ?
গাহে প্রেমে নিখিল সঘনে : 'কম্পি' ত্রাসে করালী
কৃষ্ণাজ্বালা—গমকরণনে দীপ্তি এ কী ঝরালি !

অভাবনীয়

(লঘুগুরু ছন্দ)

এস তিমির তুহিন দলি' প্রিয় হে !
ম্লান অন্তর উজ্বলি' প্রিয় হে !
করো বেদনবাধা নন্দনগাথা
কণ্টক কমকলি প্রিয় হে !
এস তামস নাশন প্রিয় হে !
এস মঞ্জুল-ভাষণ প্রিয় হে !
যত বিষণ্ণ ভাবন সংশয় মাতন
তুমি কর' বারণ প্রিয় হে !
এস অবন্ধ ঝলকে প্রিয় হে !
এস বসন্ত-পুলকে প্রিয় হে !
এস সুরঝঙ্কারে করুণাসারে
নিঝরি' পলকে প্রিয় হে !

প্রিয়! তোমায় কাছে যে-হার মানি—সে-ই আমার জয়।
প্রেমে সাধে যে জয় গরব—নয় নয় সে জয়ী নয়।
মানি তোমার কাছে যে-পরাভব—
সেথা আমারি জয়োৎসব,
পরের মুখে বিজয়রব চিত্তে ঝিঁঝি' রয়:
শুধু তোমার সাথে আমার নয় নয় সে-পরিচয়॥

প্রিয়! তুমি যে-বরদানে আমার ভরেছ এ-হৃদয়,
তার প্রতিদানে সে নোয়াতে মাথা বাসে কি লাজ ভয়?
তুমি বরণমালা দিয়ে আমারে
নিরভিমান হুরভিসারে
দেখালে আলো অন্ধকারে—নাই তো তার লয়:
দিলে দীক্ষা—প্রেমে জিতিলে হারি, হারিলে সে-ই জয়॥

২

তোমায় বরণ না করিলে মা, প্রাণ-সাধনায়
তুমি মিটাবে কেমনে তৃষা অঝোর ধারায়?
আমি হৃদে না তোমারে বরি'
বাহি' প্রেমহীন তরী
চাই পেতে দিশা আজো এড়ায়ে কাঁটায়:
যারে মেলে শুধু কাঁটাপথে প্রাণ-সাধনায়।
মাগো, না থামিলে কলরব,
দীপালি-মন্দিরোৎসব
করুণা-মুরতিখানি ফোটে না যে হায়!
কৃপা মেলে শুধু ঘরছাড়া প্রাণ-সাধনায়।
না না তব আশাপথ চেয়ে
যাব তরীখানি বেয়ে,
ধ্রুবতারা আকাশে না জ্বলিলে উষায়,
ঝলি' অমানিশা উদিবে মা প্রাণ-সাধনায়॥

৩

কুসুমের বুকে ঝুরে সুগন্ধ—কুসুম তারে না দেখিতে পায়।
অসীমের ছায়া কলি'—অসীমেরি বারতা সিন্ধু আজো শুধায়।
কার লাগি' অলি ফাগুনে উছসি'
উতলা গোপন পরাগ পরশি'?
নিরত আকুল বাসনা বরষি' গায় কার স্মৃতি মলয়বায়?
সন্ধ্যা দেখায়ে অম্বরতলে
চন্দ্র তারায় কার দীপ জ্বলে?
কার স্বর্ণাভা অরুণ অমলে? সে-কারে সকলে বরিতে চায়?
তারার দীপালি-ঝংকারে কার
শুনি রাগমালা শান্ত উদার?
নদনদী গিরিনির্ঝরধার কলতানে কার মিলনে ধায়?
তরু-লতা-তৃণে কার সে-অতুল
শ্যামল রঙ ছন্দদোদুল?
ছায়া-অঞ্চল লুটায়ে মুকুল আগমনী কার গোধূলি গায়?
ফুটিবে না যদি শূন্যতা-মাঝে
কেন নিতি-নব-সুন্দর সাজে
নিখিলে তোমার বন্দনা বাজে—মূর্ছনা-মধুরিমা-বিছায়?
অন্তরে রাজো—তবু অন্তর কেন ভুলে যায় নাথ, তোমায়?

৪

যদি দিন না দেবে, তবে এত ব্যথা কেন সওয়াও?
যদি নাথ, আশা না রবে—মিছে বোঝা কেন বওয়াও?
যদি মেঘে রঙের মেলা
শুধু ক্ষণিক লীলাখেলা,
কেন রঙিয়ে ওঠে প্রাণ সে-রঙে সকাল সন্ধ্যা বেলা?

যদি জীবন মিছে মায়া
কেন মোহন আলো ছায়া ?
কেন বেদনারি অন্ধকারে বন্ধু ধরে কায়া ?
যদি বিফল মালা গাঁথা
বৃথা ডাকা, কাঁদা, সাধা
কেন যুগে যুগে অকূল-উধাও হয় সাধ, হিয়া রাধা ?

৫

নিঝরধারা ! শিহরধারা !
কার পূজারিণী আপনহারা
গান গাও কুলুকুলুধ্বনি ?—মিলনমণি
অঙ্গে অঙ্গে চমকে তোমার ! আলোপারাবার
ডাকে যে তোমায়, ডাকে যে তারা !
তাই কি উধাও—নিঝরধারা !

লো চঞ্চলা ! কলোচ্ছলা !
আনন্দ কার সুর-উপলা
নূপুরিকা, হেন দিনরজনী সাধো সজনী ?
নৃত্যে কার বা উঠিলে তুমি রূপে কুসুমি' ?
অলখ বঁধুর বাঁশি-বিভলা
তাই ধাও বুঝি নীলাঞ্চলা ?

শান্তিময়ী ! কান্তিময়ী !
ছন্দে যে তুমি দিগ্বিজয়ী !
লক্ষ্যহারা তো নহ গমনে, চলচরণে,
পুলকে তোমায় সাধিলে যারে বাঁধিলে তারে
অশ্রুমালারো বরণে অয়ি !
সুরভিসারিণী স্বপ্নময়ী !

৬

তব চিরচরণে তুমি জানো তো আমার
দাও শরণাগতি, প্রিয়, প্রাণ-দুরাশা :
এসো ফুলসারথি যাচি শুধু সুধাসার,
আলো ধরিতে বনে। তাই বহি পিপাসা।

আমি চাহি গভীরে এসো ছায়া-পাথারে
তব অকূল-স্বনে দলি' মায়া-আঁধারে,
ঘন তুফান-তীরে লহ দূরভিসারে
এসো তারা-স্বপনে। তব দুখ-বরণে॥

৭

শ্যামল-মুরলী উঠিল উছলি' বিরহ উজলি' বিজলিভায়।
কে গো প্রিয়তম নীল নিরুপম, ঝরিলে হে মম যুগ-তৃষায়!
দেখেছি স্বপনে করুণা যাহার,
যে-অরুণ বিনা ভুবন আঁধার,
সেই তুমি আজি সুরে সুরে বাজি' এলে কি হে সাজি' রূপমালায়!
যার বাঁশি তরে রজনীবিহান
পথ চেয়ে রয় পান্থ পরাণ,
সে-তুমি মোহন, এলে কি শরণ শিখাতে বরণ-মূরছনায়!
যার দীপবরে ফুলে ছায় শাখী,
স্মরি' নীল যার পাখা পায় পাখী,
সে-তুমি সুদূর, এলে কি নূপুর রণিয়া মরুর বিফলতায়!

আঁখর

যার ভুবনমোহন কান্তি আনে আঁধারে আলোকশান্তি,
সেই তুমি নাথ রাঙালে প্রভাত, ঝলি' দুখরাত সুখউষায়!
যার সঙ্গীত-শিখা জ্বালি' পায় নয়ন কিরণমালী,
সে-তুমি অতুল বাঁশিতে বিপুল দুলিলে দোদুল মধুরিমায়!
নিতি অকূলের আবাহনে যার নূপুর-মুরলী স্বনে,
সেই তুমি এলে নীলপাখা মেলে আলোশিখা জেলে কালোকায়ায়!

৮

নয়নে তোমায় চাই বারে বারে—আঁখি-সুখ তরে নয় :
হিয়ার আকাশে সে-রূপবিলাসে জ্বালিতে আলো-অভয়।
নয়নের মণি দেখি যবে জ্বলে
অন্তরতলে পলে অনুপলে :
সে-লগনে বঁধু, ম্লান ধরাতলে সবি চিন্ময় হয় :
নয়ন-মাঝারে চাই-যে তোমারে—আঁখিসুখ তরে নয়॥

শ্রবণে তোমায় চাই ঝংকার—শ্রুতিসুখ তরে নয় :
প্রাণের তুফানে সে-সুরে গাহিতে ধ্রুবতারকার জয়।
কানে কানে যবে কও তুমি কথা,
মর্ম-অতলে রটে সে-বারতা
শুনি যবে সেথা তব নীরবতা—মুখরতা হয় লয় :
শ্রবণ-মাঝারে চাই যে তোমারে—শ্রুতিসুখ তরে নয়॥

যত রাগ সাধে তব বাঁশি—আনে নিতি নব পরিচয়।
প্রতি প্রেমপথে তোমার আমার চাহনির বিনিময়।
যুগে যুগে বহি পিপাসা তোমারি :
বুকে বুকে জেগে ওঠে ভাষা তারি :
সে-পূজা তোমারে সঁপিতে—পূজারী সকল বেদনা সয় :
প্রকাশ-মাঝারে চাই যে তোমারে—অভিমান তরে নয়॥

৯

তোমারি পানে অকূলটানে যে তৃষাতরী বাহে উজানে,
সে যদি হারে দুরভিসারে দীপিবে না কি দিশা তুফানে?

নয়নধারে যদি তোমারে দরদী বলি' বিরহী জানে,
হে চিরসাথী, তার প্রভাতী গাহিবে না কি তপনতানে?

কে যেন কহে : "এমন নহে, কালো কন্নণে যে আলো আনে,
ফিরালে তারে ফিরায় না রে! ভালো সে বাসে নিরভিমানে॥

১০

এসো মা আরতিময়ী, পূজারী-পরাণপুরে
বুকের বিরহবীণা বাজায়ে মিলন সুরে।
অরুণ-আশিস রাগে
করুণা যেমন জাগে
বাসনা-বাঁধনে এসো স্বপন-ফুল-নূপুরে
বুকের বিরহবীণা বাজায়ে মিলনসুরে ॥
তুফানে যেমন তরী
চলে ধ্রুবতারা বরি'
লহ তব অভিসারে—নিয়ে যাবে যত দূরে
বুকের বিরহবীণা বাজায়ে মিলনসুরে ॥
দিয়ে উষা-করতালি
যেমন কিরণমালী
আলোর কবরী বাঁধে কালোর ছায়াচিকুরে,
বেসুরে এসো মা সাধে মাধুরী-মধুর সুরে ॥

১১

অকূলে সদাই চলো ভাই, ছুটে যাই।
ভালোবেসে বাঁশিবেশে ডাকে যে সে—"ভয় নাই।"
ধাও প্রাণ! গাও গান—"বরদান এই চাই—
কূল ছাড়ি' যেন তারি অভিসারী তরী বাই।"

রঙিন মেলায় বাসনায় উছলি'
শুনি হায়, আলেয়ায় ধ্রুবতারা-মুরলী।
ধাও প্রাণ! গাও গান—"বরদান এই চাই—
কূল ছাড়ি' যেন তারি অভিসারী তরী বাই।"

অপার-বিজয় বরাভয় স্বনিল!
হৃদিতারে ঝঙ্কারে সে-রাগিণী রণিল!
ধাও প্রাণ! গাও গান—"বরদান এই চাই—
কূল ছাড়ি' যেন তারি অভিসারী তরী বাই।"

১২

আঁধারের ডোরে গাঁথা আলোকের মণিমালা।
গগনের দেবালয়ে স্বপনের প্রদীপ জ্বালা।
অচেনার রূপ উদাসী চেতনায় বাজায় বাঁশি
বেদনায় অশ্রুফুলে অজানার গন্ধঢালা।

মলয়ে মিলায় যে-সুর শিশিরে পাই যে তারে,
মরণে আসে ফিরে জীবনে হারাই যারে।
যারে চায় যুগের তৃষা রজনী অনিমিষা,
জেগে রয় স্মৃতির বুকে তারি নয়ন নিরালা॥

আঁখর

প্রভাতে মিলায় যে-সুর—নিশীথে পাই যে তারে,
বিরহে আসে ফিরে—মিলনে হারাই যারে!
এ-কেবল আসাযাওয়া—হারিয়ে ফিরে পাওয়া,
ফোটে ফুল ঝ'রে যেতে—ঝরিলেই ফোটার পালা।

১৩

বাচিয়ে নিবি—এমন নিকষ আঁধার ঘরে কোথায় ভোর?
অশ্রু যদি মালা না হয়—বেদনা রয় শুষ্ক ডোর।
জ্বালতে বাতি চাইলি না মন!
দেখতে তো তাই পায়না নয়ন,
আসবে ব্যথাই—না যদি তোর কাটে অভিমানের ঘোর।
বরণমালা গাঁথলে—তবেই ফুল হবে তোর আঁখিলোর।

পরম চাওয়ার মুকুল প্রাণে ফুটিয়ে আগে বাস্ রে ভালো।
আলোর আলো না চাইলে বল্ কোন্ উদয়ে ঘুচবে কালো?
দেখতে যদি চাস ওরে মন!
খোল ঠুলি, খোল্ গর্ব-বাঁধন,
নৈলে শুধুই সাধবি বাঁধন চলার পথে জীবনভোর,
শরণ-ক্ষুধায় আবাহনেই নামে সুধায় ঢল অঝোর।

১৪

মন্ত্র জ্বালাও মন্ত্রময়ী, লক্ষ্যহীন অশান্ত প্রাণে :
ক্লান্তে করো দিগ্বিজয়ী তোমার দুঃসাহসের গানে।
অবিশ্বাসের পাষাণকারা
ধ্বংস করো—বিশ্বে সারা
জাগিয়ে তোমার তামসজয়ী জ্যোতির প্লাবন বিজয়-তানে
অন্ধকারে হিরণ্ময়ী, বহ্নিমন্ত্র জ্বালাও প্রাণে।

জানি—তোমার অগ্নিমন্ত্র জপি মা নিরন্ত নিশায়,
জানি—তোমার মেঘমন্দ্র শঙ্খ বাজে মর্মগুহায়।
তুমিই আনো মা যুগান্তর,
তাই বেদনার হয় রূপান্তর,
মুক্তিবাণী তাই অমরণ, প্রেমে ডাকে বন্দী ধরায় :
জানি—তোমার নৃত্য-রণন ওঙ্কারে ঝঙ্কারে হিয়ায়।

সে-ওঙ্কারে মা চিন্ময়ী, তন্দ্রানিগড় ছিন্ন করো,
আজ দেবী আনন্দময়ী, শক্তিময়ীর মূর্তি ধরো,
যার তরঙ্গ শিহর লেগে
পঙ্গুবুকে ওঠে জেগে
শঙ্কাহরণ কিরণমালী—বিষণ্ণতার শ্রান্তি হরো :
রুদ্র শিখায় শ্মশানকালী সব জড়িমা ভস্ম করো।

তোমার দীপ্তি-দুলাল আমি— এই প্রতীতি জাগাও প্রাণে :
বাজাও বাজাও দিবসযামী তূর্য সূর্য-অভিযানে।
দাও ধাঁধিয়ে অন্ধ নয়ন
উদ্ভাসি' অনন্ত স্বপন,
গগনগঙ্গা! এসো নামি' ভাসিয়ে মরু আলোর বানে :
তোমার দীপ্তিদীক্ষাকামী সন্তান আজ—এসো প্রাণে॥

১৫

এমনি স্মরণে জাগালে পরাণ—

ভুলালে যা কিছু ছিল স্মরণে।

কী পেয়েছি তার কি গাহিব গান ?

কী দিয়েছ হায় কহি কেমনে !

(বলা কি যায়—বঁধু, তোমার দানের কথা বলা কি যায় ?
ওগো, যে পেয়েছে সেই জেনেছে, জানেনি যে সে কি বুঝিবে হায় !)

না চাহিতে যে গো সকলি মিলিল

অহেতুক প্রেমে দিলে গহনে :

অতীতের দিশা-চিহ্ন মুছিল

নবীন দিশারি-ছবি বরণে।

(বঁধু, এই তো তোমার দান—তুমি চাহো না তো প্রতিদান
তুমি না চাহিতে দাও, কিছু নাহি চাও, ওগো করুণানিধান !)

ছিল না যাহার কোন দাবি দাওয়া

তারে দিলে তব চিরন্তনে।

যা কিছু পেয়েছি সবি, প্রিয়, পাওয়া

তব চরণের অনুসরণে।

(তার কোথা বলো দাবি-দাওয়া ?—যার সম্বল শুধু চাওয়া
তবু হে পরশমণি, নিতি করো ধনী, তাই হ'ল মোর পাওয়া)

১৬

যত আশা সাধ ফিরাও তোমার পানে
পূর্ণেরে করি' শূন্য নিরভিমানে।
তোমারেই শুধু চাই যবে বঁধু ভাবি,
দেখি না চাহিয়া— আজিও প্রহর যাপি
যেথা তুমি নাই তাহারি বেসুর মাঝে,
মুরলী তোমার তাই বেজেও না বাজে।
গায় সে : 'যে চায় শ্যামলেরে শুধু প্রাণে
আঁখিরে সূর্যমুখী করে তারি পানে।'

শুনেছি, বন্ধু, কত না কথা তোমার!
শুনেছি—কাহারে বলে প্রেম-অভিসার।
শুনেছি যে, মায়া কূলের ভরসা বাণী,
অকূলেই শুধু হয় মন-জানাজানি।
আজ-যে শ্রবণ-ক্লান্ত আমার প্রাণ,
নয়নের নাথ, কবে দেবে বরদান
সকল আশার-অতীত করুণাদানে
আঁখিরে সূর্যমুখী করি' তব পানে?

আখর

যত গূঢ় আশা কবে পাবে ভাষা তোমার কীর্তনে?
যত অভিমান হবে অবসান তব রাঙা চরণে?
শুনেছি শুনেছি শৈশব হ'তে—তুমি বিনা নাই আলো এ-জগতে
বিনা সে-তপন জীবন কালো।
শুনি' আরো জাগে দর্শনতৃষা, রূপলোকে নেমে দাও চিরদিশা
মুরতি ধরিয়া বাসাও ভালো।

১৭

শ্রীচরণে নিবেদনে জানাই এ মিনতি:
ছায়ার আমার জাগাও তোমার আকুলতার জ্যোতি।
অশ্রুসাঁঝে এসো কাছে হ'য়ে ব্যথার ব্যথী
ফুলের বাঁশি বাজিয়ে—নাশি' কাঁটার ক্ষত ক্ষতি।

কূলে কূলে দুলে দুলে বিলাও অকূল-আলো,
সুরে সুরে নীল নূপুরে উধাও শিখা জ্বালো,
গানে গানে উছল বানে বহাও রূপের গতি,
তোমার আশায়, তোমার ভাষায় জ্বালাও প্রেমারতি।

তোমার আঁখির মিলনমদির বিরহে নাথ, জ্বালো;
তোমার হিয়া সব সঁপিয়া চায় বাসিতে ভালো।
সেই শিহরে ধায় সাগরে আমার প্রাণ-নদী:
সীমা তরি' অসীম বরি' হোক সে নিরবধি।

১৮

সুন্দর! এসো ভেসে চাঁদের খেয়ায়
সান্ধ্য তিমির যবে অন্তর ছায়।
আনন্দে দিলে দেখা অরুণ-ঝলকে কত
স্বর্ণ-সীমন্তিনী আশায় অলকে নত
হিমান্ত এনেছিল বসন্তে অনাহত
ফুলে ফুলে বরণমালায়:
আলোক বিদায় যবে চায়,
ভরো ডালা নিশিগন্ধায়।
নব নব দোললীলা-রঞ্জন-ছন্দে
আধজাগা কিশলয় সাধ অফুরন্তে
এসেছ পাছ, আজ এসো ঋতু-অন্তে
দিনান্তে শান্ত ব্যথায়:
আলোক বিদায় যবে চায়,
ভরো ডালা নিশিগন্ধায়।

১৯

(পল রোবসনের বিখ্যাত নিগ্রো ঘুম পাড়ানি O my baby, My curly-headed baby গানের সুরে)

মা তোর ঐ হাসি অকূলেরি বাঁশি,
বিনা সে-অমল সুর উছল শিশুর বল্ কী সম্বল?
চোখে যবে ঘুম ছেয়ে আসে,
ছুটে আসি মাগো যার পাশে,
যার গান ঘুম ভালবাসে,
বিনা কোল তার শিশুর আর আছে বল্ কি সম্বল?
(ঘুম যাই, ঘুম যাই মা···ঘুম যাই, ঘুম যাই মা)
সে ছায়ায় যার আঁখি জাগে,
আভা যার মৌন সোহাগে
অন্তরে ঢেউ হ'য়ে লাগে,
বিনা কোল তার শিশুর আছে বল্ কী সম্বল?

২০

আজিও তোমারে সাধিতে শিখিনি গানে।
চেয়েছি আঁধারে দীপটিকা অভিমানে।
ছন্দে তোমার এসেছে আভাস,
গন্ধ তোমার এনেছে বাতাস,
ফুলের ফোয়ারা ঝরায়েছি কলতানে,
শুধু, ধ্রুবতারা করিনি বরণ প্রাণে।

রূপে তুমি রাজো—জানি, সুন্দর, জানি।
গুণে তুমি আছো, তাই তো গুণীরে মানি
তবু সঙ্গীতে তোমার আরতি
সন্ধ্যা জ্বালেনি, হে প্রেমসারথি!
গভীর গহনে অধীর আত্মদানে
তোমার চরণে চাহিনি শরণ প্রাণে।

নিশি করো ভোর, প্রভাতবন্ধু মম!
গান প্রিয় মো'র, তুমি হও প্রিয়তম!
রাগিণী-দোলায় দুলিব না আর,
আজ শুধু চাই চির অভিসার
অচিন মধুর অকূলের কূল পানে:
দূরে যাক সুর, তুমি থেকো নাথ প্রাণে।

২০

ডাকিতে তো চাই—ডাকিব কেমনে বলো না—
তুমি যদি এসে না ডাকাও—করো ছলনা?
কে কোথা পাথারে তারা পানে তরী বেয়েছে,
বেসুরার মাঝে সুরেলার গান গেয়েছে,
তুমি না মন্ত্র দিলে অন্তর মাঝারে?
যারে জপি' পায় আলো সে গভীর আঁধারে?
তাই ডাকি: আর কোরো না কোরো না ছলনা।
কোন্ পথে গেলে দেখা তব মেলে বলো না?

অশ্রু কি শুধু চাহিলেই চোখে উথলে ?
মুকুতার সম রাজে সে হৃদয়-অতলে।
প্রেমের ডুবারি হ'য়ে তুমি এলে গহনে,
অতলের মণি উথলিয়া ওঠে নয়নে।
ধরিব ধরিব—যে বলে সে-ই তো পায় না,
জানিব জানিব বলিলেই জানা যায় না।
তাই বলি : রাখো মিনতি, কোরো না ছলনা
কোন্ পথে গেলে দেখা তব মেলে বলো না ?

দিনে দিনে দিন যায় কেটে প্রিয়তম হে !
বিনা শিখা কেন প্রদীপের এ-জনম হে ?
বিরহের বুকে বাজে বাঁশি এলে রজনী,
জাগি চমকিয়া !—সে-সুর মিলায় অমনি !
কেন এ-বেদনা তুমিই দিও হে বুঝায়ে,
সাধিতে জানে না যে তারে সাধাতে শিখায়ে।
তপন-তৃষিতে কেন করো মেঘছলনা ?
কোন্ পথে গেলে দেখা তব মেলে বলো না।

২২

(সোলোভে…রুষ সঙ্গীতের সুরে ও ছন্দে)

ঐ পাপিয়া…কাঁপিয়া কার গান গায় !
কার দোললীলা-বোল আনে করুণায় !
বাঁশি-সুর কার দূর আকাশে বিছায় !
তমসার পরপার হ'তে ডাকে : "আয় !"
আয় আয়…আয় আয়…আয় আয়…আয় আয় !"

ধরণীর মায়াতীর কে তানে ডুবায় !
নিরাশার কান্নায় হুরাশে ফোটায় !
নিয়ে যায় লহমায় যে নীহারিকায়,
সে-গুণীর শকতির অবধি কোথায় !
নিয়ে যায়…নিয়ে যায়…নিয়ে যায়…নিয়ে যায় !

২৩

সেই রূপ ধরি' এসো আজ হরি, জীবনের কারাগারে—ঝংকারে,
যুগে যুগে যার টানে অনিবার ধায় হিয়া অভিসারে—মায়াপারে।
প্রাণে—জয়গানে
এসো হে ডংকা বাজায়ে, শঙ্কা ঘুচায়ে অভয় তানে—বরদানে ॥

সেই রূপে আজ এসো হৃদিরাজ, আনন্দ উল্লাসি'—অবিনাশী,
যার বরে ফুল স্বপনদোদুল ফুটে ওঠে রাশি রাশি—উচ্ছ্বাসি'।
কাছে—চিতমাঝে,
বাঁশরী নূপুর বাজায়ে মধুর চিরসুন্দর সাজে,
এসো সাঁঝে ॥

যে-রূপ মোহন দেখিলে নয়ন দেখে শুধু হে তোমারে—চারিধারে,
পেলে যার বর আপন ও পর মিশে যায় একাকারে—সুধাসারে,
কালো—দলি' জ্বালো
তোমার সে-জয়সঙ্গীতময় অসীম প্রণয়-আলো
বেসে ভালো ॥
যে-রূপমুরলী উঠিলে উছলি' বাসিতে ভালো সবারে—প্রাণ পারে,
সুখ দুঃখ হয় সবি চিন্ময় অমৃতঝরা-আসারে—শতধারে,
পারী—ভয়হারী!
অকূল পাথারে ভিড়াও হে পারে, তনু-তরী যে তোমারি,
কাণ্ডারী!

মরণ-ডমরু বাজে গুরু গুরু যবে, এসো উল্লাসি'—অমা নাশি,
ঝলি' অধর হে দীপংকর, চিররবি পরকাশি'—ভালোবাসি'।
শোকে—দুর্ভোগে
এসো হে অকায়া, ধরি' প্রেমকায়া এ-নিরানন্দ লোকে,
দুর্যোগে!

২৪

(I have got a robe—নিগ্রো স্পিরিচুয়ালের সুরে ছন্দে)

শিশু :

আমি যদি চাই দাও তুমি তাই
তোমারি কৃপায় মাগো পাই।
তবু বলো ভুলি কেন ?
জেনেও জানি না যেন,
বলি অভিমানে হেন : "নাই—নাই, নাই।

এলো যে চরণতীরে
কেন বলে আঁখিনীরে : "নাই নাই !"
কবে বলো হাসিমুখে বলিব অপার সুখে : "পাই—পাই,
সরল ডাকে মা যেই চাই ?"

মা :

আমি যে ভুলাই, হাসিতে ফিরাই,
তাই আগে দুঃখে কাঁদাই।
কালো ব্যথা পেয়ে তবে
আলো সাথে চেনা হবে,
কালো যাবে আলো রবে,
তাই—তাই—তাই।
নয়ন মুছালে পরে দিবি তোর শিশু করে—তাই—তাই।
সেইদিন হাসিমুখে গাহিবি মায়ের বুকে : পাই—পাই
কাঁদিয়া হাসিতে ফিরে যাই।"

২৫

গুণী গায় গান : এসো এসো সুর, আমি গাই : হবে আমার কবে ?
ওরা বলে : সুর অতুল মধুর ! আমি বলি : মধু নিয়ে কী হবে ?

ওরা গানে চায়—রাগিণী-বিলাস, আমি চাই—তব চরণতীর :
যে-বৃন্দাবনে তোমার আভাস, তোমার মুরলী করে অধীর।

ওরা বলে : "সুর সুরা হ'লে তবে হয় অপরূপ আবেশ তার।"
আমি বলি : "সেই নেশায় কী হবে—যেথা নাই তব প্রেমবিহার?"

ওরা তো জানে না, তাই দেয় দোষ, এ তো নয় রূপগুণের কথা।
গান যে পেয়েছে তোমার পরশ আর কিছু সে তো চায় না সেথা।

তুমি হে শ্যামল, হ'লে প্রাণপ্রিয় যে-উচ্ছাসে নাই তুমি—সেথায়
মজে না তো প্রাণ—হ'লেও অমিয় বিস্বাদই ভ'রে ওঠে যে হায়!

থেমে যাক্ আজ শিল্প-চাতুরী—নেমে এসো তুমি আমার গানে।
কণ্ঠে জাগাও শুধু সে-মাধুরী—যে তোমারি প্রেমকাঁপন আনে।

২৬

দুঃখ আমায় চাইলে দিতে পাব না আর দুঃখ আমি।
তোমায় ভালোবাসলে হবে দুঃখও সুখ দিবস যামী
আশা-রঙিন সুখের তরে
মন যায় আজো কেমন করে
তোমার কৃপা চাওয়ার পরেও সোনার হরিণ চায় যে-কামী।

যে চায় তোমায় আশৈশবই থাকুক না তার হাজার ত্রুটি,
ত্রুটি নিয়ে পড়ে মা, সে তোমারি তো পায়ে লুটি'
তাকে তুমি দেবে না কি?
সুখ দিয়ে হায় দেবে ফাঁকি?
সুখেও যার মন ভরে না—হোক না সে সুখ হাজার দামী,
দুঃখে সে কি কেঁদে ভাবায়—দুঃখে যে পায় স্বপ অনামী?

২৭

চাই নি তোমায় অহংকারে, চেয়েছি নাথ, চোখের জলে :
তোমার আলো বিনা শ্যামল, ভুবন আমার আঁধার ব'লে।
এ-ব্যথাকে দিও না গো
সরিয়ে—আমায় দুঃখে রাখো,
তোমা বিনা যে-সুখ সে হোক বিষের ম'ত ধরাতলে।
অশ্রু প্রেমে অধীর হ'লে ভাসিও আমায় চোখের জলে ॥

সুখের তরে চাই নি তোমায়—জানো তুমি অন্তর্যামী !
তোমা বিনা দিন কাটে না তাই তোমাকে চাই হে আমি।
বহু পুণ্যফলে পেলাম
বিরহ—নাথ, তোমায় প্রণাম !
একে তুমি কোরো না দূর মিথ্যে মিলন-মায়ার ছলে।
অশ্রু স্বাদের চাইলে পুলক ভাসিও আমায় চোখের জলে ॥

২৮

"অনাবৃতত্বাদ্বহিরন্তরং ন তে সর্বস্য সর্বাত্মন: আত্মবস্তুন:"…ভাগবত

আবির্ভাব তব ঝলকে নব নব বিশ্বে চিরদিন সাঁঝে সকালে।
যবনিকায় ঢাকি' দৃষ্টি কাঁদে আঁখি : 'রহিলে চিরদিন অন্তরালে !'
জনম লগনের উষায় হেরি কার চাহনি জননীর নয়ন-স্নেহে ?
অচিন বিদেশেও স্বজন-বান্ধব—কবচকুণ্ডল কোমল দেহে !
ধূলায় বারবার পড়িলে রাখে কার অলখ কর এসে আপনি নেমে ?
প্রকৃতি রঙ্গিণী, উধাও উদাসিনী—কে তারে ধরামুখী করিল প্রেমে ?
প্রণয়ে কে পরায় প্রিয়ের অঙ্গুরী—অচিনে কাছে টানে প্রাণের তালে ?
বাদল-সংশয়ে তারকা-বরাভয়ে কে ধরে দীপ—যদি তুমি আড়ালে ?

কুটিল-বঞ্চনা, রক্ত-তাণ্ডব, হিংসা-সংহার দলিয়া কে ও
শান্ত শিবমণি ভায় অনির্বাণ—সুষমা-সুন্দর, অপরাজের!
বিয়োগে কে বুলায় পরশ-সান্ত্বনা—ধূসরে শ্যামলের শঙ্খে বাজে?
শ্মশান-বেদনায় কে যুগে যুগে গায়: 'মরণপারে নবজনম আছে!'
প্রলয়-ঝঞ্ঝায় অশ্রুবরষায় বিজলি-অধরের কে রাঙে হাসি?
করাল-দম্ভোলি-ভয়াল-টঙ্কারে 'মা ভৈঃ' স্বনে কার প্রভাতী বাঁশি?
হৃদয়ে দেবালয় কে রচে মহাকাল? ভকতি-আরতির রূপালি থালে
কে জ্বালে অরূপের তৃতীয় লোচনের ধ্যানের আলো—যদি তুমি আড়ালে?

'ওপথে নয়, বলি' কে ডাকে করি' ক্ষমা অযুত অপরাধ নিরভিমানে?
উষর বিদ্রোহবুকেও প্রণয়ের যমুনা কে বহায় নীল উজানে?
সংঘাতেরো বুকে কার ক্ষেমংকার মুরলী-মনোহর মূরতি দোলে?
মুখর বেসুরায় কোন্ সে সুরেলার আভাসে হৃদে সুরকমল খোলে?
নিরাশা লাঞ্ছিত যাতনা-জর্জর আহত-অন্তর আর্তনাদে
করুণা-নীলিমার অরুণ-মহিমার বিপুল বাণী ল'য়ে কে আসে রাতে?
বাসনা-বন্ধন-ক্লান্ত-ক্রন্দন-তাপে কে অশোকের অমৃত ঢালে?
প্রকাশে বিকাশের, বিরহে মিলনের কে আনে দিশা—
যদি তুমি আড়ালে?

২৯

তোমায় ভালোবাসতে যে চাই
এ-ও কি নাথ বলতে হবে?
তোমার অকূল প্রেমের জ্যোতি
নামবে প্রাণের কূলে কবে?—
সেদিন আমার আসবে কবে?
এলে তুমি দেখব তোমায়
অন্তরে বাড়িয়ে যবে,
শুনব আলোর করতালি
আমার কালোর পরাভবে।

তোমার আশায় জীবন আমার
তোমারি পথ চেয়ে রবে।
তোমার ছোঁওয়ায় কান্না যত
উঠবে হেসে মহোৎসবে।
দেখা দেবে তুমি যেদিন
গাইব যে-গান তোমার স্তবে,
শুনে তুমি আমায় সেদিন
কোলে তোমার টেনে লবে,—
সেদিন আমার আসবে কবে?

৩০

জানা নয় সহজ কথা—কত কী জানতে হবে!
ভাবনার মালা গেঁথে ভাবীকে কে পায় কবে?
শুণে তুই চলবি যত
চলাতে টলবি তত,
পারানি করলে পুঁজি—পারাবার অকূল হবে।
আলোতে দেখলি যারে
আঁধারে কযবি তারে?
জানার এই অভিমানে অজানায় মেলে কবে?
অসীমার পাবি দেখা—অনিমায় মিশবি যবে।

কেন মন, অতশত জটিলের এ-জালবোনা?
সরলের সাথে প্রেমের নেই কি জানাশোনা?
তারে তুই কর্ না বরণ
হ'য়ে তার মনের মতন,
সহজের সহজ মিলন সহজেই মিলবে তবে।
যায় যে ব'য়ে বেলা
না খেলে খেলার খেলা,
বিকলের বালুচরে তাসের এ-ঘর কি রবে?
বিনা সেই আকাশ-কুসুম ফুলসাধ মেটে কবে?

৩১

আজ লক্ষ্মী-পূর্ণিমা, বিছায়ে মধুরিমা কে আলো ক'রে এলে আকাশে?
মধু হেসে অতিথিসুরে বাজায়ে হৃদিপুরে অমল করুণার আভাসে?
প্রাণ সহজে থাকে ভুলে, তাই কি ঢেউ তুলে সম্ভাষণ করো নন্দিতা?
নিতি যেসুরে সুরমণি-দানে যে করে ধনী—কমলা সেই চিরবন্দিতা!
যবে বেদনা-অন্তরে চেতনা-কলি ঝরে—কমলিনী-যে থাকে জাগিয়া!
তাই অবিস্মরণীয়া! তোমারি ডাকে হিয়া ওঠে কি প্রেমরাগে রাঙিয়া?

যেথা সাধ যা আছে যত চরণে তব নত যেমনি হয় ওগো নারায়ণী,
কণা- ভিক্ষা লভি' হয় মনে যে, নাই ভয়—অভয়া যবে রাজে অমরণী।
বলো, নহিলে অন্তের পটে কে অলখের কিরণ-রেশ আনে ঝংকারে?
নিতি ছায়ার বুকে বসি' কাহার কান্না শশী সৃজিয়া নাশে নিশা-শংকারে?
যবে বেদনা-অন্তরে চেতনা-কলি ঝরে—কমলিনী-যে থাকে জাগিয়া!
তাই অবিস্মরণীয়া! তোমারি ডাকে হিয়া ওঠে কি প্রেমরাগে রাঙিয়া?

মাগো, বাসনা মরীচিকা, ছলনা অহমিকা—জানি তো সবি—শুধু সাধনে
যোনে কে শত পরমাদ অতীত-মোহে সাধ মিটাতে চায় বরি' বাঁধনে?
তুমি গ্রন্থি তবু খোলো, মনের বনে চলো কাঁটার কুসুম-রূপান্তরে,
তারি বিছায় মধুরিমা লক্ষ্মী-পূর্ণিমা ধূসরে উদ্ভাসি' সুন্দরে।
যবে বেদনা অন্তরে চেতনা কলি ঝরে—কমলিনী যে থাকে জাগিয়া!
তাই অবিস্মরণীয়া! তোমারি ডাকে হিয়া ওঠে কি প্রেমরাগে রাঙিয়া।

৩২

জানি চাহিনি আজিও আমি
দিতে কমল-চরণে অমল শরণে সকল সাধ প্রণামী:
তাই দেখি—যবে চাই অন্তরে—নাই তুমি অন্তরযামী।

নিতি যে নীরবতায় অঙ্কুর চায় আকাশের নীল আলো,
বলো, সে-মৌন সুরে কবে হৃদিপুরে বাসিব তোমারে ভালো?
বঁধু, যে-সুরে আকুলি' হিল্লোলে দুলি' জানায় লাজুক লতা
তার মর্মরতানে মলয়ের কানে প্রেমের প্রাণের কথা,

আমি সে-সুরে আজিও চাই নাই প্রিয়, তোমায় জানি হে জানি :
তাই মধুঝংকারে মরমের তারে বাজে না তোমার বাণী।
সাধি' যে সুর চাতক রয় অপলক চেয়ে নীলমেঘধারা,
জানি সে-সুরে যেদিনে চাহিব অচিরে—রবো না মিলনহারা।

চায় যেসুরে রজনী নব দিনমণি আঁধার বাসর জাগি'
বৃথা গণি' দীপালিকা রয় অনিমিখা আঁখি দিগন্তে রাখি',—
সেই সুরে যে তোমায় বরিতে না চায়, জনম-মরণ-সাথী!
তার পোহাবে কেমনে তপন-স্বপনে বিধুর বিরহ-রাতি?
জানি আরো জানি আমি অন্তরযামী, তারো পরে জানি—প্রাণে
অমা- গভীর বেদনা-প্রদীপে চেতনা জলিবে তোমারি দানে।
বঁধু যে-দিশা তোমার, তার অভিসার-সাধনা—সে-ও তোমারি :
তরে অকূল-পাথার কে—যদি না পার করো হে পারের পারী!

৩৩

বেসেছি যদি ভালো ধায় না এ-তনুর প্রতিটি অণু কেন তোমার পানে?
তোমার মত প্রিয় কেহ যে নাই বঁধু—একথা অন্তর যখন জানে!
তোমার শ্রীচরণে আমার আমি যদি অর্ঘ সম হয় আপনি নত
জানি—এখনি তব পরশে পঙ্কজ ফুটিবে কন্দরে আমার যত।
ডুবি না তবু কেন সাগরে তব—চলি আজিও ভেসে ভেসে কিসের টানে?
তোমার মত প্রিয় কেহ যে নাই বঁধু, একথা অন্তর যখন জানে!

কে গায় : "ভালোবাসি বলে যে মুখে, আজো মজেনি অকূলের অতল প্রেমে।
অতলতারে ভালোবাসে যে—বাহিরের উছাস-ঢেউ তার যায় যে থেমে :
তোমার তরে কাঁটা গণে সে ফুলরাগ, যে-ফুলে তুমি নাই সে কাঁটা গণে :
তোমার তরে যদি সকলি সে হারায়—হারালো কিছু তার লয় না মনে।
বাসনা-নন্দনে চায় না সে বিহার, ধূলায় চন্দনে সমান গণে,
তোমার মত প্রিয় কেহ যে নাই—শুধু তাহারি অন্তর গভীরে জানে।"

৩৪

দিয়েছ জীবন, অমৃত-স্বপন, দাও মা শরণ চরণকমলে।
জ্বালো অনিমিষা আঁখিমণিদিশা, শেষ হোক নিশা অরুণ অমলে।
সাধি তো তোমার বাঁশরী নূপুর,
তবু সুরে আজো বাজে মা বেসুর,
অন্তরে শুনি তব সুরধুনী হারাতে সে-মিড বাসনা-বাদলে।

তপনবাহিনী মরণতারিণী! মরুহৃদি করো তব প্রেমবীথি।
ঘুমে জাগরণে বিরহে মিলনে পাই যেন বুকে তোমারে অতিথি।
বিনা তব আলো কে জ্বেলেছে আলো?
তুমি না বাসালে কে বেসেছে ভালো?
বিনা তব বর কে হয় অমর? বিনা তব গতি কে কোথায় চলে?

৩৫

তুমি প্রাণে আছ হ'য়ে প্রাণাধিক নাথ, মনে থেকে মনচোরা
ক্ষুধা মিটাই তোমারি অমৃতে, তবুও চিনি কই সুধাঝোরা,
ওগো মন থেকে মনচোরা
ঐ তপন তোমার গাঢ় স্নেহ দিল বিছায়ে শৈলচূড়ে,
ঐ লতাপল্লব দেয় করতালি তোমারে দেখি' অদূরে।
যুগ যুগের আঁধার ভাঙিয়া
ফুল শত রঙে ওঠে রাঙিয়া
ধরা যে-প্রেমে তোমার নন্দিতা—হিয়া করো সে-প্রেমে বিভোরা।
ওগো মনে থেকে মনচোরা।
আমি "জানি না" যখন বলি, তারো মাঝে বাজে সুর: "জানি জানি"।
আমি ক্ষোভে যবে বলি—"তুমি নাই নাই"—তখনো তোমারে মানি।
জানি: ঘুমে যবে ভুলে থাকি,
তুমি শিয়রেই থাকো জাগি',
প্রতি বিস্মরণীর কূল বেয়ে ধাও অবিস্মরণী ঝোরা,
ওগো মনে থেকে মনচোরা!

৩৬

ছাড়তে যখন হবেই রে মন, মিথ্যে কেন জড়িয়ে থাকা ?
ছাড়ার মাঝেই পাওয়ার বাণী—এইটি শুধু মনে রাখা।
এতদিন যা ছিলি ধ'রে
উঠল কি তায় জীবন ভ'রে ?
দাগ কি তবু কাটবি জলেই—ফিরবি শুনে পিছু-ডাকা ?
ছাড়ার মাঝেই পাওয়ার বাণী—এইটি শুধু মনে রাখা ॥
অন্তরে তোর শুনিস না কি অচিন আপনজনের আশা ?
সুরটি যদি মনে লাগে—সে-ই শেখাবে চাওয়ার ভাষা।
পাষাণ-ভাঙা ঝর্না জাগে
নীল মোহানার অনুরাগে,
শৈলবাস ঘর ছেড়ে ধায় জেনেও যে, পথ আঁকা বাঁকা।
ছাড়ার মাঝেই পাওয়ার বাণী—এইটি শুধু মনে রাখা ॥
ছাড়ার কান্না অবুঝ—মেনে নে ওরে মন, সোজাসুজি।
মাটি ছেড়ে মেঘ ওঠে যেই—মাটি কাঁদে এমনি বুঝি !
জানে না সে মেঘের কোলে
তারি ফুলের ফাগুন দোলে,
মাটিতে যে বন্দী ছিল—আকাশে সে-ই পেল পাখা।
ছাড়ার মাঝেই পাওয়ার বাণী—এইটি শুধু মনে রাখা ॥

৩৭

তমসা যখন ছেয়ে আসে,
'সে আমারে বাসে ভালোবাসে,
নহিলে গহন কাঁটাবনে
বাদল না ঘনালে গগনে
শৈল তাহার দুর্গম,
তবু সবি নয় ছায়া-ভ্রম
গায় সে : "যে অচিন পাথারে
না জেনেও জানে সে আঁধারে :
অকূলে জপিতে যেন পারি :
রবো আমি তারি অভিসারী।'
ফুলের কে বিছাত ভরসা ?
তাপনে কে ঝরাত বরষা ?
কালোয় আলোক মুখ ঝাঁপে :
অপার-বাঁশরী প্রাণে কাঁপে।
দেয় ঝাঁপ স্মরি' কাণ্ডারী,
সুধাও ক্ষুধার অভিসারী।"

৬৮

উদিল তপন সিন্দুর রাগে, সিন্ধুর বুক ছায় সে গানে :
মন্থর ধরা সংকীর্তনে মিলায় দোয়ার বর্ণতানে।
জলদের মুখ হ'ল উজ্জ্বল,
ছায়াসৈকত স্বর্ণ কোমল
কৃষ্ণশিলায় ঢেউ মুরছায়—জলধনু রচি' কী অভিমানে!
রবি রাঙিল…ঘুম ভাঙিল…দিশা দীপিল…নিশা নিভিল…
অরুণ-তপন কারে পরকাশিল!
করুণা-কাঁপন কার ভরসা দিল!

মন্দিরে বাজে কাঁশর ঘণ্টা, প্রান্তরে তরু মর্মরিল :
বালুকাশৈল পুলকস্বনে হাজার ঝালর উড়ায়ে দিল।
বন্ধুরতায় তব আনন্দ
রচে কত রং সুষমাছন্দ!
বন্দি হে গুণী, মঞ্জুলমণি!—রবি জলে যার আলোবিধানে।
রবি রাঙিল…ঘুম ভাঙিল…দিশা দীপিল…নিশা নিভিল…
অরুণ-তপন কারে পরকাশিল!
করুণা-কাঁপন কার ভরসা দিল!

ধীরে ধীরে ঐ কাঞ্চন-আভা কান্ত রজতে রূপান্তরে!
নিশাগঞ্জিত উষাঝংকার চঞ্চল ঢেউ-ফেনায় ঝরে।
সমীপে সুদূরে অমল মহিমা!
ভূলোকে দ্যুলোকে উছল নীলিমা!
বিস্মরণেরো তীরে সুন্দর প্রতি অন্তর তোমারে জানে।
রবি রাঙিল…ঘুম ভাঙিল…দিশা দীপিল…নিশা নিভিল…
অরুণ-তপন কারে পরকাশিল!
করুণা-কাঁপন কার ভরসা দিল!

(কুমারিকা সমুদ্রতটে রচিত)

৩৯

(বিখ্যাত ইতালিয়ান গান O solo-mio-র সুরে ছন্দে)

নয়নপাতে নিভায়ে কালো
জীবন-প্রাতে জ্বেলেছ আলো।
কণ্ঠে ভাষা, স্বপনে মধু,
হৃদয়ে আশা দিয়েছ বঁধু!
জীবন-সাঁঝে লুকায়ে তবু
মেঘের মাঝে রহিলে প্রভু!
চিরসাথী হে আমার!
শেষ হোক অভিসার,
করো করো খেয়া পার।

চাহি তো দিতে যা আছে মম
পায়ে নিভৃতে—হে প্রিয়তম!
সুরের তীরে বুঝি না কেন
আসে অধীরে বেসুর হেন!
যায় যে বেলা…ছায়া ঘনালো…
ভাঙিল মেলা…প্রদীপ জ্বালো!
চিরসাথী হে আমার!
শেষ হোক অভিসার,
করো করো খেয়া পার॥

৪০

(রমিয়ে রমিয়ে—গুজরাতি গর্বার ছন্দে সুরে—রাসনৃত্য)

এলো ঐ, এলো ঐ আনন্দ-ছন্দরাজ!
ছুটে আয়, ছুটে আয়, তোরা আয় আয় লো আজ!
অঙ্গে অঙ্গে রূপতরঙ্গে দোলে আজ ফুলসাজ!
কী অপরূপ কান্তি!
দেখে মিলায় বাসনা-ভ্রান্তি পেয়ে লাজ!

নয়ন ভ'রে…সখীরে নয়ন ভ'রে
দেখে নে না রূপেশ্বরে
ছেড়ে কাজ—ছেড়ে কাজ
আয় সব কাজ ছেড়ে আজ
চিরানন্দ এ-বৃন্দাবান
সদানন্দ এ-বৃন্দাবনে,
তার নৃত্যভঙ্গী বন্ধহারা স্পন্দনে।

বাঁশি গায় : "আয় আয়—যার পায়
প্রাণ চায় শরণ অর্পণে সব অর্পণে।"
কী অপরূপ কান্তি!
দেখে মিলায় বাসনা ভ্রান্তি পেয়ে লাজ
এলো ঐ, এলো ঐ আনন্দ-ছন্দরাজ!

সে যে সঙ্গীত কোমল সোহাগে
কালিন্দী কূলে ডাকে
কালো যায় মূর্ছা আলোর টংকারে।
এলো সুন্দর মিলন লহরী
মন্থর জীবন শিহরি'—ঝংকারে।
গেয়ে গান নীল যমুনায়—গেয়ে গান নীল যমুনায়
ব্রজ কান্তারা ধায়, পুছি' : কান্ত কোথায়
যায় মূর্ছ'ন আজ ছায়
বাসর বসুন্ধরায়—বাঁশি-মঞ্জীরে…

বিনির্মল বসন্তে…কলোচ্ছল সুগন্ধে…
অসঙ্গের অবন্ধে…অনন্তের আনন্দে!
কী অপরূপ কান্তি।
দেখে মিলায় বাসনা-ভ্রান্তি পেয়ে লাজ।
এলো ঐ এলো ঐ আনন্দ-ছন্দরাজ!

৪১

'দুঃখ সবই সবই আমি'—বলি যখন অহংকারে,
জানি কি নাথ, কতটুকু দুঃখ এ-প্রাণ বইতে পারে?
তোমার তরে ব্যথা-বরণ
শুনি শ্যামল, কথায় যখন,
ভাবি—আহা, সবাই কেমন আনন্দ পায় ব্যথাভারে!
আলো চোখের কত প্রিয়—জানি শুধু অন্ধকারে॥

অচিন তীর্থপথে তোমার অচিন দিশা বিছায় স্নেহ,
নিশার বুকে যুগে যুগে জোগায় উষার সে-ই পাথেয়।
তোমার হাসি তোমার বাঁশি
বলে: "আমি ভালোবাসি।"
সে-সুরটি যেই শুনতে ভুলি—লক্ষ্য হারাই অভিসারে।
আলো চোখের কত প্রিয়—জানি শুধু অন্ধকারে॥

দুঃখ তুমি দাও না, জানি, ভ্রান্তিভুলের দিতে সাজা,
ভয় দেখিয়ে বশ করে যে—নয় নয় সে প্রেমের রাজা।
অভয় দিতেই অকিঞ্চনে
দুঃখ দিয়ে লও চরণে,
এই বিশ্বাস নেই প্রাণে যার—দুঃখ সে কি সইতে পারে?
আলো চোখের কত প্রিয়—জানি শুধু অন্ধকারে॥

৪২

কত ভাবার ঝংকারে গেয়েছি তব গান আশার অভিমানে রাঙিয়া!
কত নবীন বিজয়ের স্বপনে উঠেছি মা, তন্দ্রানিশা-বুকে জাগিয়া!
তুমি আশা ও নিরাশার যুগল তারে বাঁধো প্রাণের বীণাখানি ভারতী!
আমি ভুলিয়া হরষের গমকে তোমারে তো চাহি নি বেদনায় সারথি।
তবু তোমারি চিরদিন জপেছি দিশা—তুমি জানো মা অন্তরযামিনী!
নীল ভালোবাসারি আঁখি চেয়েছি জলধরে, চাহি নি চমকের দামিনী।

আমি ক্ষণসুখের তরে গাহি নি তব জয়, চেয়েছি তব মণিচেতনা।
হ'য়ে ব্যথায় ম্লান আরো জেনেছি—ব্যথা বিনা করুণাবাণী জানা যেত না।

আমি তোমারি অভিসার করেছি বরণ মা, অকূল-আকুলতা মানিয়া,
তাই ভ্রান্তিবশে যদি দূরেও স'রে যাই—চরণে নিও তুমি টানিয়া।
ভুল করিলে অবোধের ক্ষমিও অপরাধ—নীলিমাসমা করুণাময়ী।
যত বাদল বিষাদের গভীর কুহেলিকা দীর্ণ কোরো মা বরাভয়ী।

শত কামনা-বাসনার অন্ধমায়াজাল বাঁধিতে চায় কালো বাঁধনে:
শুধু তুমি মা মুক্তির রচিয়া মন্দির ডাকো অরুণ-আলো-সাধনে।
আমি এ-কৃপা যদি ভুলি, ভাবি দ্বিধায় দুলি—
"বাসে না ভালো তো নীহারিকা",
তুমি দেখায়ো ছায়াপথে তোমার নামরথ—মরণে জীবন-দীপালিকা।
আজ সোনার হরিণের রঙিন সাধ যত চায় মা যেন শরণাগতি
শুধু তোমারি দুটি পায়: হৃদয় যেন চায় নিয়ত তোমারেই সারথি।

৪৩

তুমি আমায় করলে গ্রহণ ভয় দেখাবে আমায় সে কে?
তোমার আমার মাঝে আড়াল নয়ন যেন আর না দেখে।
কত অশ্রু কত ব্যথা
অভিনয়ের কলকথা—
গেয়েছি তো রঙ্গরাগে, আজ আমি সে-বিলাস রেখে
ধরব তোমার চরণ শ্যামল, নয় শুধু আর থেকে থেকে,—
প্রেমমোহন-মূর্তি তোমার রাখব প্রাণে সদাই এঁকে।

অবাস্তবের ছায়া-পুলক, চাই না যা তা চাওয়ার মায়া
মোহের পালা শেষ করো আজ—আগুন দিয়ে পোড়াও কায়া
যে-কায়া নাথ, এত প্রিয়—
সে যে কারা—নয় তো গৃহ,
মন্দির সে হবে—তুমি রইলে সেথায় নিত্য জেগে,
কাঁটা হবে কুসুম—তোমার চরণ-কমল-পরাগ মেখে,
চিন্তায়ো যার অভয়—তাকে পাই যদি, ভয় দেখাবে কে?

৪৪

(Brahm-এর Wie bist du meine Koenigin জর্মন গানের সুরে ছন্দে)

ছাড়িলে কূল হে প্রিয় !
অকূলে দীপন দিও,
মিলায়ো অরুণ-আলো
ঘনালে করুণ কালো
চরণে নিও নিও।

বাদলে মেঘের বুকে,
বিজলির আবেগ-সুখে
সরণি কোরো উজল,
তোমারি প্রেমে-উছল
রাগে হে কমনীয় !

তোমারি সাধিব সুর,
থেকো না সখা, সুদূর !
শিখায়ো তোমার ভাষা
বহায়ে প্রেম-বিপাশা
হে চির- বরণীয় !

৪৫

(Chopin'র In mir klingt ein Lied-এর সুরে ছন্দে)

এসো কান্ত, বিজনে
আমার ক্লান্ত লগনে,
এসো আমার প্রাণের গহনে,
গভীর মিলনে।
চাই তোমাকে কায়ায় ছায়ায়
তিমির তুফানে
শান্তি তাপনে।

এসো অশ্রু-কাননে,
আশার কুসুম-বিছনে,
আঁধার-মরণ ক'রে সাধন
বাদল জীবনে

এসো মলিন সুখের বিসর্জনে,
নবীন যুগের আবাহনে
কালোর বুকে আলোর বোধনে,
অরুণ-চরণে
বিধুর বেদনে
চমক চেতনে ॥

৪৬

বাঁশি ডাকে নীল যমুনার কূলে, "আসি আসি"—বলে প্রাণ।
বলে—"ভালোবাসি", তবু পারে কই আপনারে দিতে দান?
দিনে দিনে যায় বহিয়া লগন,
হে মুরলীধর! শিখাও শরণ,
বিনা বঁধু তব অরুণ-চরণ নিশীথ নিরবসান:
"আসি আসি" বলা হ'য়ে গেছে—কবে "এসেছি" বলিবে প্রাণ

আলোয় ছায়ায় গড়া এ-ভুবন, মনে হয় মায়াময়!
আলো যবে হাসে, ছায়া মরে কেঁদে—অপরূপ অভিনয়!
শুধুই প্রেমের তৃষ্ণারাগিণী
গেয়ে কি পোহায় বিরহ-যামিনী?
সব-হারাবার সুর যে সাধেনি—ভালোবাসে অভিমান,
"আসি আসি" গায় কণ্ঠই তার—"এসেছি" বলে না প্রাণ॥

৪৭

দূরে বলি যারে দূরে সে তো নয় নয়।
এত কাছে—বুঝি তাই দূর মনে হয়!
সুরসম্পাতে ছন্দে সে ওঠে বেজে,
রূপ-রাসে সুখ-সুষমায় আসে সেজে,
কলভাষে আনে কথা—মৌনেও বিনিময়,
বিস্মরণে সে ব্যথা—স্বপনে সে বিস্ময়।

আশার বুকে সে অনাগত-যুগ-আলো।
সঙ্গীতে সে-ই শিহরণ-যে বিছালো।
দাহভরা দেহে সে তাপ-জুড়ানো তৃপ্তি,
যৌবন-যানে সব সংশয়লুপ্তি,
ঝঞ্ঝায় আনে শঙ্কা, বসন্তে কিশলয়,
বজ্রে বাজায় ডঙ্কা, মর্মরে তন্ময়।

তারি চেতনায় চিন্ময় বিগ্রহ।
নিরাকারে তারি উদারের সমারোহ।
বন্ধনে সে-ই নিবিড়তা—সে-অতনু,
কল্পনায় সে চঞ্চল জলধনু,
জীবনে সে জয়-অভিযান, মরণে সে বরাভয়,
মেঘ শুধু তার অভিমান—রবি যার পরিচয়।

৪৮

অন্তরযামী ! এই গানই আমি
যেন উছলি' গাই :
শয়নে স্বপনে জীবনে মরণে
রাঙা পায়ে দিও ঠাঁই ।

তোমারি সাগরে যেন ধায় চির-উদাসী
প্রাণ-প্রবাহিনী আমার নীলতরঙ্গে,
যত রাঙা আলো ডাকে কূলে—ভালো না বাসি,
মজি না ভুলেও যেন সে কুহকরঙ্গে ।

আমাকে তোমার পূজারী
কোরো ওগো দীপদিশারি ।
যদি মরু মাঝে আজো ব্যথা বাজে, তৃষায় জল না পাই,
তবু যেন বরি তোমাকেই হরি, আর কিছুই না চাই ।

তুমি পিতা গুরু—শিখাও শরণসাধনা,
তুমি মাতা সখী, দাও কোল দিন-অন্তে,
তুমিই বন্ধু কান্ত—নিদাঘ দাহনা
নিভাও শ্যামল, বরষা কোমল ছন্দে ।

তুমিই করুণাসিন্ধু
ব্যথায় শান্তি-ইন্দু ।
দেব দেব প্রিয় চিরবরণীয়, প্রেমমালা গাঁথি তাই ।
পরাজয়ে জয়, প্রলয়ে নিলয়, তুমি বিনা গতি নাই ।

৪৯

এসো প্রাণে উছল তানে থেকো না আর দূরে।
আনন্দময়! দাও পরিচয় বসন্ত-নূপুরে।
অশ্রু-সাঁঝে এসো কাছে বিছিয়ে হাসির আলো।
হে উদাসী! বাজিয়ে বাঁশি বাসাও তোমায় ভালো।

জানি হিয়ায়—প্রেমের প্রভায় কার ধরা উছল:
অমল তোমার আকাশ অপার, নেই সেথা বাদল।
জানি—যদি নিরবধি জপি ও-নাম মধু,
ধরবে কায়া স্বপ্নছায়াময় ঘনশ্যাম বঁধু।

দাও হে আমায় ঠাঁই রাঙা পায় লও যা আছে সবি।
বুকের তলে যেন ঝলে বন্ধু, তোমার ছবি।
তোমায় বিনা আজ মানি না কারেও আপন আর।
ইচ্ছা আমার হোক একাকার বিধানে তোমায়।

৫০

বিনা যাহার পরশ অপার ঘনায় আঁধার বসুধায়,
আলোর লীলায় ভুলেও হায়, ফুল ঝ'রে যায় অবেলায়,
মন মানে না, প্রাণ টানে না, কেউ জানে না—কে কী চায়!
আজ এল যে—কাল গেল সে—পথ পেল কে কোন্ দিশায়?

বাঁশিতে যার ধূলায় সুধার দোল দিয়ে যায় ঝর্ণা ধায়,
"একটু আলো দেখেই কালো মুখ লুকালো"—ঐ কে গায়!
মিলল দিশা, মিটল তৃষা, অনিমিষা দেখ্ না চায়!
নীল নূপুরে অঝোর সুরে হৃদয়পুরে আবেশ ছায়।

চিন্তামণি! করো ধনী চিরন্তনী রূপবিভায়,
ক'রে বরণ চাওয়াও চরণ মরণ-হরণ মূর্ছনায়।
অকূল পানে তাই উজানে তোমার টানেই চাই তোমায়।
"তুমি বিনা পথ চিনি না"—বুকের বীণা মিড় সাধায়।

৫১

তোমার সুরে আমার সুর মিলাই যখনি,
বেসুর কালো হাসে সুরেলা আলোয় তখনি।
ঘনালে ফিরে গরবনিশা
হারাই সেই উষার দিশা
বন্ধু অমনি।
তোমার কৃপা আবার পরে
যেমনি নামে—পলকে স'রে
যায় সে রজনী।
দাও গো দেখা করিয়া চুর
এ-ধূপছায়া-কারা বিধুর
হানিয়া অশনি।
এসো দিনের অন্তে তুলে
কান্ত, ছেয়ে কিরণে ফুলে
কাঁটার সরণি। (১৯৬৯)

৫২

যদি অপরাধ না করিত পাপী—কৃপার মহিমা মানিত কি সে?
খাতসলিলে ডোবে নি যে—তুমি তারক কেমন জানিত কি সে?
মলিন ধূলায় হয় নি যে—প্রেমগঙ্গাস্নানে তোমার প্রভু,
অশুচি যে হয় অমল পলে—এ-উপলব্ধি কি লভিত কভু? (১৯৬৯)

৫৩

অকূলে কোন্ অচিন কূলে টেনে প্রেমল তুলতে চায়
না-ই জানলাম—জানি যদি ঠাঁই পাব তার রাঙা পায়।
উঠলে তুফান, ছাইলে নিশা
না-ই মিলল পায়ের দিশা,
পায় যে আলোর বর—সে কি আর ডরায় কালো ঢেউয়ের ঘায়? (১৯৬৯)

সূর্যমুখী

সূর্যমুখীর কায়া এ-নব সংস্করণে সংক্ষিপ্ত হ'ল কারণ সূর্যমুখীর চারটি দীর্ঘ কবিতা মধুমুরলী ও অনামী-তে ছাপা হয়েছে। সে-কবিতাগুলির নাম না দিলেও চলবে কারণ ঐতিহাসিকরা খুঁজে পাবেন সহজেই।

যেটা বলবার মতন কথা সেটা এই যে, এ-নব চয়নিকায় অনেকগুলি নূতন কবিতা সংযোজিত হ'ল যেগুলি আত্যন্ত নব প্রেরণায় লেখা—কয়েকটির ভোলও বদল করেছি পুণার মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার আনন্দে। নবপ্রেরণার মূল এই আনন্দ, বলাই বাহুল্য।

এছাড়া কয়েকটি অনুবাদও দিলাম যেগুলি অন্যত্র ছাপা হওয়া সত্ত্বেও এখানে একটি গুচ্ছে নিবদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে হ'ল।

সূর্যমুখী-র প্রথম সংস্করণে কতিপয় ইংরাজী ও বাংলা কবিতার অনুবাদ ছাপা হয়েছিল যেগুলি বর্তমান সংস্করণে বাদ দিলাম নতুন কয়েকটি কবিতার রসালতর অনুবাদের ঠাঁই করতে। আমার কয়েকটি মাত্র স্বরচিত ইংরাজী কবিতা ছাপা হ'ল তাদের বাংলা অনুবাদের পাশাপাশি—বিশেষ ক'রে এই জন্যে যে এ-মূল ইংরাজী কবিতাগুলি শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং দেখে দিয়েছিলেন।

অনামী ও সূর্যমুখীর শেষে কয়েকটি চিন্তা-উদ্দীপক তথা সরস পত্র ছিল, তাদের এ-সংস্করণে বাদ দিলাম! ভবিষ্যতে "পত্রাবলী" নাম দিয়ে একটি গ্রন্থে যেগুলি পুনর্মুদ্রিত করা অসম্ভব হবে না। এ-সংস্করণে আমি চেয়েছি বিশেষ ক'রে আমার সেইসব রসোত্তীর্ণ কবিতা ও গান পরিবেষণ করতে যেগুলি 'মধুমুরলী'তে পরিবেষণ করা সম্ভব ছিল না।

পরিশেষে বক্তব্য; যাঁরা আমার শ্রেষ্ঠ কবিতাবলির পরিচয় চান তাঁদের আগ্রহের জন্যেই 'মধুমুরলী'-র সঙ্গে সঙ্গে 'অনামিকা-সূর্যমুখী' পুনর্মুদ্রিত হ'ল।

ইতি। ২০ আষাঢ়, ১৩৭৬

D. H. LAWRENCE

And finally it seems to me that even art is utterly dependent on philosophy : or if you prefer it, on a metaphysic. The metaphysic or philosophy may not be anywhere very accurately stated and may be quite unconcious, in the artist, yet it is a metaphysic that governs men at the time and it is by all men more or less comprehended, and lived. Men live and see according to some gradually developing and gradually withering vision. This vision exists also as a dynamic idea or metaphysics exists first as such. Then it is unfolded into life and art. Our vision, our belief, our metaphysic is wearing woefully thin, and the art is wearing absolutely threadbare. We have no future ; neither for our hopes nor our aims nor our art. It has all gone grey and opapue.

We've got to rip the old veil of a vision across, and find what the heart really believes in, after all... ..

(FANTASIA OF THE UNCONSCIOUS)

শিল্প ? সে-ও যে শুধুই গহনে দর্শন সাথে মিলন যাচে :
স্ফুট কভু ভাব, অস্ফুট কভু, তবু তারই বরে শিল্প বাঁচে।
তারি সঙ্কেতে যুগে যুগে সবে ধায় : শুধু-কেহ দেখিয়া চলে,
কেহ চলে তার গূঢ় ইঙ্গিতে অন্ধের ম'ত অবনীতলে।
ধ্রুব ধ্যানলোক কখনো প্রসারে কভু সংহরে নিজ পরিধি,
তবু জিজ্ঞাসু প্রতি পথিকেরে নিয়ন্ত্রে তারি বিধানবিধি।
স্পন্দিত ভাব-দর্শনে সেই মর্মের ধ্যানই আনে প্রভাতী,
জীবনে শিল্পে ফোটে পরে ; হায়, কোথা সেই ধ্যান—স্বপ্নসাথী ?
কোথায় অমৃত-প্রতীতি, চিন্তা ? সবই যে পাংশু—লক্ষ্যহারা !
শিল্প ও গান তাই আজ ম্লান, কঙ্কালসার কল্পনারা।
কোথা আমাদের অনাগত-যুগলক্ষ্য, দুরাশা, সুষমা ? কবে
হারায়েছে তারা বিকাশ ভরসা জরাজর্জর নিরুৎসবে।
দীর্ণ করি' এ-জীর্ণ গুণ্ঠ দেখিব ডুবিয়া ধ্যান-গহনে—
অন্তর পায় ধ্রুবধাম কোন্ শুভপ্রত্যয়-সিংহাসনে।

ওঁ

হরিকৃষ্ণ মন্দির—পুণা-১৬

শ্রীল নরেন্দ্রদেব

দাদা,

শতায়ু তোমাকে হ'তেই হবে—এ আমাদের অনুরোধ,
যদিও জানি যে, ঋণ আমাদের সেদিনও হবে না শোধ।
ভক্তি শ্রদ্ধা শালীনতা হায় এ-যুগের পরধর্ম।
তাই তো তোমার আরো করা চাই ক্ষতিপূরণের কর্ম।

জাগে স্মৃতি—সেই দূর শৈশবে কত সুরে কত তালে
তুমি ভাই, এসে কাছে ভালোবেসে কী নিষ্পরোয়া চালে
দিতে যোগ স্নেহে আমাদের গেহে, আজও জাগে স্মরণে :
পিতৃদেব সাথে হাসিতে হাসাতে কবির সম্মেলনে।
তুমি ছিলে তাঁর কিশোর মিত্র, আমি শিশু—আত্মজ ;
তোমাকে কী মনে হ'ত জানো ? দাদা আমারি তো অগ্রজ।
সে তোমার দয়া দাক্ষিণ্যের শীলতার জয়গান
রটে যে আজো এ-ম্লান বাংলায়—ভাবিতেও ভরে প্রাণ।
গানে কবিতায় নাটকে গল্পে চিত্রে গভীর প্রীতি
সে-অতীত যুগে যে-রূপবিভোর বাঙালীর প্রাণ নিতি
করিত দীপ্ত—যার তরঙ্গে অবাঙালীও উছলি'
উঠেছিল কলালক্ষীর প্রেমে—নিয়তি কি তাকে দলি'
যাবে আজ নানা"ইস্‌ম্"-দর্পে ? শ্রীহীন স্বার্থ বরি'
পরমার্থ কি হারাবে সে তার স্বধর্ম বিস্মরি' ?
পাবে না কি দিশা বরি' সে দিশারি, মহীয়ানে, সুন্দরে—
"কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য"—গাহিয়া বীর্যভরে ?

কখনো কখনো করেছি তর্ক উদ্ধত যৌবনে :
করেছ বন্ধু, ক্ষমা তুমি তব উদার বিস্মরণে।
না চাহিতে পাই যে-দান সে যে অমূল্য কে—না জানে ?
তবু চাই দিতে এ-সূর্যমুখী উপহার প্রতিদানে।

গুরুর প্রসাদে এ-কবিতাবলি লিখেছিলাম—সে কবে !
চল্লিশ যদি না-ও হয়, ত্রিশ বৎসর হবেই হবে।
এ চয়নিকায় লিখেছি অধুনা শিষ্যার প্রেরণায়
নূতন কবিতা গীতাঞ্জলি, জানাতে—কেমনে দেব-কৃপায়
পেয়েছি হৃদয়ে তাঁকে আরো কাছে, তবু আরো কাছে চাই
প্রতিটি কূজন তাঁর যতদিন প্রাণে না শুনিতে পাই—
পেলে যাঁরে হয় জীবন ধন্য, সবই করে ঝলমল,
বিন্দুর বুকে অমৃত সিন্ধু হয় চির-উচ্ছল,
সব কাঁটা হয় সূর্যমুখীর তপন-তন্ময়তা,
সব বন্ধন কাটে চিরতরে—এ নয় কথার কথা,
ভাবসমাধিতে ইন্দিরার এ-মহিমোজ্জ্বল বাণী
করেছিলে "দাসী" কাব্যে প্রকাশ তুমিও, তাই তো মানি
তোমাকে দরদী ব'লে সানন্দে—যে-তুমি ইন্দিরাকে
প্রথম দেখায়ই চিনেছিলে—গান যার নিতি নব রাগে
গেয়ে আমি পরিবেষণ করেছি ভ্রমি' এ-বিশ্বে সারা
শুনে যে-কাহিনী হ'ত ওদেশেও সবাই আত্মহারা।

দিনে দিনে দিন যায় কেটে যত—বাধা স'য়ে যায় তত।
কোরো প্রার্থনা : পারি যেন হ'তে নাথের মনের ম'ত,
করুণায় তিনি সকল আশার অতীত করুণা দানে
নয়ন আমার করেন সূর্যমুখী যেন তাঁর পানে।

ইতি।

আষাঢ়, ১৩৭৬ স্নেহানুগত দিলীপ

*গতবৎসর নরেনদার অশীতিবর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে কলকাতায় কবি শিল্পী সাহিত্যিকবৃন্দের সম্মেলন হয় তাঁর সংবর্ধনায়। এ-কবিতাটির প্রথমার্ধ সেই সময়ে লেখা।

SRI AUROBINDO

TRANCE

A naked and silver-pointed star
Floating near the halo of the moon ;
A storm-rack, the pale sky's fringe and bar,
Over waters stilling into swoon.
My mind is awake in stirless trance,
Hushed my heart, a burden of delight ;
Dispelled is the senses' flicker-dance,
Mute the body aureate with light.
O star of creation pure and free,
Halo-moon of ecstasy unknown,
Storm-breath of the soul-change yet to be,
Ocean self-enraptured and alone ;

ধ্যানমৌন

একটি নির্মুক্ত তারা পরি' টিপ রজতবিন্দুর
ভাসমান চন্দ্রমার জ্যোতির্ময় মণ্ডলের গায়
ঝঞ্ঝাছিন্ন মেঘ পাণ্ডু নীলিমার সীমান্তে সিন্ধুর
দিগন্তে নিলীন, অব্ধি অকল্লোল, মূর্চ্ছাহত প্রায়।
মানস আমার জেগে বিনিষ্কম্প ধ্যান-উদ্ভাসিত,
নিস্পন্দ অন্তর বহি' পুলকের অসহ সম্ভার,
প্রগল্‌ভ ইন্দ্রিয়নৃত্য-ঝিকিমিকি-রোল নির্বাসিত,
তনু স্তব্ধ পান করি' হেমকান্তি আলোক-আসার।
হে নক্ষত্র—মুক্ত শুভ্র—নবসৃষ্টি যাহার বিলাস!
অচিন-শিহরোচ্ছল-প্রভাদীপ্ত হে চন্দ্রমণ্ডল!
আত্মার যে-রূপান্তর প্রত্যাসন্ন—তার ঝঞ্ঝাশ্বাস!
নিঃসঙ্গ-স্বয়মানন্দে-মগ্ন হে অম্বুধি অচঞ্চল!

SRI AUROBINDO

(The Vedantin's Prayer)

Spirit Supreme
Who musest in the silence of the heart,
Eternal gleam,

Thou only Art :
Ah, wherefore with this darkness am I veiled,
My sunlit part.

By clouds assailed ?
Why am I thus disfigured by desire,
Distracted, haled,

Scorched by the fire
Of fitful passions, from thy peace out-thrust
Into the gyre

Of every gust ?
Betrayed to grief, o' ertaken with dismay,
Surprised by lust ?

Let not my grey
Blood-clotted past repel thy sovereign ruth,
Nor even delay,

O lonely Truth :
Nor let the the specious gods who ape Thee still
Deceive my youth.

বৈদান্তিকের প্রার্থনা

হে বরেণ্য, মহা মহীয়ান্!
হৃদয়-নৈঃশব্দ্য মাঝে অচঞ্চল উঠিছে কুসুমি'
অমর-স্ফুলিঙ্গ তব ধ্যান।

বিশ্বে রাজো তুমি—শুধু তুমি,
তবুও আমারে কেন অন্ধকার করে নেত্রহীন?
সূর্যোজ্জ্বল চিত্তাকাশ ধূমি'

মেঘচমূ ছায় অনুদিন?
বিবর্ণ বিক্ষত কেন হই তীব্র বাসনার রণে—
চিরলক্ষ্য কেন হয় ক্ষীণ?

রহি' রহি' লালসা-দাহনে
তব শান্তিরাজ্য হ'তে কেন হয় নির্বাসিত প্রাণ?
প্রতি ঘূর্ণিপাকে ঝড়ে মনে

তারাদিশা হয় কেন ম্লান?
পড়ি ধরা অতর্কিতে দুঃখ-শঙ্কা-ফাঁদে কেন প্রভু?
লিপ্সা পায় কেমনে সন্ধান?

ওগো সত্য নিঃসঙ্গ গহন!
তব কান্তি-অনুকারী দেবগণ যেন নাহি পারে
প্রবঞ্চিতে মদির যৌবন।

These clamours still ;
For I would hear the eternal voice and know
The eternal will.

This brilliant show
Cumbering the threshold of eternity
Dispel,—bestow

The undimmed eye,
The heart grown young and clear. Rebuke, O Lord,
These hopes that cry

So deafeningly,
Remove my sullied centuries, restore
My purity.

O hidden door
Of Knowledge, open ! Strength, fulfil thyself :
Love, outpour !*

* এ-কবিতাটির একটি চমৎকার অনুবাদ করেছিলেন বন্ধুবর শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন। তিনি শ্রীঅরবিন্দের সুদীর্ঘ RISHI কবিতাটিরও অনেকখানি অনুবাদ করেছিলেন—যার শেষাংশ আমি তর্জমা ক'রে পাদপূরণ করি। এ অনুবাদগুলি সবই আমার "যুগর্ষি শ্রীঅরবিন্দ" গ্রন্থে ছাপা হয়েছে।

রুদ্ধ করো—যাহারা ফুকারে,
অমৃত-উৎকর্ণ আজ এ হৃদয় শুনিবে না মানা,
জানিবে শাশ্বত এষণারে।

চিরন্তন-দ্বারে দেয় হানা
যে-প্রদীপ্ত মরীচিকা—করো দূর। তার মায়ালোক
কেন রবে আমার অজানা?

দাও দিব্য দৃষ্টি বীতশোক,
দাও স্বচ্ছ-ভাতি হৃদি পুনর্ণব। শুধু মিথ্যাশায়
আলেয়ায় দিও না সুযোগ,

ধ্বনিভ্রান্ত করে সে যে হায়!
যুগের পুঞ্জিত গ্লানি অপসরি' ফিরায়ে আমায়
দাও সে-হারানো শুভ্রতায়।

হে জ্ঞানের প্রচ্ছন্ন কারণ!
খোলো আজ! সুপ্ত সিংহবীর্য! আজ জাগো হে আত্মায়!
ঐশী প্রেম! ঝরাও বর্ষণ!

SRI AUROBINDO

Two swallows nested under the eaves of a fisherman's hut near the sea-shore. Teaching their young to fly, they took them out over the sea, gradually training them to cross long distances and to face the hardships they would have to undergo during their migration. The fledgelings shot into the air, exulting in the joy of flight and freedom, but a gust of wind caught one of them and flung it down upon the surface of the waves. The smal bird kept its wings outstretched so that it did not sink, but neither could it rise ; floating like a leaf, it called piteously to its parents as they circled over it The parent swallows did their best to calm and to encourage it, then they flew back to the shore and made innumerable journeys to the water's edge, each time carrying a drop of water in their beaks and pouring it into the sand. Thus they hoped to empty the ocean and to save their young.*

শাবককে তার পিতামাতা পাখীদুটি প্রত্যহ দেখায়
উড়তে নীলাকাশে। সুদূর সাগরপারে তাদের দুদিন পরে
যেতে হবে আর একদেশে। শাবকটি আনন্দে নীলিমায়
উড়তে গিয়ে একদিন হায় প'ড়ে গেল জলে। তার স্বরে
বলে তাকে পিতামাতা আকাশ থেকে : "থাক্ শুধু তুই ভেসে
আমরা আছি—আমরা আছি। দেখ না, তোকে বাঁচাই কেমন ক'রে
ব'লে নেমে চঞ্চুপুটে দুফোঁটা জল নিয়ে ফিরে এসে

সৈকতে সে জল ঝরিয়ে উড়ে তারা যায় মহাসাগরে :
আবার দুটি জলবিন্দু মুখে ক'রে সৈকতে ঝরায়।
"এমনি ক'রে সিন্ধু ওরে সেচব শুষে—মাভৈঃ"—তারা গায়।

* Silvin Gracinas নামে এক রুমেনিয়ান যুবক যখন কারাগারে যন্ত্রণায় আত্মহত্যা করতে উদ্যত, ঠিক সেই সময়ে সে দেখে—সামনে এক সৌম্যযোগী যিনি তাকে নাম বললেন Aravin Dogos—এবং তাঁকে ভরসা দিয়ে বললেন এই কথিকাটি, এবং তারপরে বললেন :

"Their heroic effort is a lesson to us," the "Brahmin" went on. "The human will and spirit must also not be resigned at moments of crisis ; it must go on looking for a solution, however overwhelming the odds. You must not accept defeat, you must not believe your efforts to be in vain. If you have the blind courage to continue and to struggle, you will find a new beginning in your life."

তার মনে বল আসে। সে ধ্যান শুরু করে ও পরে মুক্তি পেয়ে বিলেতে গিয়ে LOST FOOTSTEPS (Collins & Harvill Press London 1961) নাম দিয়ে স্মৃতিচারণে এই অঘটনটির কথা লেখেন—যাতে বহু পাঠক সাড়া দিয়েছিলেন সে সময়ে। (১৬৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

INDIRA DEVI

When day is done and shadows fall,
let this my prayer be :
Oh make my life a tender flame,
that only burns for thee.
O make my speech one grateful hymn,
my heart of love thy throne.
My joy, my thought, my love, my life—
make all, O Lord. thine own.
I will wait for you as the evening falls
my Lord, I'll wait for you.
I know you'll come as the flutelet calls,
my heart you'll come to woo.
I will call to you at the break of dawn,
my love, I'll call to you
In the heart come, Lord, as the light is born,
my dreams will then come true.

প্রভু, দিনের শেষে ছায়ার বেশে প্রার্থনা জাগে :
আমার জলুক জীবন শিখার মতন তোমারি রাগে।
হোক সুর আমার কীর্তনঝঙ্কার, প্রাণ—প্রেমের সিংহাসন
ভাব কল্পনা সুখজল্পনা হোক তোমারি সাধন।

রবো তোমার আশায় সান্ধ্য ছায়ায় বন্ধু পথ চেয়ে
বাঁশি ডাকবে যবে আসতে হবে অন্তরে ছেয়ে।
আমি ডাকব তোমায় প্রথম উষায় বল্লভ, উছলি' :
আমায় আসবে হিয়ায় আলোর মেলায় স্বপন সফলি'।

TENNYSON

Read my little fable :
He that runs may read.
Most can raise the flowers now,
For all have got the seed

কথিকা আমার করিও পাঠ
উধাও চলিবে যবে :
সকলেই ফুল ফোটাতে পারে,
বীজ নাই কার ভবে ?

* * *

Speak to Him thou for He hears,
and Spirit with Spirit can meet—
Closer is He than breathing,
and nearer than hands and feet.

তার সাথে করো আলাপ, শোনে সে প্রাণের কথা সবার
প্রাণের শ্রবণে তার—দিতে প্রেমসঙ্গ :
বুকের শ্বাসেরো চেয়ে রাজে কাছে দিবানিশি সে-অপার,
প্রতি অঙ্গের চেয়েও অন্তরঙ্গ।

* * *

If thou shouldst never see my face again,
Pray for my soul. More things are wrought by prayer
Than this world dreams of. Wherefore, let thy voice
Rise like a fountain for me night and day.

যদি আমাদের এ-জীবনে দেখা না হয় কখনো বন্ধু, আর—
প্রার্থনা কোরো আত্মার তরে তুমি আমার।
প্রার্থনায় যে কত অঘটন ঘটে—স্বপনেও জগত যারে
পারে না ভাবিতে—জানি আমি, কহি অঙ্গীকারে।
তাই এ-মিনতি : কণ্ঠ তোমার উছলি' উঠুক আমার তরে
রজনীবিহান—ঝর্ণা যেমন নিরত ঝরে।

MILTON

With thee conversing I forget all time,
All seasons and their change,—all please alike
Sweet is the breath of morn, her rising sweet,
With charm of earliest birds, pleasant the sun
When first on this delightful land he spreads
His orient beams on herb, tree, fruit and flower,
Glistr'ing with dew ; fragrant the fertile earth
After soft showers ; and sweet the coming on
Of grateful evening mild ; then silent night
With this her solemn bird and this fair moon,
And these the gems of heaven, her starry train.

But neither breath of morn when she ascends
With charm of earliest birds, nor rising sun
On this delightful land. nor herb, fruit, flower,
Glistr'ing with dew, nor fragrance after showers:
Nor grateful evening mild, nor silent night
With this her solemn bird, nor walk by moon
Or glittering starlight, without thee is sweet.

* * *

Haste thee Nymph. and bring with thee
Jest and youthful jollity...
Sport that wrikled care derides
And laughter holding both its sides

MILTON

তোমার মিলনালাপে ভুলি প্রিয়, কালের প্রবাহ,
ভুলি ঋতু, ঋতুচক্র। বিশ্ব হয় আনন্দ-নিলয়।
স্নিগ্ধ হয় প্রভাত-নিশ্বাস। স্নিগ্ধ—প্রত্যুষে জাগ্রত
বিহঙ্গ-নন্দিত নবারুণ; রম্য—যবে দিনমণি
প্রথম এ-ফুল্ল রাজ্যে বিছায় তাহার পূর্বরাগ
অরুণ বন্দিত চারু শিশির-প্রোজ্জ্বল তরু-তৃণ-
লতা-ফল-ফুলে। মঞ্জু—মৃদুমন্দ বর্ষণের পরে
মেদুর মাটির গন্ধ। মধুর—সুন্দর প্রদোষের
শান্ত আগমনী। সান্দ্র—যবে পরে আসে নিশীথিনী
গম্ভীর শকুন্ত সাথে নিঃশব্দ চরণে—সাথে করি'
কান্ত ইন্দু, অমরার মুক্তামণি—তারা অনীকিনী।

শুধু প্রিয়, এ-অন্তর ওঠে না গাহিয়া গান—যবে
জাগে ঊষা কাকলি-মুখরা: রবিদীপ্ত বসুধায়
বল্লরী পল্লবে যবে নীরকণা ঝিকিমিকি জ্বলে:
ক্লান্তবর্ষ ক্ষণে যবে সমীরণ সুগন্ধ বিলায়:
নামে যবে নম্র সন্ধ্যা মনোরমা: শকুন্ত-সঙ্গিনী
শর্বরী বিছায় যবে মৌন ছায়াঞ্চল: দ্যুতিভরা
তারকা বিমুগ্ধ কি বা জ্যোৎস্নাস্নাত কান্তারে কাননে
চলি যবে পদব্রজে—তুমি প্রিয় না রহিলে পাশে।

* * *

এসো রমা, সাথে নিয়ে হাসি পরিহাস
যৌবন-উচ্ছল প্রফুল্ল বিলাস—
যারে যার জীর্ণ ভাবনা হয় দূর
কুটি কুটি হই হেসে পুলকে মধুর।

DR. W. H. MONK

Abide with me, fast falls the eventide :
The darkness deepens, Lord, with me abide.
When other helpers fail and comforts flee,
Help of the helpless, Oh, abide with me.

Swifts to its close ebbs out life's little day,
Earth's joys grow dim, its glories pass away.
Change and decay in all around I see :
O thou who changest not, abide with me.

I need thy presence every passing hour,
What but thy Grace can foil the tempter's power ?
Who like thyself my guide and stay can be ?
Through cloud and sunshine, Oh, abide with me.

Be thou thyself before my closing eyes :
Shine through the gloom and point me to the skies.
Heaven's morning breaks and earth's vain shadows flee,
In life, in death, O Lord, abide with me.

W. B. YEATS

Come away—
With the fairies hand in hand :
For the world is more full of weeping
Than you can understand.

G. K. CHESTERTON

The world is hot and cruel,
We are weary of heart and hand :
But the world is more full of glory
Than you can understand.

থেকো প্রিয় পাশে, সাঁঝ ছায়া আসে নেমে।
আঁধার ঘনায় প্রভু, থেকো পাশে প্রেমে।
ছায় যবে ব্যথা, কেহ কাছে নাহি আসে,
অনাথের নাথ, থেকো হে আমার পাশে।

জীবনের ছোট দিনখানি হয় মায়া,
ধরণীর হাসিরাশি হয় ম্লান ছায়া,
সকলই ফুরায়ে যায়, কাল সবই নাশে,
চিরবান্ধব! থেকো হে আমার পাশে।

প্রতি পলে তুমি বিনা সঙ্গী কে আছে?
তোমার করুণা বিনা যাব কার কাছে?
তুমিই আমার দিশা, সহায় প্রবাসে:
বাদলে কিরণে থেকো হে আমার পাশে।

দিও দেখা—যবে আমি মুদিব হে শেষে,
দেখায়ো আকাশ কালোবুকে আলোয়েশে।
ধরাছায়া সরে—অধরায় উষা হাসে:
জীবনে মরণে থেকো হে আমার পাশে। (মক)

অনুযোগ

তাপিত ধরারে দে বিদায়,
দেববালাদের হাত ধ'রে চ'লে আয়।
ম্লান মৃন্ময়ীর বুকে যে-ক্রন্দন উপ্ত চিরন্তন
তল তার কে পায় চিন্তায়? (য়েট্স)

প্রত্যুত্তর

কে না কাঁদে তাপতপ্ত নিঠুর ধরায়?
ক্লান্ত দেহ মন প্রাণ নয় কার হায়?
তবু এ-মাটিরই বুকে যে-মহিমা দীপ্ত চিরন্তন
তল তার কে পায় চিন্তায়? (চেষ্টার্টন)

STEPHEN PHILIPS

"Not for this alone do I love thee...but
Because Infinity upon thee broods,
And thou art full of whispers and of shadows...
Thou meanest what the sea has striven to say
So long, and yearned up to the cliffs to tell :
Thou art what the winds have uttered not,
What the still night suggesteth to the heart···
Thy voice is like to music heard ere birth,
Some spirit lute touched on a spirit sea...
Thy face remembered is from other worlds.
It has been died for though I know not where,
It has been sung of though I know not when."*

Stephen Philips এর কবিতার মাধুর্য ও শক্তি সম্বন্ধে আমি সচেতন হই প্রথম শ্রীঅরবিন্দের FUTURE POETRY গ্রন্থে Recent English poetry পর্বে তাঁর নানা মন্তব্য প'ড়ে। Stephen Philips এর ছন্দোবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তিনি অনেক কিছু বলেছেন যা কাব্যরসিকদের প্রণিধানযোগ্য। এ-কবির এই প্রেমের কবিতাটি প'ড়ে আমি গভীর আনন্দ পেয়েছিলাম তাঁর মিসটিক্ আমেজে। যাঁরা এঁর সম্বন্ধে আরো জানতে চান তাঁরা যেন শ্রীঅরবিন্দের চিন্তা-উদ্দীপক প্রশস্তি পড়েন।

ভালোবাসি না তো শুধু এইটুকু তরে।
ভালোবাসি—তোমাকে ঘেরিয়া এক গাঢ়
অসাড় নৈঃশব্দ্য রহে থমকিয়া বলি'—
তোমার সত্তার মাঝে কানে-কানে-কথা
কহে যেন কে অচিন। ছায়ার কল্লোল
দেহে তব ঢেউ তোলে। যুগ যুগ ধরি'
সানুমূলে সিন্ধু তার যে গূঢ় আকূতি
চেয়েছে বিছায়ে দিতে গভীর উচ্ছ্বাসে—
বাঙ্ময়ী সে তোমামাঝে। পারে নি পবন
বলিতে যে-কথা—সে আবেগ অন্তর্লীন
প্রমূর্ত তোমার মাঝে। তুমি সেই বাণী
হিয়া-তটে স্তব্ধ রাত্রি আনে যারে বহি'
সমুচ্ছলে কোন্ বাণী শ্রীকণ্ঠে তোমার ?—
জন্মপূর্বে এসেছিল যে-আবেশ কানে
ছায়াবীণাবেশে ছায়া কলোর্মির বুকে।
তোমার মুখের স্মৃতি ভেসে আসে যেন
লোক লোকান্তর হ'তে। যেন—হয় মনে—
ওরি তরে কত প্রাণ বরিল মরণ—
কেবল, জানি না—কোথা ; কণ্ঠ কত শত
গেয়েছে কীর্তন—শুধু জানি না—সে কবে।

HARINDRANATH :

Wherever I look
I find you there,
A quiet perfection
Of deathless limbs !
The sky is a book
Of starry prayer,
And the earth a collection
Of beautiful hymns,

যেখানেই দৃষ্টি রাখি—দেখি
তোমাকেই—সর্বাঙ্গসুন্দর,
প্রশান্ত, অচিন্ত্য বন্ধু, এ কী !
প্রতি অঙ্গকণিকা অমর !
নীলাম্বর গ্রন্থ হয় যেন
নক্ষত্রের প্রার্থনা-খচিত,
বসুন্ধরা—মনে হয় হেন—
সান্দ্র মন্ত্রসাম অনিন্দিত !

A cloud is one who knows
The pain of every flower :
A cloud-wound is the rose
Born in an evening-hour.

মেঘ তারই নাম—দরদী বেদনে
প্রতিটি ফুলের যেই :
রক্ত মেঘের সান্ধ্য ক্ষরণে
ফোটে যে—গোলাপ সেই ।

In every heart a jewelled fire
Of godliness unconscious glows :
The earthly seed of man's desire
Gives birth to an immortal rose.

Each human body makes or mars
The inspiration of the skies :
There is no colour in the stars
That is not drawn from mortal eyes.

And this in human pride I sing,
Though none my music understands :
"The fairy-palace of a king
Is fashioned by a beggar's hands"

প্রতি অন্তরে অন্তর্লীন জলে
মণি-বহ্নির দিব্য দীপ্তিখানি,
ধরাস্থরাশার ধূলি অঙ্কুরে ফলে
মৃত্যুঞ্জয়ী গোলাপ-মর্ম-বাণী।

মৃন্ময় তনু কভু উজলায় কভু
ম্লান করে দূর গগন-স্বপ্ন-রতি :
নাই একটিও বর্ণ তারায় তবু—
উৎস যাহার নহে মর-আঁখি-জ্যোতি।

মর্ত্ত্য দর্পে গাই আমি অনিবার—
যদিও চমকে সবে শুনি' এই গান—
"সম্রাট্-পরী-প্রাসাদও—কল্পাসার
অকিঞ্চনেরি কীর্তি—দীপ্যমান্।"

HARMONY

In one hand she holds the sword,
A rose-bud in the other,...
Both terrible and beautiful
Is Mother !......
She holds a desert in one hand,
A garden in the other......
Fire-cruel, yet, how flower-cool
Is Mother !......
But then these opposites proclaim
Softly to one another,
"We share an equal rhythm In
The Mother !"......

(HARINDRANATH)

সমঞ্জসা

বাম করে অসি, অফুট নলিনী
দক্ষিণে রহে ধ'রি' :
একাধারে ভীমা জগন্মোহিনী
জননী, মরি !
বাম করে মরু, দক্ষিণে দীপ্তা
মধুবীথি পড়ে ঝরি' :
জ্বালামুখী, তবু, কুসুমস্নিগ্ধা
জননী, মরি !
দ্বন্দ্ব বিরোধ কহে কানে কানে
মৃদু মূরছন স্বরি' :
"সমতালে সবে আশ্রয় দানে
জননী, মরি ।"

A clod of clay, in an eternal hour,
Desires to be a flower;
The flower, to spread its petals wide and far
And birdlike reach a star;
The twinkling star desires its flame to fan
Into the soul of man;
While man grows hungry to be somewhat greater
Than man and turn Creator,
But then again the hungry dream of God
Is to become a clod.
Creation with its shadow and its fire
Is but a ceaseless Cycle of desire.

এক মাহেন্দ্র স্থলয়ে মাটি চায়
ফুটিতে ফুলকায়ায়;
ফুল দল মেলি' পাখী হ'য়ে দুরাশায়
ধরিতে চায় তারায়।
কম্প্র তারায় আকৃতি—তার শিখায়
জ্বলিতে নর হিয়ায়।
ছাপি' মানবতা তার জীব সাধনায়
শিবের পদবী চায়;
শিব ফিরে চায় নামিতে মৃত্তিকায়
জীব রূপে পুনরায়।
সৃষ্টির একী আলোছায়াভরা নৃত্য:
সমাপ্তিহীন তৃষ্ণার লীলাবৃত্ত।

SHAHID SUHRAWARDY

GRACE-WORTHY .

On those that wander in the sands.
Panting in thirst in sweltering heat :
On those that stretch small helpless hands
To fend inexorable fate ;

On those that irrevocably late
Bend down to kiss the nail'ed feet ;
On those who in the pale wastes of the sea
Heaken to her last threnody—
O Lord, rain pity :

On those that in lone nights too deeply sleep
Whose hearts are torn with vain despair ;
On those that in the prison's air
Dream flowering fields and cannot weep,

On those who in hunger cleave their night
And in sorrow keener than thy sword,
On those that fall in unequal fight ;
On all of them have pity Lord :
But most of all on him who has loved in vain
And thrown away the flower of his youth
For a fresh and fickle mouth—

কৃপাযোগ্য

যে তৃষ্ণার্ত পান্থ মরুভূর খরদাহে
একবিন্দু জল তরে চারিদিকে ধায় ;
যে ক্ষুধিতে নিয়তির অলংঘ্য বিধান
করে প্রসারিত কর দুটি অসহায় ;

ছুটে এসে যে তোমার চরণ চুমিতে
দেখে হায়—সব শেষ, উত্তীর্ণ লগন,
শ্রীচরণে রক্তশূল, শোনে যে তুফানে
"রক্ষা নাই আর"—গায় প্রমত্ত পবন ;

বিনিঃসঙ্গ নিশীথে যে আচ্ছন্ন তন্দ্রায় ;
স্বপ্ন দেখে নিরাশানিষণ্ণ বেদনায়
শ্যামল ক্ষেত্রের, ফুলোজ্জ্বল নন্দনের
জাগিয়া পারে না তবু কাঁদিতেও হায় ;

আঁধারের নিগড় যে পারে না কাটিতে
তোমার অসিরও চেয়ে তীক্ষ্ণ বেদনায় ;
অন্যায় রণে যে মানে হার—কৃপা তব
ঝরায়ো সবার পরে অঝোর ধারায় ।

সকলেই তারা হতভাগ্য—মানি, তবু
এ-মিনতি শ্রীচরণে—ভুলিও না তারে
বহে যে নিস্ফল প্রেমভার, আমরণ
প্রাণবেদিকায় দয়িতার প্রতিমারে

পূজি', অবশেষে দেখে—প্রিয়তমা তার
প্রগল্‌ভা চপলা, তার অধর মধুর
নয় ঐকান্তিকা, হে দয়াল, বরষিও
কৃপা তব সে-দুর্ভাগা শিরে—যে বিধুর

O Lord, shower thy grace
On him who in travail and in pain

Bends low his pale and sorrow-sainted face
On the image of her, with wistful memory
Of the last-drunk bitter bowl
Of her caresses' treachery
O Lord, have mercy on his soul,

SOME DAY

You will not rue me
            When I am dead
Like a careless flower
            Dropped from your head
But some stormy day
            By some firelight hour
I'll stir in your soul
            Like an opening flower
You will smile and think
            And let fall your book,
And bend O'er the fire
            with a far-off look.

* শহীদ সুহরর্দির অসামান্য কবিপ্রতিভার স্ফুরণ হয়নি নানা কারণে। তাঁর সম্বন্ধে—বিশেষ করে তাঁর ধীশক্তি ও কাব্যপ্রতিভার সম্বন্ধে—আমি অমৃতবাজার পূজা স্পেশাল (১৯৬৫) সংখ্যায় একটি বড় স্মৃতিচারণী প্রবন্ধ লিখেছি। তাঁর কবিতাগুচ্ছের একটিমাত্র প্রকাশের জন্যে শ্রীসৈয়দ আলি আসান (National Centre, Pakistan, P. E N) মহাশয়কে ধন্যবাদ দিই। এই কাব্যগুচ্ছে (ESSAYS IN VERSE—SHAHID SUHRAWARDY) সুহরর্দির অনেকগুলি কবিতা ছাপা হয়েছে। GRACE-WORTHY কবিতাটি সুহরর্দি আমাকে নিজহাতে উপহার দেন SOME DAY-র সঙ্গে।

সেই স্বৈরিণীরই স্মৃতি জপে যন্ত্রণায়,
সে-বিশ্বাসহন্ত্রীর—যে আদরে আদরে
ভুলায়ে দখিতে শেষে উন্মুখ হৃদয়-
অর্ঘ তার দলি' পদে যায় হেলাভরে।
অভাজন হ'তে সেই অভাজনে দিও
পরশ কোমলতম তোমার হে প্রিয়!

—•—

ব্যথা তুমি আজ পাবে না—যখন
মরণান্তে যাব আমি ঝ'রে
কুন্তল হ'তে তোমার অনাদৃত
ক্ষণফুলের ম'তই ধুলার 'পরে।

কিন্তু পরে, আমি কোনোদিন
প্রদীপজ্বালা ঝড়ের গোধূলিতে
চিত্তে তোমার লাজুক কলির ম'তই
মেল্‌ব আমার দলগুলি নিভৃতে।

মৃদু হেসে বইটি রেখে দেবে,
আমার কথা পড়বে তোমার মনে,
হয়ত দীপের দিকে চেয়ে রবে
সেদিন সুদূর আনমনা প্রেক্ষণে। (সুরবর্দি)

CHILD :

I will now sleep in thy love's deep
And toy no more with things that pall.
I have at last heard thy far call ;
Without thy dream naught can redeem
Nor the heart sing like a waterfall.

MOTHER :

O come to me : I'll croon for thee
My coral-cadenced lullaby
And heal thine ail with rain of sky.
For thee I wait at heaven's gate,
For which I make thee pine and cry.

CHILD :

I never knew—thou wouldst endue
My life of dust with thy star-shine
And shower thy boons, O Mother mine ;
I only cried when none replied
And deemed remote thy Grace divine.

MOTHER :

But I knew still what thou must will
And so I lingered day and night
To help thee home, my way-lost sprite :
When shadows loom, I'll cleave the gloom,
O hail, reclaim thy deep birth-right

(Schlaf in Ruh জর্মন ঘুমপাড়ানি গানের সুরে)

শিশু :

ঘুম যাই মা…আজ ঘুম যাই মা

তোর বুকে আজকে ঘুম যাই মা!

আমি আর কোথাও না চাই ঠাঁই মা!

শোন্, আর যা চাই—পেলেই হারাই,

তাই চাই যেথা হারানো নাই।

মা :

আয় রে আয়…কোলে আয় আয়!

ছেলে তো মা-র কোলেই ঘুমায়,

দিনের শেষে সাঁঝের ছায়ায়।

শোন্, মা-ও চায়—শিশুকে চায়,

তাই ফিরাতে—তাকে কাঁদায়।

শিশু :

প্রাণ জানত না…মা জানত না…

মা, তোকে তো প্রাণ জানত না,…

তাই তোর সুধা মন টানত না।

সে জানত না—তাই মানত না :

দেয় মা বিনা কে সান্ত্বনা।

মা :

মা জানত রে…সে জানত যে…

ছেলে কী চায়—মা জানত যে!

আড়াল থেকে তাই টানত সে।

সে জানত যে—অশান্ত রে!

মা চিনবি—হ'লে ক্লান্ত রে।

THE ELUSIVE

How little Beauty knows your sky's
fire-miracled virgin harmony !
You flash a ray in lightning lilts :
then drown in clouds its melody.
In dews of loveliness you stream
What oceaned wealth beyond all dream !
We glimpse your seas : then you withdraw
the flowing far wave-revelry !

How little music knows your Deep's
blue-vibrant myriad-mooded lore !
It wings away in pealing chords
to seek what mystic throbless shore !
You blow your sun-enamoured Flute
In soul's hymn-irised interlude :
Then cast the Silence—deepening still
Our slakeless song thirst evermore !

How little knows the Flower to waft
your message in its gala brood !
It breathes of union—to live
in faded, wintered widowhood !
We sigh for you in life's lone quest :
You mirror Vasts in the Atom's breast,
But soon you break the shining spell :
in dawnless dark—Night's cry to elude !

(D. K. R)

অ-প্রকাশ

রূপ বলো আনে কতটুকু—তব
    কল-কল্লোল, বর্ণ, আলো ?
রূপের পলকে চির-পলাতকে
    ঝলকি' দেখাও: রূপ মিলালো।
        রূপালি শিশিরে হে মহামহিম,
        সিন্ধু মিহিরে ছ'ন্দ' অসীম—
লুকাও আপনি আকুলিয়া হিয়া—
    অরূপ অলখে বাসায়ে ভালো।

ধ্বনি কতটুকু প্রকাশে তোমার
    অন্তরবাণী সুর-দোদুলে ?
হে নীরব! ঢেউয়ে হও লীন তুমি
    মৌন-মেখলা বেলা-বিপুলে।
        তপন-উছল রাগিণী মুরলি'
        রামধনু-গানে পরাণ উজলি'
গমক-মুখরে কোন্ সে-নিথরে
    আভাষি'—উধাও হও অকূলে!

গন্ধ তোমার কতটুকু মিড়
    ঝঙ্কারে ফুলহাসি-চকিতে ?
বিরহ বিলায়ে মিলন জাগায়ে
    রাখো তবু তারি স্মৃতি-নিভৃতে।
        হে পেলব, তব কী বিশাল মায়া!
        কণায় বিছাও অসীমার ছায়া:
পরে আনো নিশা—পু'ঞ্জ' নিদিশা
    স্বপনের তৃষা চাতক-চিতে। (দিলীপ)

COME

In Thy rain-bowed caress Come, O Loveliness!
In Thy trail of sky-peace
Come, Mother serene!
Bring Thy gospel of bloom Thrilling life's lone gloom,
For dun twilight's surcease
In Thy morn-robe of sheen.
In Thy chequer of fire-flush and gloaming come,
In silence, in bells and in crowded hum ;
Eve is dark and sore : Drench in Thy sun-lore
Her song-widowed shore
In a laugh ever-green.

If the heart miss to capture Thy musk-laden rapture
Of spring irised dance :
In Thy zephyr invade ;
If Thy pilgrim O Love, Be way-lost—from above
With Thy star-pledgo entrance :
The shadows shall fade.
No more will I toss on the billows of Night,
In the nectar-rain come with Thy avalanche-light!
All my soul is a-heave To surrender and cleave
To Thy nearness and weave
Its dream in Thy shade. (D. K. R.)

এসো

ভাতি' স্নেহ-জলধনু সুন্দর-তনু!

শান্তি-সুষমা

বিজনে এসো।

ফুল-সন্ধানে ঝঙ্কৃ' পরাণে

দীপি' দিশা—রমা,

জীবনে এসো॥

ধূপছায়া তালে এসো মা মর্মে,

এসো মা নিরালে জনতা-নর্মে,

বিধুর তিমিরে উছলি' মিহিরে

বিরহের তীরে

মিলনে এসো॥

তোমার গন্ধ- নিবিড় ছন্দ

ভোলে যদি হিয়া :

মলয়ে এসো।

যদি বা পান্থ পথভ্রান্ত

হয়—নন্দিয়া

অভয়ে এসো॥

ডুবিব না আর কালো-তরঙ্গে,

এসো সুধাসার আলো-বিভঙ্গে!

তোমার চরণ যাচে প্রাণমন,

দাও মা শরণ—

প্রণয়ে এসো॥

(দিলীপ)

LONGING

Mother, today my being's every
bud aches for Thy aureoled beams :
I feel, even Dark-hunger loves Thy
rathe surrender's nectar-streams.
However far Thy trackless sky,
It brings Thy radiant freedom nigh,
The more Thy zephyr blows—here die
Death's brood, fade shadows undivine :
My dream- life's veiled buds now thirst for
Thy biue Grace's lambent shine.

At every step I hear our jewelled union's diapason ring :
Revels of day then drown its cadence
which Thine own star-heralds sing.
The more in Thy Ocean's shoreless call
Thrills my soul's river to merge its all,—
The frozen gloom-embankments fall
At Thy surge-rhythm hyaline :
My dream-life's veiled buds now thirst for
Thy blue Grace's lambent shine.

Duped by illusion's lures we stray and
lend our ears to whispering shades :
Thus fail to burst Thy welcome blooms on
memoried boughs in Love's shy glades
Now give to my nest-yearning life
Thy Haven's rest from storm and strife,
How can scorch-arid pain survive
This rain of tears, Beloved mine !
My dream-life's veiled buds now thirst for
Thy blue Grace's lambent shine. (D. K. R.)

আকুতি

আজ মা প্রাণের প্রতি কলি তোর তপনের চায় যে আলো
আজ মনে হয় :   তি ঘর-ক্ষুধা ও শরণ-শুধাই বাসে ভালো
যত দূরেই হোক তোর আকাশ,
আনে তো সে-ই মুক্তি আভাষ,
বয় যত তোর মলয়-বাতাস
মরে মরণ, ঝরে কালো :
স্বপ্ন-প্রাণের মগ্ন কলি নীল করুণার চায় যে আলো ॥

প্রতি পদেই শুনি মা তোর মিলন-মণির নূপুর-ধ্বনি :
হারাই মুখর মেলায় তবু সুদূরিকার আগমনী।
যতই মা তোর সিন্ধু পানে
ধায় হৃদি-নদ অকূল-টানে,—
ততই স্ফটিক-ছন্দ বানে
যায় ভেসে হিম বাঁধ নিরালো :
স্বপ্ন-প্রাণের মগ্ন কলি নীল করুণার চায় যে আলো ॥

প'ড়ে মিছে মায়ার ফেরে কান পাতি মা ছায়ার ডাকে :
প্রেম-পুলিনে তাই তো বরণ-ফুল ফোটে না স্মরণ-শাখে।
নীড়-পিপাসা জীবনটিরে
ঠাঁই দে মা তোর চরণ-তীরে,
আজ শ্রাবণের অশ্রু-নীরে
নিদাঘ-ব্যথা দেখ্ মিলালো :
স্বপ্ন-প্রাণের মগ্ন কলি নীল করুণার চায় যে আলো ॥   (দিলীপ)

SUN

I cannot speak my heart,
Yet you will understand ;
I have but my words' pale art :
But you—your magic wand
Of diamond splits the gloom,
Thrills caverns with your sky,
In darkness' agelong tomb
Bids the circling shadows die !
In deserts your harvests heave,
You make stars of grains of sand ;
O'er my heart, Sun-friend, is eve :
But your dawn will understand.

MOON

The tears I shed this morn,
Beloved, at your feet were pure :
Your virgin visage shone,
For you saw that although unsure
Your ray in me, though the quiver
And cadence of your sky-bells
Failed in my bound heart, a river
Of fragrance flowed through the dells
Irised in the heart's dumb waste ;
By your love their blooms shall endure :
For the tears I shed were chaste,—
And born of the joy that is pure.

(D. K. B)

বন্ধু

হৃদয়বাণী বলতে পারি কই ?
বুঝবে তবু বলতে যা চাই আমি ;
আমার অলীক বাণী-বিলাস বই
কীই বা আছে ?—তোমার আছে স্বামী,
হীরক জাদু দণ্ড—আঁধার চিরি'
কন্দরে যে টেনে আনে গগন,—
কালোর শ্মশান করাল ছায়ায় ঘিরি'
ছিল যত—তাদের হানে মরণ।
দোলাও মরু—ফলফুলের দোলায়,
ধুলাবালি তারায় রূপান্তরি'
বন্ধু রবি, সন্ধ্যা প্রাণে ঘনায়
নবারুণে জাগো ব্যথা হরি'।

জাহ্নবী

আজ সকালে ঝরল অশ্রুধারা
বাঁধ ভেঙে—শ্রীচরণে অঝোর,
পুণ্য আনন জ্বলল আলোপারা
দেখলি সে-তায়—যদিও কিরণ তোর
কম্প্র গগন-নূপুর-রেশের ম'ত
মিলায় আমার প্রাণের ভাঙা ঘরে,
তবু মা তোর গন্ধ বিছায় কত
ফুলের ঢেউয়ে রং সিন্ধুর স্বরে।
উঠল হৃদির বন্ধ্যা মরুচর
আজকে হেসে স্নিগ্ধ প্রেমে তোর :
যেম্‌নি অশ্রু ঝরল শুভঙ্কর
অনিন্দিত আনন্দে অঝোর! (দিলীপ)

INTERWININGS

A spark that routs the agelong glooms ;
Hush that enfolds song's liquid thrills ;
The sobbing clay that laughs in blooms ,
The sungold mirrored in darkling rills ;-
Are these, O heart, a mystery
To you ? Can you not pierce the veil
Reading in storm-clouds' history
The untarnished sky's blue faery tale ?
Hazes will come earth's hopes to dim :
They resurrect Faith's sleeping joy ;
The shadows leap to stain fire's rim :
But gleam in its heart as Beauty's toy.

TRANSCENDING

Arise O Immaculate, flood life's play
Of crystal and foam with Thy flawless light
When sorrows moan, chant of Thy day ;
Thy courage flash on pain and blight.
Thy dawn and gloaming sing and dance :
Though they witch us, Thy night weighs on the soul ;
Afar Thy summit-gleams entrance :
Yet when by our falls they claim the toll
Of steep ascent—then Thy velvet dales
Lend transient balm to wounds of love .
Adieu to the siren chequred vales !—
I wing to the cloudless peaks above.

(D. K. R.)

অজানী

স্ফুলিঙ্গের পাশে হায় মানে যুগান্তের অন্ধকার,
নৈঃশব্দ্যের মর্মে কাঁপে উচ্ছল মূর্চ্ছনা গূঢ়রাগে,
ক্রন্দিত পঙ্কের কোলে পঙ্কজের অচিন্ত্য ঝঙ্কার
সূর্যবর্ণ বর্ম ওঠে উদ্বেলিয়া বিবর্ণ তড়াগে ;—
অন্তর ! তোমার কাছে শুধু কি হেঁয়ালি এ-সকল ?
পারে না করিতে দীর্ণ আজো কি এ-রহস্য-গুণ্ঠন ?
কালবৈশাখীর মেঘমন্দ্রে শোনো নি কি বিনির্মল
আকাশের নীলমন্ত্র জল্পনার অপ্সরা-শিঞ্জন ?
ধরার উর্বশী ম্লান করিতে ঘনায় কুহেলিকা
জাগায়ে সে তোলে শুধু প্রত্যয়ের ঘুমন্ত পুলকে !
পিঙ্গলাভা ছায়া ধায়—কলঙ্কিতে বহ্নিচক্রশিখা :
বহ্নিকেন্দ্রে সুন্দরের ললামের সম সে ঝলকে !

দ্বন্দ্বাতীত

হে অনিন্দ্য অনাহত ! জীবনের স্ফটিক-ফেনিল
লীলা ছাপি' উৎসারিয়া ওঠো তব আলোক-নির্ঝরে।
গুমরিলে দুঃখ—তোলো ঝঙ্ক' তব দিব্য অনাবিল,
বন্ধ্যাব্যথা-যন্ত্রণায় দুঃসাহস নির্ঘোষি' অন্তরে।
তোমার প্রদোষ-উষা অশান্ত নটনে গেয়ে গান
মাতায় এ-প্রাণ, তবু ক্লিষ্ট সে তোমার তমিস্রায়,
দূরে দীপ্র মৌলি তব নিরখিয়া বিমুগ্ধ নয়ান :
আমাদের চ্যুতি তবু যবে আরোহণীর দীক্ষায়
চায় তব মন্ত্র—সেই ক্ষণে তব পুষ্পসানু হায়
ব্যথিত প্রেমেরে দেয় কতটুকু অমৃত-সান্ত্বন ?
আলোছায়া-মায়াবিনী অধিত্যকা মঞ্জুলা, বিদায় !
নির্মেঘ শিখর-অভিসারে হোক উধাও স্বপন। (দিলীপ)

PRELUDE

Around me purl the violet streams
And lisp of shores that beckon to me ;
Are they but fleeting bubble gleams,
Mirrors of sky-eternity
Broken upon its crest ? Or sing
Of far familiar havens empearled
With sapphire dreams of love and ring
All strife and smoke out of the world ?
Shimmering the violet aura calls,
Sun-bugles peal the death of Night :
And vision's coloured carnivals
Herald Thy sleepless thrills of Light !

SYMPHONY

The aurora deepens into one
Untarnished noontide-purple flush ;
Dancing around me it has spun
A dreamland web of starry hush !
A throbbing hush ! for how it chimes
The dawn of dreams with worship rife !
A symphony—mine in bygone times,
Way-lost—sounds in my widowed life !
Rekindling faded memories
Beckon to me new skies to win :
Making lone hours eternities
Of bridal bliss, all aliens—kin ! (D. K. R.)

আলাপিনী

চারিদিকে লক্ষলাস্তে কী রক্ত-নীলাভ সিন্ধুচ্ছ্বাস
অলক্ষ্য খেলায় বাণী তোলে মর্মরিয়া ?—ডাকে…ডাকে
কোন্ উর্মিলা সে ? ও কি পলাতক বুদ্বুদ-উচ্ছ্বাস
সাজহারা নীলাম্বর প্রতিফলি' ঝিকিমিকি আঁকে
ঢেউচূড়ে শতচূর্ণে ভাঙি' ?—অথবা সে কলতানে
দূর আধচেনা নীলকান্ত-প্রেম-স্বপ্ন বিরঞ্জিত
ছায়াবন্দরের দিশা ঝঙ্কারিয়া দিগ্বজয়ী গানে
দ্বন্দ্ব-ধূমধ্বনি-রোল বিশ্ব হ'তে করে নির্বাসিত ?
কাঁপি' কাঁপি'…রক্তনীল মেখলা কে ওই ডাকে, ডাকে
আদিত্যের তূর্যে ঘোষি শর্বরীর সুচির মরণ ?
মুক্তগুণ্ঠ আঁখিতটে কোন্ শিহরিত বর্ণরাগে
মন্ত্রে তব অন্তর্নিহিত জ্যোতির্ময় অ চন্দ্য-বন্দন।

রাগমালা

প্রাগূষার আভা হয় স্ব'নি'বড় মধ্যাহ্নে নির্মল
এ কোন লোহিতনীল গরিমায়। তা'রা নৃ ত্যাৎসব-
দোলায় আমারে পরিক্রমি' বোনে সে-ভায় বিহ্বল
নক্ষত্র-নৈঃশব্দ্যঘন স্বপ্নলোক-মর্ণ-চন্দ্রাতপ।
স্পন্দিত নৈঃশব্দ্য।—ঘোষে রাগমালা জয়ডঙ্কে তার
আরতি-উজ্জ্বল স্বপ্নারুণোদয় দীপশঙ্খস্বনে।
যে-হারা সঙ্গীত ছিল একদিন সম্পদ অপার—
ওঠে ঝঙ্কারিয়া যেন আমার এ বিধুর জীবনে।
সেই মূর্ছনায় তার ঝ'রে-যাওয়া স্মৃতগুলি মোরে
ডাকে বারবার—নব নীলাম্বর-সাম্রাজ্য জিনিতে :
অসাঙ্গ বাসর-লগ্ন উদ্ভাসিয়া নিসঙ্গ প্রহরে
ছন্দিতে আনন্দতাল, অনাত্মীয়ে বান্ধব চিনিতে।

MAHAKALI

O Tempest-Queen, enthroned on Thy height,
With Thy bugles of laughter descend :
Pealing the doom of falsehood come.
Let miser nest-joy have an end.

Cleave every shadow-web, let Thy Fire
Trumpet rend Twilight's grove ;
The earth is swept by the dust-whirl : melt
With Thy torrents of tameless love,
Make still our hurtling desires with Thy touch,
Smite mirage with Thy thunderbolts :
Shatter our errors, slay our false greeds,
Trampling their Titan revolts.

Arrayed in their phalanax the Heaven-rebels see,
Armoured through ages of gloom !
Let Thy sword's edge carve to a million shreds,
Silence their vaunts in the tomb.
Like lightning fall on the demons, proclaim
With Thy thunders their holocaust :
Let loose Thy deluge, quicken the inert
With Thy dangerous Dance of the Vast !

Thereafter, the sway of Thy steps through each curve
Shall Paradise' rapture outspray :
Each soul shall be wooed by the mystic thrill
Of Thy flute's Elysian play.
The quiver of Thy harmonied conch of delight
Shall erase the dread horn's blast :
A new-born creation flash in that hour
And burn the dead sheaths of the past. (D. K. R.)

মহাকালী

এসো তুঙ্গ-সাধনা ঝঞ্ঝাসাধনা
রূপে মা, অট্টহাসিয়া।
গৃহ- আরাম মোহন করো মা দলন
উদার ধ্বংস গাহিয়া।
দূরি' ছায়ামাধুর্য বহ্নি তূর্য বাজাও কুহেলি কাননে;
দেখ: ধূলি-আবর্ত ছায় এ মর্ত, এসো দুর্বার প্লাবনে।
যত বাসনা-ভ্রান্তি অলীকশান্তি মরীচিকা যাক ভাসিয়া;
যত মিথ্যা রঙ্গ অমা-আসঙ্গ উঠুক মা, ত্রাসে কাঁপিয়া।

যত যুগপুঞ্জিত বাধা নন্দিত অম্বর-দ্রোহী বাহিনী,
করো কৃপাণদণ্ডে লক্ষ খণ্ডে লুণ্ঠিত নিস্তারিণি!
এসো বিদ্যুল্লতা! বজ্রবারতা বিছাও দৈত্য নাশিয়া:
যাক তামস-বিহার চণ্ডি! তোমার জ্যোতির্বন্যায় ভাসিয়া।

পরে চরণভঙ্গে তনুতরঙ্গে অলোকপুলক উছলি'
হিম- বুকে আনন্দে এসো বসন্তে বাজায়ে ব্রজের মুরলী।
ঘোর শ্মশানের কালে অঙ্গারে জ্বালো
নব প্রাণ মূর্ছনিয়া,
করি' দীর্ণ মরণ-মায়া-আবরণ
ত্রিভুবন উল্লাসিয়া॥

SUN DAWN AT CAPE COMORIN

Great Sun rises in roseate robes and the deeps
are a-dance to the hymns of His Light.
Out from her gulf of sleep the World wakes
and in ecstasy Chants : "Gone, gone is the night".

Mute sombre clouds are shining with bliss
and lone sands thrill with the blue's tender kiss.
Reefs of despond with rainbows respond
as the waves swirl and sing of their new-born sight.

Temples afar peal out their joy-bells
and the evergreen arbours with rustlings appland.
Dunes of white dust on wings of blithe breezes
Float as the translucent islands of cloud.

O thou whose deep drum conjures resplendent
victory's rhythms !—thy footfall we greet !
Glory to thee, O Jewel of jewels !—
Whose fathomless flame no storm Can defeat !

Momently thy munifi ence, Lord, still
ransoms life with new boons of thy Grace.
Shimmers of gold transformed into diamond
lustre beyond the dim ambit of Haze.

When thou glancest—the Hades is doomed
and a radiant faith in light must prevail.
Othou immaculate wand of the Wizard,
whose marvel athority never Can fail !

REFRAIN :

King of delight ! come to redeem

our dusk with thy white compassionate gleam !

Hail, O Hail !—whom no shadows assails,

Love !—leaven Earth's drouth with thy miracle stream.

সূর্য্যোদয়

আগত আলোহিত উষাপতিরবিনাশী সার্থকনামা ।

তন্দ্রাবন্ধনমুক্তা বসুধা জয়ঝঙ্কারৈরভিরামা ॥

ম্লান-জলদ-মুখমমলময়ে !

শঙ্কাবারণমঙ্গলময়ে !

উদয়ারুণ কর কম্প্রা লহরী—গায়তি হুদতি পুলককামা ॥

মন্দিরঘণ্টাধ্বনিতং মধুরং ফুল্লা বীথির্মর্মরিতা ।

নন্দিতমরুতা হ্লাদিতবেলাভক্তিবিভাবৈরুচ্ছলিতা ।

ধ্বান্তবিদলনী ভবৎকৃপা, দাতুং ক্রামতি কান্ত ! দিবা !

নৌমি মনীশ দিনেশ্বর হে বরকিরণৈর্যেন তমী বর্জিতা ॥

দানৈস্তব কমনমরীচিভিরখিলং হৃদয়ং সুখলুলিতম্ ।

ত্বয়ি দীব্যতি মরুদৃষ্টির্নসতি প্রতিদর্শয়তি ভুবনে প্রথিতম্ ।

প্রেমণি তে বিশ্বং নিধৃতং

নামনি কল্মষমস্তমিতম্ ।

পূষন্ ! দেব ! ভজাম বয়ং তে বরদশ্রীচরণং মহিতম্ ॥

কোরাস :

জিত তিমিরং ত্বাং মিহিরং নমতি ধরা বীতজরা ।

যস্য মহিম্নো ধাবতি ধরণী করুণা যস্য বিষাদহরা ॥

SURRENDER

All I call mine, O Lord, be thine :
Take all I have and make me free.
I' ll cling no more to my darkling shore,
But plunge for Thy vast radiant Sea.

May all my chains now melt away
And my soul's sky Thy Sun display :
All all that's maimed be healed, reclaimed
By Thy blue Grace everlastingly.

My lesser loves, illusion's brood,
Sweep, sweep away by Thy Love's flood :
Burn, burn my all beyond recall
By Thy Flame-flute's deep minstrelsy. (D. K. R.)

আত্মনিবেদন

যা কিছু নাথ, বলি আমার নাও তুমি আজ, এসো প্রাণে।
পায়ের রশি পড়ুক খসি' তোমার অপার অভিযানে।
ছিন্ন করো মায়ার বাঁধন,
চিত্তাকাশে জাগাও কাঁপন,
বিষদ কালো হোক আজ আলো তোমার ভালোবাসার গানে।
(অভিমানের বাঁধ ভেসে যাক নীল করুণার উছল বানে।)
ছোট সুখের মায়াকানন
ডুবিয়ে দিক আজ প্রেমের প্লাবন,
বাসনা সব করো দাহন তোমার বাঁশির বহ্নিতানে।
("আমি আমার" হোক লয় আজ "তুমি তোমার" জয়বিধানে।)

ইন্দিরা দেবী

হম প্রেমনগরকে বাসী হৈঁ, বৃন্দাবন হম হরিগুণ গায়েঁ।
হম মতবারে হৈঁ, উদাসী হৈঁ, কভি আয়েঁ, কভী চলে জায়েঁ।
কভি মধুবনকে হম ফূল বনেঁ,
কভি কুঞ্জগলীকী ধূল বনেঁ,
কভি ডাল বনেঁ, কভি মূল বনেঁ, কভি হঁসে খিলে কভি মুরঝায়েঁ।
হম যুগ যুগ লাখোঁ রূপ ধরেঁ,
আয়েঁ মন গোবিন্দ প্রীত ভরে,
হম প্রেম করেঁ, নিত প্রেম করেঁ, নিত বনেঁ প্রেমমে, মিট জায়েঁ।
কভি যমুনাজীকি তরঙ্গ বনেঁ,
কভি গগনভোরকা রঙ্গ বনেঁ,
কভি গোপিহৃদয়কি উমঙ্গ বনেঁ, কভি শ্যামকি মুরলি হো জায়েঁ।
কভি রাজা মানিকধারি বনেঁ
কভি পথকে দীন ভিখারি বনেঁ,
কহে মীরা: কভী পুজারি বনেঁ, কভি সব খো দেঁ, কভি সব পায়ে।

আমরা প্রেমের ব্রজবাসী, করি হরিগুণগান নামভজন।
চলি মাতোয়ারা উদাসী আমরা—আসি যাই চায় মন যেমন।
কভু হই ফুল মধুবনের, কভু ধূলি শ্যামনিকুঞ্জের,
কভু শাখা, কভু শাখী, কভু ফুটে ঝ'রে যাই এলে সাঁঝলগন।
যুগে যুগে নানা রূপ ধরি,
হরিপ্রেমরসে প্রাণ ভরি,
প্রেমের পসারী প্রেমে উচ্ছলি' হই পরে শ্যাম প্রেমমগন।
কভু হই যমুনার তরং
কখনো গগনে উষার রং
কখনো গোপীর প্রাণের আবেশ, কখনো বঁধুর বাঁশি মোহন।
কভু মণিমালী রাজা মহান্
কখনো পথের ভিখারী ম্লান,
কখনো পূজারী, কখনো নিঃস্ব, কখনো বিলাই ধনরতন ॥

ইন্দিরা দেবী

উস দেশসে আতে হৈঁ হম, উস দেশসে আয়ে সখী,—
কহতে হৈঁ বৃন্দাবন জিসে—গোকুলভি কহলায়ে সখী।
উস দেশসে আতে হৈঁ হম, উস দেশসে আয়ে সখী,—
জহাঁ প্রেমমে যমুনা বহে, পঞ্ছী সদা গায়ে সখী।
ইস দুখভরে সংসারসে
ইস লোভকে বাজারসে
বহ দেশ দূর হৈ, দূর হৈ।
ইস পুণ্যসে ইস পাপসে
ইস হরষসে ইস তাপসে
বহ দেশ দূর হৈ, দূর হৈ।
উস দেশসে আতে হৈঁ হম, উস দেশসে আয়ে সখী,—
জহাঁ লূটনে আতা হৈ জো—বহ সব লুটা জায়ে সখী।

উস দেশসে আতে হৈঁ হম, উস দেশসে আয়ে সখী,—
জহাঁ মোল তোল হৈ প্রেমসে, সব খোকে সব পায়ে সখী।
উস দেশসে আতে হৈঁ হম, উস দেশসে আয়ে সখী,—
জহাঁ ছোটাসা গোপাল ইক মহারাজ কহলায়েঁ সখী।
বহ জ্ঞান গুণ জানে নহীঁ,
ছোটা বড়া মানে নহীঁ,
বহ দেশ দূর হৈ, দূর হৈ।
রাজা ভিখারী হৈ বহাঁ
ঠাকুর পূজারী হৈঁ বহাঁ,
বহ দেশ দূর হৈ, দূর হৈ।
উস দেশসে আতে হৈঁ হম, উস দেশসে আয়ে সখী,—
মীরা জহাঁ হরি প্রেমমে গোবিন্দ গুণ গায়ে সখী।

কলিকাতা ১৩ই এপ্রিল, ১৯৬৮

এসেছি যে-দেশ হ'তে সই, কেমন সে-দেশ বলি শোন্ :
কেউ বলে গোকুল নাম তার, কেউ নাম দেয় বৃন্দাবন।
এসেছি যে-দেশ হ'তে সই, কেমন কোথায় সে-দেশ শোন্ :
প্রেমযমুনা বয় যেখানে, গায় পাখীরা অনুক্ষণ।

এই দুঃখের সংসার থেকে
এই লোভের হাটবাজার থেকে
সে-দেশ অনেক···অনেক দূর···
এই পাপ-পুণ্যের দেশ থেকে
এই হাহুতাশের দেশ থেকে
সে-দেশ অনেক···অনেক দূর।

এসেছি যে-দেশ হ'তে সই, কেমন সে-দেশ বলি শোন্ :
লুট করতে এসে যেথায় হয় লোভীরাও অকিঞ্চন।

এসেছি যে দেশ হ'তে সই, কেমন সে-দেশ বলি শোন্ :
প্রেমই যাচনদার যেথা—পাই সব হারিয়ে পরম ধন।
এসেছি যে-দেশ হ'তে সই, কেমন কোথায় সে-দেশ শোন্ :
ছোট্ট বালগোপাল যেথায় পাতে লো তার সিংহাসন।

সে কষে না গুণ জ্ঞান দিয়ে
না ছোট-বড়র মান দিয়ে,
সে-দেশ অনেক···অনেক দূর···
হয় রাজা যেথায় ভিখারী,
হয় প্রেমের ঠাকুর—পূজারী,
সে-দেশ অনেক···অনেক দূর···

এসেছি যে-দেশ হ'তে সই, কেমন সে-দেশ বলি শোন্ :
মীরা যেথায় হরিপ্রেমে করে নাথের নামভজন।

রাসপূর্ণিমা

কুমারী রাহানা

গোপী ঃ

এ হো বন ঠন কর আঈ হুঁ যশোদা, বন ঠন কর আঈ ঃ
নন্দ-কুমরকে দরসন কো ময় বন ঠন কর আঈ।
প্রেমকি তুলসী, প্রেমকি মাড়া'
প্রেমকা চন্দন শীত সুবাঁড়া,
প্রেমকা কুঙ্কুম, প্রেমকি মেবা,
প্রেমকা ধূপ অরু প্রেমকি দীবা—
পূজা নিমিত্ত লাই যশোদা, বন ঠন কর আঈ ঃ
বাঁসুলি স্বর সুন আই যশোদা, বন ঠন কর আঈ।

কৃষ্ণ ঃ

এ হো বন ঠন কর আয়ো রে গোপী, বন ঠন কর আয়ো ঃ
তোহে দরশন দেনে—গোপী, বন ঠন কর আয়ো।
প্রেমসে নাচুঁ, প্রেমসে গাউ,
প্রেমসে প্রেমকি মুরলি বজাউ
প্রেমসে পূজা তোরি স্বকারুঁ,
প্রেমসে তোরে দুঃখ নিবারুঁ—
প্রেমকা বর লায়ো গোপী, বন ঠন কর আয়ো ঃ
প্রেমসে অবতারণ কর—গোপী, বন ঠন কর আয়ো

গোপী ঃ

এ হো আনন্দাম্বর কৈ সো ঝলকে !
জ্ঞানাভূষণ কৈ সো চলকে !
সত্যকা তিলক ললাট পে কীনো
ভকতিকি গাগরি মাথা লীনো
মোহন রিঝাই আই যশোদা, বন ঠন কর আঈ ঃ
বাঁসুলি-স্বর সুন আই যশোদা, বন ঠন কর আঈ।

পূর্ণিমা

কুমারী রাহানা *

গোপী ঃ

ওগো যশোদা, গোপিনী আমি আশাভরে তারি তরে সেজে এসেছি ঃ
শুধু নন্দদুলাল দরশন তরে শ্রীচরণ যেচে এসেছি।
দেখ প্রেমের তুলসী, মালিকা স্নিগ্ধ,
প্রেম-চন্দন সুরভি-সিক্ত
প্রেম-কুঙ্কুম, প্রেম-ফুল-ফল,
প্রেম-ধূপ, প্রেম-দীপ উজ্জ্বল—
তারি সেবা তরে এনেছি যশোদা তারি তরে বেছে এনেছি ঃ
শুধু তাহারে বরিতে এসেছি যশোদা, তারি তরে সেজে এসেছি।

কৃষ্ণ ঃ

ওগো গোপিনী, আমিও—প্রেম-ব্রজরাজ—তোরি তরে সেজে এসেছি ঃ
তোরে দিতে বাঞ্ছিত দরশন—আজ কোজাগরে যেচে এসেছি।
শোন্ প্রেমে আমি নাচি, প্রেমে আমি গাই,
প্রেমেই প্রেমের মুরলী বাজাই,
প্রেমে লই মেনে তোর পূজা-সুর
প্রেমেই প্রেমের দুখ করি দূর—
প্রেমবর যত—আমিও মোহিনী, তোরি তরে বেছে এনেছি ঃ
তোরি তরে আমিও যে সেজেছি গোপিনী, তোরি তরে নেমে এসেছি ॥

গোপী ঃ

আহা আনন্দ-বেশ কী আলো ঝলকে!
জ্ঞান-আভরণ কিরণে ঝলকে!
সত্য-তিলক-ভানু ভালে ভায়,
ভকতি-পাগরি ধরিয়া মাথায়—
তারি প্রীত লাগি' এনেছি যশোদা, উপহার বেছে এনেছি।
তারি বাঁশরী-বিবাগী এসেছি যশোদা, তারি তরে সেজে এসেছি।

কৃষ্ণ :

এহো সৎ-পীতাম্বর অঙ্গেসোহে,
চিত্তাভূষণ জগকো মোহে,
নন্দিত পংখ মুকুটমে করকে,
হম তো মনহর সচরাচরকে—
মোহন কহলায়ো য়ে গোপী, বন ঠন কর আয়ো :
প্রেমসে অবতারণ কর গোপী বন ঠন কর আয়ো ॥

অন্যোন্য

কবীর

বাস কহে : "হম ফুলকো পাউঁ"
ফুল কহে : "হম বাস।"
ভাব কহে : "হম সত্যকো পাউঁ",
সত্য কহে : "হম ভাব।"
রূপ কহে : "হম ভাবকো পাউঁ",
ভাব কহে : "হম রূপ।"
আপসমে দোউ বন্দন চাহে
পূজা অগধি অনূপ।

পরম ভাগবত

জগবহ নয় সরি সর সম ভাঈ :
জে নিজ বাঢ়ি বঢ়ই জল পাঈ।
সজ্জন সকৃত সিন্ধুসম কোঈ :
দেখি পূর বিধু বাঢ়ই জোঈ ৷ (তুলসীদাস)

কৃষ্ণ :

দেখ্‌ অঙ্গে আমার পীত অম্বর
মোহে নিখিলের আঁখি অন্তর,
দোলে শিখণ্ড নন্দিত চূড়ে,
চির-মনোহর আমি মধুপুরে—
মলিনে মোহন তিমিরে তপন বেশে দেখ প্রেমে সেজেছি।
ফলি' জাগরে স্বপন বিরহে মিলন তোরি তরে নেমে এসেছি।

অন্যোন্য

গন্ধ গাহিল : "আমি প্রার্থি নিতুই ফুল",
ফুল গায় : "আমি চাই বাস"।
ভাষা গায় : "আমি চাই সত্য", সত্য গায় :
"আমি চাই বাণীর প্রকাশ।"
রূপ গায় : "আমি চাই ভাব-বর"—ভাব গায় :
"আমি চাই রূপ-রস-রাস।"
একান্তে দুহু চায় দুহু-পূজা-বন্দনে
অতুল অগাধ সত্তায় ॥

পরম ভাগবত

এ জীবনে জনে জনে নদ নদী সরসীর সম ভায় :
আপন জল-তরঙ্গে আপন সঙ্গীত-স্রোতে ধায়।
সজ্জন সেই বিরল—সিন্ধুসম যে হেরি' ধরায়
অন্যের সুখ-চন্দ্রমা—ঢেউ আনন্দে উছলায়।

অকেলা

অব   আই সাঁঝকী বেলা।
রাগরঙ্গ ঝমকট কছু নাহি—হুয়া খতম অব মেলা।
গবাঁ দিয়ে দিন ধীমে ধীমে…
নাহক্ নিষ্ফল তুচ্ছ হসীমে :
বহুৎ খেল তূনে খেলে—পর্ সাঁচ্চা খেল ন খেলা।
যশকো তুমনে বহুত কমায়া…
দিন রহতে—ধন বহুত জমায়া :
দিরম্ অন্তমে কর হয় খালি—একভি বচা ন ভেলা।
সাঁঝ গঈ—অব আঈ রাতি…
ন কোই সঙ্গী—ন কোই সাথী :
পথিকহীন পথ চলা হয় আগে—তূ হী পথিক—অকেলা। (হারীন্দ্রনাথ)

বিশ্বচারী

মেরে হৃদয়কে রঙ্গমে   সারে জহাঁকে অঙ্গকো
তূনে সমায়া—ঔর ময়   ফির ঢূঁঢ়তা কিস্ রঙ্গকো?
মেরে হৃদয়কে সাজমে   হয় সারি ধরণী সজ্ রহী।
মেরে হৃদয়কী বাঁসরী   সারে গগনমে বজ্ রহী।
মেরে হৃদয়কে প্রেমমে   তূনে বনায়া হেমকো—
ফিরভী ভিখারীকী তরে   ময় ঢূঁঢ়তা কিস্ প্রেমকো?
হয় প্রেমগঙ্গা বহ রহী   তেরে হৃদয়কে আস্পাস্—
ফিরভী সদা তূ তৃষিত ক্যোঁ?   যে তো বতা রে প্রেমদাস!

(হারীন্দ্রনাথ)

— — ⌣ ⌣ ⌣ — — ⌣ — — — ⌣ — — — — ⌣ —
মে | রে হৃ দ য় কে | র ঙ্গ মে সা | রে জ হাঁ কে | অ ঙ্গ কো

হিন্দি সপ্তমাত্রিকে কবিরা মধ্যখণ্ডন প্রায়ই এভাবে করেন—লঘু-গুরু ছন্দে মধ্যখণ্ডন সমাদৃত ব'লেও বটে।

আজ এল যে সাঁঝের বেলা!
রাগরঙের জনতা নীরব—ভাঙিল মুখর মেলা!
দিনে দিনে···দিন যায়···কেটে যায়—
নিষ্ফল হাসি···তুচ্ছ কথায়···
খেলিলি কতই···শুধু হ'ল কই সকল খেলার খেলা?
আহরিলি যশ কত তুই মন,
সুদিনে সঞ্চি' কত···কত ধন!
দিনান্তে—কর খালি···ভিড়িল না কূলে একটিও ভেলা?
সন্ধ্যাও যায়···আসে ঐ রাতি···
সঙ্গী কোথায়?—কোথা তোর সাথী?
পথিক-বিহীন পথ চলে—আগে···তুই একেলা। (হারীন্দ্রনাথ)

তুমি আমারি হৃদয়ের রঙে রাঙাও
সারা বিশ্ব জানি ওগো চিররঙিন!
আমি তবুও কেন খুঁজে ফিরি সদাই
বলো রঙিতে রঙে কার রজনীদিন?
দেখি, আমারি হৃদয়ের ভূষণে চায়
নিতি সাজিতে প্রতি ধূলিকণা ধরায়,
রাজে আমারি হৃদয়ের বাঁশরীরাগ
দূর নীলাম্বরে মধুমূর্চ্ছনায়।

তুমি আমারি হৃদয়ের প্রেমে বঁধু,
রচো নিখিল হেমরাগমালা মোহন!
হায় তবুও ভিখারীর ম'ত আমি
খুঁজি কার সে-প্রণয়ের মধুমিলন?
বহে প্রেমের গঙ্গা যে চির-উছল
তোরি হিয়ার আশেপাশে অনুক্ষণ!
তবু তৃষিত কেন তুই জীবন-ভোর—
তোর বুঝি না প্রেমদাস ধারা কেমন! (হারীন্দ্রনাথ)

সালোক্য

(তোটক ভঙ্গিম)

এলো আজ কে চুপে বিশ্বরূপে—নিঃস্ব-মাঝারে ?
ফোটে তাই কি হেন দীপ্ত প্রীতি—চিত্ত-উছাসে ?
বসুধায় এলো কৃপায় কে—সুর-স্বর্গ-বিথারে ?
ধূলি চায় নীহারিকায় বলি' বিভায় সে বিকাশে।

ফুলকান্তি ঋতুশান্তি ঢালি' কণ্টক দলি'
এলো অন্ধ অনালোক-শোকে সে ছন্দ-ঝলকে।
এলো সুপ্তি যে সে ভাঙতে আজি মুক্তি উছলি'!
রূপ-তৃষ্ণা সে মিটায় বিজলি' কৃষ্ণা-অলকে।

সে যে গাইল : "প্রেমে চাইতে হবে দিব্য আঁখি আজ।"
হৃদি সইতে পারে কই—আরো বিশুদ্ধি যাচি তাই ;
দ্বিধাকুণ্ঠ ঘনগুণ্ঠ করো ছিন্ন রাজরাজ।
কহে সিন্ধু : "আমি বিন্দুবুকে আপনারে বিলাই।"

কে সালোক্য আলোবন্দনে শিহর ঝরালে—জয় !
দিলে বন্ধনে অনন্ত, লীলানন্দ-পরিচয়।*

উদার

বন্ধহীন। অম্বর তব চাই মহান্ !
শক্তি দাও—অন্তর তাহে রঞ্জিতে।
ব্যাপ্তিময় ভঙ্গের তব চাই নিশান—
কণ্ঠে মোর মূর্ছন তারি ঝঙ্কতে।

---

* দি লে বন্ ধ | নে অ নন্ ত | লী লা নন্ দ | প রি চয়্ |
In the fire of | the Im mor tal | in the sur ges | of the sea |

এ তিনটি কবিতা প্রধ্বনী ছন্দে রচিত। আমার "ছান্দসিকী" দ্রষ্টব্য।

ছন্দরাজ! শিঞ্জন তব ছন্দিব
তাল শিখাও : নৃত্যের বহে খণ্ডিয়া
শৃঙ্খলের যন্ত্রণ যত—মন্ত্রিব
ঊর্মিলায় মন্থ্রণ অভিনন্দিয়া।

সুর-বিহীন জর্জর তমো-লুপ্তি চাই :
তন্দ্রালীন মন্থর ভ্রমমুক্তি চাই।*

যুগান্তর

সুধাময় চিরস্বপ্ন চাই শঙ্কর!
মৃদুতন্দ্র বীণাঝঙ্কারের রাগ নয়।
সুখসঙ্গ সুরারঙ্গ ম্লান, মন্থর :
চাহি দীপ্তিময়ী মুক্তি, বন্ধনলয়

শিবশান্তি দীপকান্তি চায় আজ প্রাণ;
কাঁটাপন্থ ছায়ানন্দ-দোল নয় আর।
নীল-স্বর্ণ-আলো-পর্ণ দাও সন্ধান :
মোহ-মর্ত্য ত্যজি' সত্য-ধ্যান-ওঙ্কার।

মায়ানর্ম কায়াধর্ম বৈভব?—ধিক্!
যুগ-সূর্য তব তূর্য-স্বন-উজ্জ্বল।
গৃহাসক্তি নয়—ভক্তি গৌরব দিক্,
নহে অন্ন হে অকল্প, মন বিহ্বল—

তব নৃত্য-রাগ-দীপ্ত অম্বর-তায়!—
নহে স্বার্থ—পরমার্থ অন্তর চায়।†

---

* বন্ ধ হীন্ | অম্ বর্ | ত ব | চাই ম হান্ |
Flew my thought | Self lost | in the | vasts of God |

† সু ধা | রত্ ন | চি র | স্বপ্ ন | চাই শং কর্ |
In a | fla ming | as of | spa ces | curved like spires |

ব্যাকুলতা

নাথ, শিশুকাল হ'তে মুরলী তোমার বেজেছে যে কত ছন্দে—!
তব সঙ্গীত-তারা জেলেছে সন্ধ্যা কুহেলিকা-নিরানন্দে—!
আমি দিকে দিকে কত ছলেই খুঁজেছি হুলুধ্বনির সন্ধান :
শুধু বাঁশরী তোমার করেছে ব্যর্থ সব বৈভব বরদান !
বঁধু, মানি—পথভুলে আশা-পাল তুলে কামনা-তরণী বেয়েছি :
শুধু তবু তোমারেই চেয়েছি শ্যামল, অন্তর-তলে চেয়েছি।

আজো পড়ে মনে : তব নাম-কীর্তনে ঝরেছে নির্ঝর নয়নে—
যবে ধ্রুবচরিত্র প্রহ্লাদ গাথা শুনিতাম পুরাকথনে।
শুনি' শ্যামতন্ময়া রাধার অপার দুরভিসারের কাহিনী
কত মধুমিতে শিশু-হৃদয়ে আমার রণিত সে-রতি-রাগিণী :
জানি, সে-সুরের পথে পারিনি উধাও হ'তে বাঁশি—অনুসরণে :
তবু সেধেছি প্রাণে সে-মুরলীরই সুর বিরহে মিলন-স্বপনে।

পড়ে মনে—কৈশোরে একদা বলেছিলাম যে, চাহিনা তোমারে ;
গেয়ে কবি-অভিমানে উপমায় গানে : "যাত্রিব স্বেচ্ছা-বিহারে ;"
আজো পড়ে মনে—সে-মুহূর্তে আমার পুঞ্জিল প্রাণে শূন্য,
মনে হ'ল বল্লভ !—"তোমা বিনা বৃথা কীর্তি কর্ম পুণ্য।"
দিলে দেখায়ে আমারে : বলি না যতই—"তোমা বিনা
পারি বাঁচিতে" :
চায় অন্তরবীণা আমার কেবল তোমারি রাগিণী সাধিতে।

দিন যায়···অবেলায় যৌবন-প্রভা ম্লান হয় হৃদি আকাশে···
যায় মিলায়ে সাধনা-তপন আমার বাসনা-বাদল বিলাসে !
হায়, সে-অস্তদিশা তরে জাগে তৃষ্ণা—কার তরে উঠি উছলি' !
শুনি তারি স্বর : "বাজে সে-আলাপ-বাঁশি উষর জীবন সরসি' !"
আমি বহির্মুখর মূর্ছনা-মোহে চলিতাম গান গাহিয়া :
তবু জানো তুমি—আমি ধরিতাম প্রাণ-বাঁশির দিশাই চাহিয়া।

পরে দিলাম যখন ঝাঁপ তৃষাশার—লভিব করুণা পলকে :
তুমি কোথা গেলে স'রে উদাস' নয়ন—বারেক-বিজলি-ঝলকে।...
সেই বেদনায় আমি চাহিয়াছিলাম জিনিতে তোমারে সাধনে,
তব অলকানন্দা করিতে বরণ পৌরুষ-ধ্যান রাধনে।—
হায় মানি'—কাঁদিলাম : "নিষ্ঠুর তুমি, মায়া তব কৃপা অঘটন" :
তবু বিদ্রোহবুকে চেয়েছি তোমার আরতিই—প্রেম-বন্ধন।

ওই গান গেয়ে চলে নটিনী তটিনী ললিত লহর ছন্দে...
ওই শাখে শাখে ডাকে কোকিল পাপিয়া তোমারই চিরবসন্তে...
আজ নিখিল তোমার বাজায় শঙ্খ তব আহ্বান-বিহনে...
তব সুর-কায়া-ধ্যানে দূর ছায়াপথ হাসিছে কোমল কিরণে...
তা'রা তোমার প্রতিধ্বনি-মাতোয়ারা—এধরার ধ্বনি চায় না...
লভে কণাকামী তবু কণা : যে তোমারে চায়—সে কণাও পায় না।

বুঝি দিতেছ দীক্ষা ধীর প্রতীক্ষা-মন্ত্রে?—তাহে তো দুখ নাই :
শুধু কেন সও—যবে অকূল ছাড়িয়া পিছুডাকে ফিরে ফিরে চাই?
যবে জানো তুমি—দিগ্‌ভ্রান্ত আমার সোনার হরিণ কামনা,
জানো— গহন আমার অন্তর শুধু প্রার্থে তোমারি সাধনা,
যবে জানো বাহিরের তিলকে আমার কত বাজে নাথ লজ্জা—,—
তুমি রুদ্রের তালে কেন না ছিন্ন করো এ-অলীক সজ্জা?

আমি চেয়েছি তোমারে, কবিতা শিল্প গীতি-আল্পনা চাহিনি :
তুমি ভিড়ালে অবান্তর সেই দ্বীপে—যার তরে তরী বাহি নি।
যবে চিরবঞ্চিত কি তৃষা-চাতক চেয়ে নীলমেঘ-মিলনে?
চায় নিটোল দানেশে যে-জন—ভুলাবে মায়া দানে তারে কেমনে?
চির সুধা-বৈরাগী যে-হৃদি মধুপ অলথ পরাগ জপিয়া
কোন্ প্রাণে যে রহিবে নির্মধু মধুচক্র বিহারে মজিয়া?

অকৃতার্থ

দিনে দিনে যাবে দিন এমনি কি ? হৃদিবীণ
তোমার মুরলী-মিড়ে উঠবে না রণি' ?
তুমি যদি দূরে থাকো না ধ্রুবতারায় জাগো,
বাঁধব সে-কোন্ কূলে নির্লক্ষ্য তরণী ?
ঢেউ পরে ঢেউ ওই ভাঙে…ভাঙে…কোথা—কই
সূর্য-করতালি মেলা—আনন্দ ঝঙ্কার ?
রসভরা, কলস্বরা আনন্দ আরক্তাধরা
আশাপূর্ণা দৈববাণী কোথা বরদার ?

জীবনের মধ্যভাগে তোমার আহ্বান রাগে
উঠেছিল রঞ্জি হৃদিবাসর আমার ;
স্বপ্নসুখ-তটমেলা কামনা—রঙিন-বেলা
ছেড়ে এসেছিলাম শ্রীচরণে তোমার ।
ছিল কত সুখ স্বপ্ন… ছিল আশা—"প্রেম-রত্ন
অতল-ডুবারি হ'য়ে তুলিব সেঁচিয়া…"
গাহন করিলে তব পারাবারে নিত্য নব
মুক্তামণি-উপলব্ধি উঠিবে জ্বলিয়া…"
গাহিতাম অন্ধকারে : "গাঁথিব শরণ-হারে
তোমারি বরণমালা"—কত সাধ হেন…
নিশীথ নিবিড় তবু হ'ল কেন, বলো প্রভু ?
ঝংকৃল না দেবকণ্ঠ—কেন—কেন—কেন ?—

কত প্রশ্ন আসে ছেয়ে গোধূলির ছায়া বেয়ে,
তরুশাখে বিহঙ্গেরা গায় না তো আর !
না ফুটিবে ফুল ঝরে পল্লব ধুলায় মরে
বসন্ত ! তোমার বর বিনা অলঙ্কার

দিবজয়ী যেছে ম্লান বিষাদ নিরবসান
বিছায় অন্তর তটে উদাস কল্লোলে।
হৃদয় পিয়াসী হেন… তবু ও লুকায়ে কেন?
তোমার সন্ধান বিনা শ্যামল-হিল্লোলে
জাগে না উল্লাস আর… নীলাম্বর অন্ধকার
সংশয়ের কুহেলিকা ছায় কেন আঁখি?
ধূলি যে একান্ত ধূলি গগন-স্বপন ভুলি'
পাখা আছে; তবু নীলে ধায় কই পাখী?

তুমি কি জানো না বন্ধু, হৃদি যাচি' সুধাসিন্ধু
তবু কালকূট পান করে কী মায়ায়?
জানো না কি—কতরূপে আত্মরতি নাশে চুপে
শরণাগতির কলি? দলে কী ব্যথায়
সুখ-সম্পদেরে হিয়া? কী বেদনে উদ্বেলিয়া
ভালোবাসে যারে প্রাণ তারেও না মানে?
নহ কি অন্তরযামী? তাই অন্তরালে স্বামী,
রহ হেন ছায়া মৌন—না শুনি' আহ্বানে?

জীবনের প্রতিপদে কত উষা-কোকনদে
তুহিন করকা কশা হানে অবেলায়।…
লক্ষ রঙে যে ফুটিত যে-আনন সুধাস্মিত
পলকে বিষণ্ণ হয় গাঢ় যাতনায়!—
তবুও যে আশা জাগে বুকে বুকে হোলিরাগে—
থামিয়াও থামে না-যে অমৃত-ঝুলন—
সে কি বৃথা চলাচলে?— শুধু মিথ্যা দলে দলে
লভিবে কি বাহুবল শক্তি-সিংহাসন?

প্রিয়তম ! আর প্রাণে জাগিবে না গানে গানে
ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে তুলি' মাতায়ে অবনী ?
আস্তিকের পরাজয় রটিল-যে বিশ্বময়
এখনো কি আসিবে না উদ্ভাসি' সরণী ?
তোমার বৈদূর্য হাসে আলো ম্লান চিত্তাকাশে
তোমার অকায়া দীপ্তি, এসো—দেখা দাও।
যত কেন অপরাধ করি নাথ দিনরাত,
তবু যে তোমায় চায় তাহাকে জাগাও।

তোমার অপরাজেয় দীপমন্ত্রে হে অমেয়,
ভয়াল ঝঞ্ঝার বুকে ধ্রুবতারা হেন
এসো দলি' যুগান্তের অন্ধকার—সুন্দরের
দীপ্তিরাগে—নীলাশা না যায় নিভে যেন
সংশয়-তুফান-রণে প্রত্যয়ডমরু-স্বনে
পঙ্কজ-ভরসা পঙ্কে তুলিতে ছন্দিয়া
পুষ্পরাজ দণ্ড ধরি' দাও আজ্ঞা—রূপান্তরি'
প্রতি কাঁটা গোলাপিয়া বসন্ত ঝরুয়া।

তোমারি শরণ-সুরে··· অনিন্দ্য মধু নূপুরে
বহাও বিরহব্রজে মিলন-যমুনা ;
এসো প্রাণ-বৃন্দাবনে কল্পনা-কদম্ব-বনে
রাধা বাঁশি-ইন্দ্রজালে উচ্ছলি' করুণা
মর্মের অতল তলে যত মণি-গীতি জ্বলে,
তোমার শরণ-সুরে উঠুক ঝঙ্কারি' :
জ্বালায়ে প্রেমের শিখা অন্ধতার যবনিকা
করি দীর্ণ অবতীর্ণ হও হে কাণ্ডারী !

আলোক-লতা

(১)

আকাশ কেন সুনীল এমন ? উর্মিলা উল্লাসের-তালে-তালে
গান গেয়ে ধায় কার স্তবে, মা ?—গভীর দৃষ্টি ঘুচায়ে অন্তরালে ?
ফুল দোদুল ঐ অরুণ-শাখায়,
বাধার-ঘনঘটা কোথায় ?
তারার প্রদীপ হীরক-হাসির টিপ পরালো আঁধারের কপালে।
বিহঙ্গ ঐ সুদূর গগনাশে
স্ফটিক-মুক্তি ফলে পাখায়—কার ?
কুঞ্জে কাঁপে বাসন্তী উচ্ছ্বাসে
কারত কণ্ঠের আনন্দ-ঝঙ্কার ?
নিসঙ্গ আজ সঙ্গ পেলো কোন্ স্বজনের ? কার অনঙ্গ লীলা
উঠল দুলে নিরন্ত এই বর্ণ-ঢেউয়ে—হরিৎ স্বর্ণ নীলা ?

(২)

বেদনা আজ লজ্জা পেয়ে মুখ ঢাকে ! কই, ক্ষোভের পরিচয়
পাই না মনের দাবি-দাওয়ায় ! ঘটল রূপে কোন্ অরূপের জয় ?
অন্তর-আজ-আচম্বিতে
উঠল জেগে কী সঙ্গীতে ?
তোর চেতনায় দীপ্তি বুঝি হিল্লোল এমন বিছায় বিশ্বময় ?
যত স্বপ্নকলি কি আজ তাই
সূর্য-পানে তোর মা মেলে' দল
কিরণকে চায় সাথী ?—তাই কি নাই
যুগান্তরের নিরাশা নিষ্ফল ?
ব্যর্থতা তোর কৃতার্থতার আভাব পেল ব'লেই মলয় তোর
শীর্ণ সাধের দীর্ণ শাখে ঝরায় প্রেমের সুগন্ধ অঝোর ?

সহযোগ

আজকে আমায় অনুযোগের অভিযোগের সাজ হ'ল পালা
তোর বরে মা কৃপাময়ী! তাই কি মলয়-ফুলে পূজার ডালা
ভরল আমার? তোর চরণে সার্থকিল সব শরণে
মঞ্জরিল জীবন? মনে তাই কি উছল আলো?
পুণ্যপরাগ কমল ফোটে প্রাণের হ্রদে!—পুলক ছোটে!
তোর ঢেউয়ে জড় আড়াল টোটে! যায় ভেসে সব কালো!—
রসনা আনন্দ ঝরায়—কণ্ঠে দোলে কৃতজ্ঞতার মালা!
সেই সুগন্ধে অকৃতজ্ঞ অনুযোগের সাজ হ'ল পালা।

দীনতা-সুর বক্ষে জাগে—চক্ষে রাঙে পৌর্ণমাসী দ্যুতি:
নগণ্য রূপ সেই জ্যোৎস্নায় তাই তো বিলায় বরেণ্য আকৃতি!
ছোট্ট মিড়ে ঝঙ্কারে আজ বিপুল গমক,—শঙ্কারে লাজ
দেয় যেন কোন্ টঙ্কারে,—বাজ আর তো গুরু গুরু
গর্জায় না চিত্তাকাশে, ধূসর মেঘও দীপ্তাভাষে
হাতছানি দেয় রং-সুহাসে! আর তো দুরু দুরু
করে না এ-অন্তর—পায় স্বল্পও তোর অনল্প বিভূতি!
কল্পলোক আজ বক্ষে জাগে—চক্ষে এ কোন্ পৌর্ণামাসী দ্যুতি!

দেখিয়ে দিলি আচম্বিতে: দিলেই দাতা—যায় না সে-দান পাওয়া:
ধ্রুবতারা জ্বলছে ব'লেই হয় না তরী সেই দিশাতে বাওয়া।
কিরণ পড়ে জলে স্থলে: স্ফটিক মুকুর তারে কলে
সবায় চেয়ে, সেথাই ঝলে পূর্ণকান্তি তপন;
আকাশ-আকিঞ্চনেই তো তাই নির্মলতার সাধনে পাই
শুনতে মা সুর তোর—যবে ধাই করতে তোকে বরণ—
তখনই তোর প্রভাত ফোটে প্রাণ-দিগন্তে—চাই অনন্ত চাওয়া:
নওয়ার সহযোগেই মেলে: দিলেই দাতা যায় না কিছু পাওয়া।

বিকাশ

তাপের প্রগতি পথে সে কলধ্বনি'
একদিন গেয়ে ওঠে : "দেখ আমি ধন্য !
আমার বুকের দাহনা রূপান্তরি'
হ'ল আজ আলো—ত্রিভুবনে যে অনন্য !"
মাটির গর্ভে পঙ্কের আত্মীয়
বীজ একদিন গেয়ে ওঠে: "কী আনন্দ !
নই আমি আর মাটি, অনিন্দনীয়
ফুল হ'য়ে শুধু বিলাই মধু সুগন্ধ।"
মর্ত্য মানব তেমনিই একদিন
ওঠে গেয়ে তার বাজায়ে অভয় শঙ্খ :
"নই নিয়তির দাস আমি—কালাধীন,
জীবন্মুক্ত প্রেমল আমি অশঙ্ক।"

কর্মযোগী

সারথি চালায় রথ তার,
চিত্রী পুলকে তুলি ধরে,
পূজারিণী গাঁথে ফুলহার,
কৃষাণ বীজ বপন করে।
নট করে প্রেমে অভিনয়,
গুণী গায় সুরে রাগমালা,
কবি কবিতায় তন্ময়,
নাচে তালে তালে ব্রজবালা।
সাধে আনন্দে নিখুঁৎ কর্ম যে,
কর্মমন্ত্রে সাধিছে ধর্ম সে।

রাত সাড়ে এগারোটা ২৮।৫।১৯৬৮

গুরু ভাই-বোন

প্রাণ চায় নিত্য প্রাণে কোন্ সে-অচিন টানে
কে বলিতে পারে ?
শুধু জানি—চায় আশা প্রত্যাশা, স্নেহের ভাষা
আনন্দ-বিহারে।
তনু তনুস্পর্শ চায়, মানস ছুঁইতে ধায়
দরদী মানসে ;
হৃদয় যখন টানে হৃদয়ে—তখনো মানে
হৃদয়েরই রসে।
অন্তরেরো সম্ভাষণ— ঝিকিঝিনি অনুক্ষণ
দানে প্রতিদানে,
শুধু গুরু দেয় যবে দীক্ষা পরমের স্তবে
শিষ্য-শিষ্যা জানে—
মিলেছে তাহারা এসে গুরুরেই ভালোবেসে,
পরস্পরে তাই
চায় কাছে স্তবগানে গুরুরই আশিস্‌টানে
যেথা নাই নাই
সমতল গতাগতি, হিয়া সেথা উর্ধ্বরতি
চেয়ে গুরুপানে
শোনে গুরু-গীতা মাঝে কৃষ্ণেরি মুরলী বাজে
"আয় আয়" তানে।
সেই সুরই নিত্য বাজে প্রতি শিষ্য হৃদিমাঝে,
যেন গুরু স্নেহ
রূপান্তরিয়া ডাকে পরস্পরে অনুরাগে
দিতে স্নিগ্ধ গেহ।

যেমন বিচ্ছিন্ন গ্রহ পরস্পরে অহরহ
টানে যবে—জানে
সূর্যেরি টানের বরে টানে গ্রহ গ্রহান্তরে,
তাই এক তানে
গুরু-সূর্যে আত্মহারা করে প্রদক্ষিণ তারা,
পায় ধরে যাঁর
হৃদয়ে প্রীতির আলো, গ্রহ বাসে গ্রহে ভালো
বরি' অভিসার।
তেমনি গুরুর গেহে গুরু-ভাই-বোন স্নেহে
বাঁধা এক ডোরে
বরি' গুরুভক্তি প্রাণে সাধক-সাধিকা টানে
প্রেমে পরস্পরে।

নামদাতা

॥ শ্রীশ্রীসীতারাম ওঙ্কারনাথ শ্রীচরণে ॥

হে মহাপ্রেমিক যোগী, যে-তুমি করেছ আবাহন
ভগবানে চিরদিন—করি' দীপ্ত আত্মসমর্পণ
চরণে তাঁহার,
এ-প্রার্থনা চরণে তোমার :
"এক কণা ভক্তি দিও পুণ্য-প্রাণ হ'তে তব— করি'
ধন্য দিশাহারা পাছে তব সান্দ্র করুণা নির্ঝরি।"

এ-যুগে এসেছ তুমি বিনির্মল নামসাধনার
প্রমূর্ত বিগ্রহরূপে— ছায় যবে ঘোর অন্ধকার
নাস্তিক্য-তুফানে,
সে-যুগে তোমার মন্ত্রগানে
ওঠে ঝঙ্কারিয়া শুনি উচ্ছ্বসিত শ্রীকণ্ঠে তোমার :
"নাই ভয় পুণ্যভূমি ভারতের দেবতা-আত্মার।"

সৃষ্টিবিকাশ

যতই তোকে বাসব ভালো—হৃদয়তটে জ্বলবে মা তোর আলো,
দেখব : ধীরে আলোর বানে সন্ধ্যার বাঁধ অলক্ষ্যে মিলালো।
স্বর্ণ-উষার বর্ণ-রাগে
রাঙবে মা, প্রাণ প্রেমের ফাগে
নির্ঝরিয়া—সেই প্লাবনে শুভ্র শুচি হবে নিখিল কালো।
অভিমানের আবর্জনা যত
ছুঁয়ে মা তোর পরশমণি—হবে
অমল মাণিক—পুণ্য সে প্রেম ব্রত :
ধন্য জীবন করবে—মহোৎসবে :
যতই তোরে চিনব—ততই জিনব জটিল কাঁটার কোটি বাধা,
তোর সুরে মা গাইতে যতই শিখব—সাধন সুরটি হবে সাধা।

যতই কাছে আসব মা তোর—মিথ্যা হ'তে দূরে স'রে যাব,
শরণ-ঢেউয়ে ভাসব যতই অকূলে তোর কূলের দিশা পাব।
কৃষ্ণ-করাল শক্র শত
বক্ষে মা তোর হবেই হত,
সাঁতার ছেড়ে দুলব ভেলায়—বাদলে তোর বন্দরে ভিড়াব।
নিচের ছলী ছায়া-কুটিল টানে
সাড়া তো আর দেব না সেই দিনে,
মা, তোর ধ্রুব গগন-অভিযানে
তুফানে পথ হেলায় লব চিনে :
তোকে যতই চিনবে হিয়া—ততই প্রিয় বসন্ত-বন্দনা
প্রাণ-বাগানে ঘটবে—হবে ব্যথা যত আনন্দ-মূর্চ্ছনা।

গাঁথতে যতই চাইব মালা—ফুটবে জানি মা, তোর পূজার ফুল
প্রশ্ন-উষর মন-আগুনে, আকাশবাণী দেখিয়ে দেবে ভুল
ধূলিকণায় ঝলবে তারা,
আর হব না দিশাহারা,

পঙ্ক—সে-ও সহায় হবে—ফুটিয়ে প্রণাম পঙ্কজ-দোদুল।
কৃপায় বরে বুঝব—বরণ করে
বিবাদ-বাধায় কেন অন্ধ মন ;
বুঝব—চুরি ক'রে ভাবের ঘরে
কেন সে তোর হারায় শ্রীচরণ ;
বুঝব যতই কৃষ্ণা সাথে—শুক্লা মা তোর বল দেবে জীবনে :
করুণা তোর মানব যতই—জানব ভালোবাসতে বিশ্বজনে।

গ্রন্থিমোচন

গহন চিত্তে কতই গোপন গ্রন্থি-যে মন বাঁধিস নিশিদিন :
আবছা কত দুরভিমান—ক্ষুব্ধ কত প্রত্যাশা মলিন।
আশীর্বাদে মেটে না আশ,
তাই করুণার পাস্ না আভাস
ফুল ফোটালে সে প্রাণে—তোর অনুযোগে হয় সে প্রভাহীন।
সুরদুলালী কুটিল প্রশ্নপাকে
বন্দিনী হয় বেসুর কারাগারে
কুজ্ঝটিকা ঘনায় পথের বাঁকে
তবু মাতিস্ স্বেচ্ছাচারি বিহারে,
চাস্ না নয়ন মেলতে প্রেমের, তাই কামনায় করিস্ বরণ সাধে,
সেই কামনা মায়াবিনী শান্তির আশা দিয়ে গ্রন্থি বাঁধে।

আপনাকে তুই বাঁচিয়ে চলিস্ লক্ষশত সূক্ষ্ম আঘাত থেকে,
ভীরুতাকেই কাব্যসুরে লালন করিস্ মধুর নামে ডেকে ;
তাই তো জ্যোতি নামে যখন
দেখিস্ না তুই—বাধা কেমন
ভাবের ঘরে করতে চুরি শেখায়—স্বর্ণযুগের ছবি এঁকে
যেথায় যত অশ্রু-আরাম রাজে,
নিয়ে পাতিস রং উচ্ছাসের ঘর,

বুঝবি কবে—সাধকের না সাজে
আপোষ ক'রেও কেঁদে চাওয়া বর ?
বুঝবি কবে—"কালোই আলো" করতে প্রমাণ যুক্তি হেসে আসে
বন্ধুবেশে ছদ্ম-অরি—তাই মন এত যুক্তি ভালোবাসে ?

"পেতেই হবে মুক্তি"—গেয়ে গান বল্ তুই—উদার গগনে,
মেলতে হবেই প্রেমের পাখা—ছেড়ে চেনা পৃথ্বী-বরণে।
নামবে তবেই ভূলোক ঝলি'
দ্যুলোক-দুরাশ মন্ত্রবলী :
দেহের প্রতি বাতায়ন আজ খুলতে হবে উর্ধ্ব-শরণে।
প্রেম-সরণী রুধলে কুটিল কাঁটা—
আলোয় চিনে তুলতে হবে তোকে,
এলেও অভিসার-জোয়ারে ভাঁটা
চলতে হবে পাল তুলে অশোকে :
তুফান-আঁধির ঘূর্ণীতে মন, তাহ'লে তোর ডুববে না সম্বল,—
পাষাণ-বাঁধও বল যোগাবে জাগিয়ে প্রাণে প্রণয়-প্লাবন-ঢল।

দিব্য দৃষ্টি

কার জগতে আছে চেতন—রটাস্ যে মন এমন দর্পভরে ?
দৃষ্টি যাদের করুণাময় নিয়ন্তাকে স্বীকার নাহি করে ?
চূর্ণ ঢেউয়ে চমকে বেড়ায়
যে সব দ্যুতি ক্ষণ-মেলায়,
দীক্ষা তারি মন্ত্রে যে চায়, বলবি কি—সে-ই দ্রষ্টা চরাচরে ?
যেজন ফুলের ক্ষণ-দোলাই জানে,
ফলবিধাতা ভবে আছে কিনা—
প্রশ্ন করে সংশয়ে—না মানে :
বন্ধ্যা ভূমি দৈবী কৃপা বিনা,
"সুদূর তপন তরে তরু বৃথাই মেলে বাহু"—যেজন গায়,
সাধনে যে সিদ্ধি মেনে সিদ্ধিদাতায় পাশ কাটিয়ে যায় ?

কিম্বা—তারই আছে চেতন—যেজন প্রতি বীজের বিকাশপথে
মন্তরণের অন্তরালের মন্ত্রগ্রহণ জপে জীবনব্রতে ?
যে বায় উড়ে পাখীর পাখায়,
নির্ভয়ে সুদূর নীলিমায়
মিথ্যা চমূর সিংহনাদে সত্য দিশা দেখায় রণাহবে ?
যে-জন প্রতি আঁধার আঁখির কোলে
বরণ করে তড়িন্মালায় চমক,
শোনে হিয়ায় তুফান-কল্লোলে
রুদ্রদেবের কৃপায় মন্ত্রগমক
বাইরে যবে বজ্র হানে—তার মাঝেও পরশ যে পায় প্রাণে
অগ্নিদাহন তলেও অমল স্বরজ্যোতির—সৌদামিনীর পানে ?

মন রে, তোকে অন্ধই আজ হ'তে হবে—বেচাকেনার পালা
সাঙ্গ ক'রে—হাতে নিয়ে অলখ বঁধুর গন্ধারতির আলো।
স্বপ্ন ভবে স্বপ্ন তো নয়,
জাগরেও তার বরাভয়,
তাকেই বরণ করতে হবে—আজ যে রে তোর একলা চলার পালা।
জগত যদি বলে ব্যঙ্গ হেসে :
"রূপ-আড়ালে কোথায় অরূপ-ভাতি ?"
চললে তবু তীর্থের উদ্দেশ্যে
নির্ভরই তোর ধরবে পথে বাতি।
জিনতে যারে হয় প্রেমে—কেউ পারে কি তার কিনতে রে দরদামে ?
মানবি যবে অন্ধ শরণ—তখনই মন, চিনবি প্রাণারামে।

প্রত্যুত্তর

মা ব'লে ডাকিস না রে মন, মা-কে কোথা পাবি তাই ?
থাকলে এসে দেখা দিত, সর্বনাশী বেঁচে নাই।
ঘনালে রাত আমরা জপি :
"ভয় কি ? কালই উঠবে রবি !"
দেয় যে আলো বেসে ভালো, করে তাকেই প্রেম সবাই :
রং যার আঁধার, নেই স্নেহ যার—কে চায় তার কোলে ঠাঁই ?

কাঁদে শিশু : হায়, মা বিনা
আমি যে কিছুই জানি না,
মার বুকে তাই জাগি ঘুমাই, হাসি কাঁদি, নাচি গাই
মা ছাড়া যার নেই কেউ—তার গায় না কি প্রাণ : "মাকেই চাই !"

মা বলে হাত বাড়িয়ে হেসে :
"কাঁদাই আমি ভালোবেসে
অশ্রুমেঘে স্নেহে জেগে রামধনু হাসির রঙাই
কান্নানিশার ব্যাকুলতার ডাকেই উষার সুর সাধাই।

আশ্রয় *

জানি মাগো সবই জানি, তোমার কথাও সত্যি মানি
কেবল, কী আর বলব মা হায় ডেকেই অমনি সাড়া চাই।
তোমায় শুধু চাইলে কাছে যায় না পাওয়া বুকের মাঝে,
মনের মত হ'লে তোমার তবেই তোমার দিশা পাই।

* এ-গানটির প্রথম দুটি চরণ কুমার নরসিংহ রায়ের—বাকি চরণগুলি আমার রচনা—পাদপূরণ। "যে আলো করেছ শ্যামা" গানটিরও মাত্র প্রথম দুটি চরণ তাঁর।

যে-ভালো করেছ শ্যামা, আর ভালোতে কাজ নাই।
(এখন) ভালোয় ভালোয় বিদায় দে মা, আলোয় আলোয় চ'লে যাই।
কেমন তোমার করুণা মা,
জানতে বাকি নেই তো শ্যামা,
তবুও মুখ ফেরালে মা—ভাবতে আজো ব্যথা পাই।
শুনেছিলাম—তোমার শরণ
যে-চাই সে-ই পায় মা চরণ,
কেবল আমিই সব ক'রে পণ অকূলে যে কূল হারাই।
তবু শোনো রাখি ব'লে
জীবন যদি যায় বিফলে,
মরণেও চোখের জলে তোমারি পায় চাইব ঠাঁই :
গাইব শুধু তোমারি নাম—তোমায় দেখা পাই, হারাই।

আশ্বাস

জানি আমি মনে ব্যথায়—সব দিতে তোর পারিনি পায়
তবু শিশু তার হাত বাড়ায় চাঁদ দেখে দূর নীলিমায়।

দিলীপদা

যে-ভালো করেছ শ্যামা"—এ-গান আমরা কে না গাই
আঁখর দিয়ে : "শুনি—আছ, ডাকলে দেখি থেকেও নাই!"
মানের ঘরে তাই রোজ আমি চাই দিতে মা-র পায় প্রণামী :
"তোমার ভালো তোমাতে থাক আমি মা আজ বিদায় চাই।"
বলেছি তো তাই প্রথমেই—তফাৎ কেবল নেই এখানেই
নাস্তিক-আস্তিকের—তোবে চোখের জলে দুজনাই।

ইতি আপনার স্নেহধন্য শ্রী—

* এক প্রখ্যাত শিল্পী পুণার মন্দিরে আমার মুখে এ-নাটকটি শুনে আমাকে যে মজার চিঠি লিখলেন তাঁর ভাবানুবাদ দিলাম। "যে-ভালো···চ'লে যাই" এই আস্থায়ীটুকু কেবল কুমার নরসিংহ রায়ের রচনা।

৬

শ্রী—বন্ধুবরেষু,

বড়ই ধাঁধায় আজ ফেলেছ, চিঠি দিলে, নেই ঠিকানা!
গোলাগুলির বার্তা এল—গোলন্দাজের নেই ঠিকানা!
কলকাতা "সত্তেরো"র চক্র খবর বটে লিখলে খামে,
চমকে দিতে চাইলে বুঝি, জানিয়ে—আছ গোলক ধামে?—
যেখানে সব ডাকহরকরা পৌঁছিয়ে যায় লক্ষ্য শেষে:
ভাবটা—তোমায় চেনে না—নেই এমন পিওন বাংলা দেশে?
এই গূঢ় সংবাদটি দিতেই রাস্তাঘাটের কোনোই দিশা—
দিলে না—নয়? তাই—সবাই চেয়ে থাকে অনিমিষা
নেই-ঠিকানার প্রসাদ পেতে। বুদ্ধিমানে জানেই জানে:
পাই না যাদের হায়রে নাগাল—মন আমাদের তারাই টানে।

জল্পনা-কল্পনার পরে মনে হোলো সুপ্রভাতে:
আচ্ছা, দেখাই যাক না কেন পাঠিয়ে চিঠি কলকাতাতে
পথভ্রষ্ট হয় কি না সে—করলামই বা এক্সপেরিমেণ্ট:
"দুর্গা" ব'লে ঝুলে পড়ায় বলবে কি নেই কোনই পয়েণ্ট্?
রাতারাতি সিদ্ধি কারো হয় কি বিনা আরাধনা?
তীরন্দাজি সবাই পারে, টার্গেটে পৌঁছয় কজনা?
"যে ভালো করেছো শ্যামা"—গায়নি যে এ-ধরাতলে,
"ভালোয় ভালোয় আলোয় আলোয়" বিদায় চেয়ে চোখের জলে,
জানার ম'ত জানে নি সে একটি কথা আজও প্রাণে:
(বুদ্ধি খবর পায় না যার হায়, জানে শুধু ভক্তিমানে)
অর্থাৎ, মা রাখলে সুখে দিই পায়ে তাঁর ফুলাঞ্জলি,
"মা বিনা কিছুই জানি না"—করি শপথ সমুচ্ছলি'।
আকাশ যখন সুনীল, বিছায় বাতাসে সুর-বাসন্তিকা,
যৌবনের উৎসাহে জ্বালাই প্রাণ-আবেগের দীপালিকা,

বন্ধু সখা স্বজন প্রিয়া পুত্র কন্যা দলে দলে
"আমরা তোমায় ভালোবাসি"—হাসি মুখে যখন বলে
ধুলামুঠা সোনামুঠা হ'য়ে শোনায় দৈববাণী :
'তুনিয়াটা রংমহল'—তখন আমরা বলো কে না মানি ?
জাদুকরের জাতু যেমন নরকে করে হর পলকে,
প্রাণের সুরা তেমনি নেশার আবেশ ঝরায় রূপ ঝলকে।
এই যৌবনের পরশমণিই তুচ্ছকেও করে সোনা,
অণীয়ানেও মহীয়ানের মঞ্জরিত হয় চেতনা।
রক্তে যখন শঙ্খ বাজে—নিঃস্ব বুকেও স্বপ্ন জাগে
হয় মনে—নয় কিছুই কঠিন দেদীপ্যমান আশার রাগে।
মনে তখন শৌর্য বাজায় তুন্দুভি, সে গায় হাঁকিয়ে :
"সৃষ্টির আমি অধিকারী, লক্ষ বাধা যাই ডিঙিয়ে :
ফোটায় ফুল বালুচরে ছন্দ-দোতুল ইন্দ্রজালে,
ঝরিয়ে সুরে ঝর্ণাঝারি চলব সুখে রঙ্গতালে।
মেঘমৃদঙ্গে শুনব না তো বজ্র বেসুর হুহুঙ্কারী,
ধরবে পথে বিদ্যুৎ আলো তার—যে হবে অভিসারী।

কিন্তু কিছুই নয় অফুরান—চোখের জ্যোতি, মুখের হাসি,
কীর্তি-নিশান বিজয়-বিষাণ, মলয় শিথান তাপনাশী।
রক্তে জোয়ার ভাঁটিয়ে এলে দিনগত-পাপক্ষয়ে
ক্রমে অতী ঘোড় শোয়ারও চলে যেন ভয়ে ভয়ে।
একে একে দেহের মনের প্রাণের শক্তি যখন আসে
ঢিমিয়ে—তখন কার ভরসায় বুকবাঁধে বীর হতাশ্বাসে ?
দূর আকাশের অন্তরালে শ্যামা মাকে তখন দুষি,
কৈশোরে যৌবনে যিনি ছুটিয়েছেন খেয়ালখুশী
অভিযানে দিগ্বিজয়ে—পাই না তাঁকে মর্মপুরে ;
তবু তাঁরই প্রেম গায় : "ওরে, থাকি না তো আমি দূরে।"

চোখে যখন পর্দা পড়ে—প্রাণের দুয়ার তখন খোলে,
অবিশ্বাসের ঝড় তুফানেও আর্তকে নিই তুলে কোলে।
বুদ্ধিবিচার আমার দিশা না পেয়ে গায়ঃ এ যে ধাঁধা!
সাপের মাথায় জ্বলে মণি কালোর কেন্দ্রে রাজে সাদা!
রেণুর হৃদেও আমি পাতি নিরবসান আসন কৃপার,
বিরাটেরও সিংহাসনে আমারি তো জয় জয়কার।
তাই বিন্দু ধীরে ধীরে সিন্ধুর ধ্যান মগ্ন হ'য়ে
পায় সিন্ধুর বরণটিকা তার স্বরূপের বাণী ব'য়ে।"

নয় নিস্ফল কিছুই ভবে, যত পূজা হয়নি সারা
এ-জীবনে—পরপারে হবে না কেউ পথহারা।
শ্যামা মাকে যে ডেকেছে আলোয় ছায়ায় দুঃখে সুখে,
হাজার দুঃখ পেলেও সে তাঁকেই ডাকে যুগে যুগে।
যদি বলে অভিমানে—"কৃপা তোমার কেমন জানি।"
অন্তরে সে মানেই মানে—"কৃপা বিনা নেই পারানি।"
মনের অগোচর নেই পাপ, তাই জানি ভাই, কত ছলে
ভাবের ঘরে চুরি ক'রেও চাই ঠাঁই মা-র চরণতলে।
"ডাক দেখি মন ডাকার ম'ত কেমন শ্যামা থাকতে পারে—
নয় এ কথার কথা, এযে জ্যোতির মন্ত্র অন্ধকারে।
ডাকার ম'ত ডাকতে শেখার দীক্ষারি নাম প্রাণসাধনা,
মাকে ভালবাসতে চাওয়া—এই তো আসল আরাধনা।
এই পূজাতে একান্তী যে হয়েছে ভাই, পাবেই অভয়,
কাঁদে যখন তখনও সে সাধে তাঁকেই তাঁর গেয়ে জয়।

ইতি

তোমার নিত্যশুভার্থী

দিলীপদা

অকিঞ্চন

করব ভাবি অনেক কিছুই, হয় না করা হায়।
ভাবা-করার সমন্বয় কি সহজ সাধনায়?
স্বপ্ন জাগায় উদ্দীপনা, বাস্তব নির্দয়
পদে পদেই দেয় যে ভেঙে—এও কি সত্যি নয়?
তবে কিনা ভাঙাগড়ার মধ্যে দিয়েই শিব
জীবকে করেন উর্ধ্বমুখী জ্বালিয়ে তাঁর প্রদীপ
অন্তর মন্দিরে—এ-ও আমরা সবাই মানি;
তাই বেদনা দিলে হানা জানি—নেবেন টানি'
পায় তিনি তাঁর—সত্যি নিতে চাই যদি শরণ—
হয়েছে এ-বিশ্বাস অটল হ'য়ে অকিঞ্চন।

কিন্তু যখন হয় দর্পচূর্ণ তখন বাজে,
তবু হ'তে অকিঞ্চনই চাই সে-ব্যথার মাঝে।
কর্মের পাশ কাটবে কিনা জানি না ভাই, আজো,
শুধু জানি—নিরর্থ নয় তুচ্ছতম কাজও।
নিরর্থ কি হ'তে পারে—আনন্দ যখন
জড়িয়ে থাকে প্রতি কৃতির সাথেই অনুক্ষণ?
তাই গাই: "নাথ, সত্যি যদি নিত্য তুমি রাজো
প্রতি সুরেই—কর্মসুরেও সেই তুমিই তো আছ।
কতবারই হার মেনেছি—দোষ ধরো না তায়:
পরাজয়েও চেয়েছি তো ঠাঁই তোমারি পায়।
রাঙিয়ে দিলে, মাতিয়ে দিলে, জাগিয়ে দিলে প্রাণ—
এই ধুয়াতেই প্রতি কর্মে সাধব তোমার তান:
বেশ, তুমি চাও এই যদি—হোক কর্মই আরাধন:
ভক্তি-কৃতির গমক দিয়েই কাটব সব বাঁধন।

কতই তুমি দিয়েছ আমায়—সবাই বলে, শুনি,
মানি—অকৃতজ্ঞ তো নই, তবুও দিন গুণি—
কবে কানের মধ্যে দিয়ে তোমার চরণধ্বনি
উঠবে বেজে প্রাণে গেয়ে তোমার আগমনী ?
শুনিয়ে তোমার নূপুর বাঁশি থেকো না আর দূরে,
বাজলে বেসুর বাইরে—যেন তোমার বাঁশির সুরে
মিলিয়ে নিতে পারি আমার মর্মবীণার তার,
গাইতে—"শুধু সুরসাধনায় প্রেমের সে-ঝঙ্কার
চিত্তে ফোটে প্রেমল ব্রজরাজের শ্যামল ছায় ;"
ঐ যে বাজে : সেই সব পায় যে তার সব হারায়।'

দিনে দিনে যায় কেটে দিন যতই—চোখের ঠুলি
পড়ে খ'সে—যাই দেখি তার দৃশ্যে উঠি দুলি ;
দেখি—নীরস-সরস দুঁহুঁ কৃপায় দুটি ধারা,
দুঃখ-সুখের যুগল নাচেই ভাঙে যুগের কারা।
রাত পোহায় তো এম্‌নি ক'রেই : পলে পলে তুমি
ভাঙছ বাসনার কারাগার সাধনায় কুসুমি,'
আলোর বরে দেখিয়ে দিতে—"কালোর নেশা মায়া"।
সবই মেনে গাই তবুও : "নিঠুর হে অকায়া!
ধরবে কায়া কবে ? রবো হৃদয়দুয়ার খুলে
আর কতদিন ? আসবে কবে নিতে কোলে তুলে ?

"গান গাওয়ালে কতই প্রেমের! ঘোরালেও কত
আশার গোলোক ধাঁধায়! এবার আমার মনের ম'ত
ক'রে তোমার নাও গ'ড়ে নাথ! নিতুই আমি হারি :
তুমি শরণ না দিলে কি চরণ পেতে পারি ?

"শিল্পে গানে কাব্যে গেছ তুমি ছুঁয়ে ছুঁয়ে
দাওনি ধরা প্রাণে আমার চিরচরণ থুয়ে।
এখনো কি হয়নি সময় আকুল অকিঞ্চনে
ডাক দিতে নাথ, প্রেমের লীলায় তোমার বৃন্দাবনে?
'আর কতদূর—আর কতদূর'—এত সাধি, ডাকি!
দাও না সাড়া অকরুণ!—এ-দুঃখ কোথায় রাখি?

"না না, ঐ যে বাজে বাঁশি: কান্নাকাটি আমার
হয়নি বৃথা—আমায় মনে আছে আছে তোমার।
শরণ তোমার চেয়ে তোমায় বরণ করি যদি,
তোমার-আমার মিলন হবে নিটোল, নিরবধি!
শুধু যতদিন না তোমায় পাই দেখা জগতে
সবার মাঝে—থেকে থেকে এসো সোনার রথে:
নয় শুধু স্বপনে—এসো ব্যথার জাগরণে,
চম্‌কে তিমির ক্ষণিক তোমার অপার শিহরণে।

"অধন্য নই আমি—তোমার বর পেয়েছি যখন,
কেবল, যত পাই তত চাই—তৃষ্ণারি নাম ভজন;
তাই এ-চাওয়ার ফিন্‌কি হ'য়ে জ্বালাও তোমার শিখা
পুড়িয়ে দিতে আমার যত অবোধ অহমিকা।
চাই বলতে—'আমি তোমার' তোমারি প্রসাদে;
'তুমি আমার'—এমন দাবি করতে যে হায় বাধে!

"না না, আবার গায় বাঁশি ঐ: 'যে সব হারায় তার
'ঠাকুর আমার'—এ-ঘোষণার পায় সে অধিকার।
সোনার-হরিণ রং-বিলাসের সাধ যার যায় স'রে—
সেই প্রেম-উদাসীকেই তো সে নেয় তার আপন ক'রে।
নেই কিছু যার সম্বল আর—গায় সে তারি কানে:
"নিঃস্ব হ'তে চায় যে—সে পায় বিশ্বরাজে প্রাণে।"

২৩শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫ হরিকৃষ্ণ মন্দির

নন্দনেশ্বর

পূর্ণ আজ সপ্তবর্ষ। মনে পড়ে সপ্তবর্ষ আগে
তোমার আশ্রয় চেয়ে অতৃপ্তির ব্যাকুল বৈরাগে
লভিয়াছিলাম ঠাঁই চরণে তোমার। পড়ে মনে
কী গভীর স্নেহে তুমি জিজ্ঞাসা-জর্জরে শ্রীচরণে
নিয়েছিলে টেনে! যাকে চিনিতে না, জানিতে না—তার
অন্তর-ব্যথায় দুলে উঠেছিল অন্তর তোমার।
স্বতঃস্ফূর্ত করুণা তোমার তাই ডেকে নিল তারে,
ছিল যে নির্লক্ষ্য ভ্রাম্যমাণ—জানিত না আপনারে,
জানিত না কী সে চায়; জানিত কেবল নিঃসম্বল
সংসারে হবে না তার লক্ষ্যসিদ্ধি, সাধনা সফল।
লিপিকায় লিখেছিলে: "দিব যোগ দীক্ষা—বরে যার
পথভ্রান্ত মনঃক্ষোভ হয় শান্ত বরি' অভিসার
অচিন-চিরচেনার—যাঁর কৃপা করি' আবাহন
পাশবদ্ধ জীব হয় জীবমুক্ত শিব নিরঞ্জন।"

তারপরে সুখে-দুঃখে কেটে গেছে কত রাত্রি দিন,
নিত্যনব আত্মপরীক্ষার দ্বন্দ্বচক্রে অন্তহীন,
ভেঙেছে ভরসা কত, লুটায়েছে ধূলায় কত না
আফোটা স্বপন কলি, নিজ দোষে দুরন্ত কামনা
করিয়া লালন মোহে হারায়েছি পথ কতবার,
এনেছ ফিরায়ে তুমি দিয়ে দিশা অমৃত পন্থার।
অসাজ ইঙ্গিত তারা-দিশা তবু করি' প্রত্যাখ্যান
দেবদ্রোহী অভিমানে চেয়েছি বিতর্কে দিতে মান;
স্বখাত-সলিলে হায় ছুটেছি ডুবিতে বারবার,
মজিতে স্বেচ্ছাবিহারে অস্বীকারি' ইচ্ছারে তোমার।

অন্তহীন, হে প্রশান্ত, অনুকম্পা তিতিক্ষা তোমার!
তাই তো করিয়া ক্ষমা গভীর আদরে প্রতিবার
আর্তের অনুশোচনা শমিয়া তাহাকে উত্তরিলে
তোমার চরণচ্ছায়; উদভ্রান্ত পান্থেরে ডাক দিলে
কৃষ্ণা ঘূর্ণী হ'তে তব শুক্লাকুলে; সান্ত্বনা নির্ঝরে
মিটালে পিপাসা ক্লান্ত তৃষার্তের; বন্ধ্যাবালুচরে
নিঃস্বের বুনিলে কত স্বপ্নবীজ রত্ন-অভীপ্সার;
আশিস-আসারে তব ফুটায়ে তাদেরে বারবার!
দিনান্তে বিষণ্ণ জিজ্ঞাসায় ধ্রুবতারার ঝঙ্কারে
অন্তর উদ্দীপ্ত করি' ঝলকিলে অরুণ-দিশারে
স্বর্ণহাসিবর্ণ রাগে; ম্লান নেত্রে বসন্ত-উল্লাস
উচ্ছলি' ভক্তির ফলে ফুলে নীলমুক্তির আকাশ
বিছালে কামনা-কারাগারে: মানসের বাতায়নে
এল ভেসে সান্দ্র নীহারিকাবাণী ঊর্ধ্বের বন্দনে।

ধরেছি মেলিয়া আমি আপনারে যখনি তোমার
সূর্যপানে—ফুটায়েছ সূর্যমুখী-দীপ্তি দুরাশার;
সংশয়-সন্ধ্যার কুজ্ঝটিকা মায়া দৃষ্টিরে আমার
আবিল করেছ যতবার—তুমি প্রেমের ততবার
জ্বেলেছ নবেন্দু দীপ। শিষ্যের অকুণ্ঠ আত্মদান
না চাহি' অপার স্নেহে অমানীরে দিয়েছ সম্মান
তোমার নিঃসর্ত মৈত্রী-অঙ্গীকারে।
নির্ঝরে নয়ন
স্মরিয়া ক্ষমাসুন্দর তোমার অনিন্দ্য সম্ভাষণ।
এসেছিলে হে বরেণ্য, অকিঞ্চনে করিতে বরণ
বিলাতে তোমার স্পর্শে—প্রেম, কাব্যে—অমৃত-সান্ত্বন।
এ নয় কথার কথা: বার বার যে ফিরালো মুখ,
সাধিয়া তারেও তুমি দাওনি কি সখ্যের যৌতুক?

তুমি যে গাহিলে দীক্ষাবাণী : দৈবীকরুণা অহেতু
দেব-দেবদ্রোহী মাঝে বাঁধে চির ক্ষমাস্নিগ্ধ সেতু।"
এ-দীক্ষার আছে সার্থকতা : রিক্ত মর্ত্য দেবালয়,
ধূপদীপারতি তার মন্ময়তা-জয়ধ্বনিময়।
তাই ধ্রুবজ্যোতি জ্বালে শুক্র মর্ত্যদেহ দীপাধারে,
যে-আলো ঘুচায় কালো তন্ময়ের উদাত্ত ওঙ্কারে :
মাটির মানুষে ঝলে অমিতাভ সিদ্ধার্থ-সাধনে ;
পুরুষোত্তমের গীতা নাশে ক্লৈব্য অভয়-প্রস্বনে।
তোমার ওজস্-স্পর্শে নিরুদ্দেশ তাই পেল দিশা,
দৃষ্টি শিহরিয়া তব চাহনিতে হ'ল অনিমিষা!

যে-মাটিতে স্বার্থবীজ ফলায় পরার্থভাণে হায়
কাঁটাফুল ছদ্মবেশে...কণাদান দিয়ে দাতা চায়
নানা ছলে প্রতিদান...কবি শিল্পী সৌখীন ভঙ্গিমা
বিহারে সদর্পে আঁকে তুচ্ছতার ক্ষণায়ু রঙ্গিমা...
যে-মাটিতে বন্ধু চায় রোপিতে মহানুভবতার
দানাঙ্কুর—বন্ধুরে বাঁধিতে ঋণে সে-বদান্যতার...
যে মাটিতে বান্ধবী ঝরায়ে মৈত্রীমধু এতটুক
কামনার জালে বাঁধি' মিত্রে তার চায় আত্মসুখ...
বিনা স্তুতি-উদ্দীপনা সুহৃৎও প্রীতির অঙ্গীকার
ভাঙে পলে—সে মাটিতে মঞ্জরিয়া ওঠে যে মন্দার
পারিতাম জানিতে কি চিনিতাম যদি না তোমায়,
আশ্চর্য দানেশ! বিনা প্রত্যাশা যে দুহাতে বিলায়
কেহ নিত্য প্রেমধন—কে জানিত? তুমি দেবদূত
হ'য়ে এলে মর্তে, তাই লীলা তব অচিন্ত্য অদ্ভুত!
সাধালে সাধন সুর নিষ্ঠাহীনে আপনি সাধিয়া ;
বাসিতে শিখালে ভালো সংশয়ীরে প্রেমে নিমন্ত্রিয়া,

নির্দিশা বেদনাতরী শিখালে ভিড়াতে, হে কাণ্ডারী,
তোমার চেতনাকূলে ; বালুচরে উদিলে ঝঙ্কারি'
ছাপিয়া দুকূল আগমনী গানে : তাই তব তীরে
নৈরাশ্যে আশ্রয় পেল পথহারা দুরাশা-মন্দিরে,
নিখিল যুগের জ্বালা।

যাত্রান্ত সুদূর জানি, তবু
তুমি কর্ণধার জেনে নির্ভয় অন্তর গায় : "কভু
তুফানে তরণী যদি দোলে—তুমি ধ্রুব-তারকায়
দাও যারে দিশা—নাই তার ভরাডুবি ঝটিকায়।"

কতদিন গেছে কেটে···উচ্ছ্বসিয়া শুধায় অন্তর :
দিনে দিনে যায় দিন—কোথা নির্মলিন দীপঙ্কর ?
জানে কি বালক মাতৃস্নেহনীড়ে—যৌবন কখন
সহসা অরুণোদয়ে রাঙাবে প্রেমের স্বপ্নগন
শুভদৃষ্টি-বিনিময়ে ? পূর্বাভাস পাই বরাভয়ে
তোমার তেমনি, তাই জানি হবে জয়—পরাজয়ে।

হে মন্ত্রর্ষি কবি ! প্রেম-তুরঙ্গম—তব সুখহাসি ;
নিষেধ তোমার—প্রেম-বল্‌গা ; উপমা—প্রেমের বাঁশি ;
দীক্ষা—প্রেমাকাশবাণী ; প্রেমকর—পথের পাথেয় ;
প্রেমসখ্য—তোমার দাক্ষিণ্য। প্রেমশৌর্যে হে অমেয়,
ধূলায়ও নক্ষত্র জ্বালো। তাই কত গর্বী দম্ভ ছাড়ি'
তোমার চরণে নত। কত জ্ঞানী প্রেমের ভিখারী !
নিশার্ত বসুন্ধরায় বিরহান্ত ভঙ্গিবে তোমার
নয়ন-তপস্যা : নমো নয়নেশ্বর, প্রেমাধার।

অগ্রহায়ণ, ১৩৪২ (১৯৩৫)

কবির্মনীষী

আমাকে দুয়ভিসারী করো হে অপারে পারী,
অবৃন্ত আলোকপদ্ম, অনাদি, অশেষ!
তোমার দ্যুলোক-বাঁশি বাজালে ভূলোকে আসি'
মৃত্যুহীন কাব্যে মহাদর্শনে প্রেমেশ!
অভ্যুদয় অচিন্তিত হেরি' তব আনন্দিত
বিশ্ব গায়: "জয় দিব্য প্রতিভার প্রভা!—
ক্ষণপ্রভা মায়া দলি' জালিল যে সমুজ্জ্বলি'
'সাবিত্রী'র শিবমন্ত্রশিখা স্বয়ম্ভবা।"

স্বপনে শুনেছি আমি মুরলী তোমার স্বামী!
ফুটিল সে-সুর আজ জাগরে আমার;
কুটিল সংশয় তাই অন্তরে কোথাও নাই
বেসে ভালো অনিন্দিত বিকাশ তোমার।
তোমারে বরিয়া প্রাণে শুনেছি হে গুণী, কানে
আশ্চর্য আবির্ভাবের অন্তর্গূঢ় বাণী;
তোমার চরণ চুমি' ব্যথাবন্ধ্যা মরুভূমি
ছায় ফলে ফুলে তব আগমনী-গানে।

যত মিথ্যা অভিমান বিবাদ নিরবসান
করেছে নিরুৎসাহ আমার সাধনা,
সে-সবারো মাঝে দীপ্ত তোমার কবিতা নিত্য
বিছায়েছে নিস্তরঙ্গে ভরসা সান্ত্বনা—
বালুচরে নদনদী উৎসারিয়া নিরবধি
সুধানিস্যন্দিনী নৃত্যলহরী বহায়ে
যত কামরঙ্গকান্তি বুনিত মোহিনী ভ্রান্তি
সে-অদ্ভুত:-অন্তরালে দৃষ্টিরে জাগায়ে।

তাই তো তোমার ডাকে লক্ষ্য দুর্যোগেরও পাকে
অস্খল বৈরাগ্যে আশা উঠেছে ধ্বনিয়া ;
শুনেছি—দম্ভোলিমাঝে মাভৈঃ-মৃদঙ্গ বাজে,
বিরহকান্তারে নিশাক্রন্দন দলিয়া
তোমার প্রভাতী গানে সেধেছি আঁধারে তানে
অবসাদ-দুর্লগ্নেও নবজয়সুর ;
নিরাশারো ঘায় তাই পরাভব মানি নাই,
আঁখি নীরে মুখে হাসি ফুটেছে মধুর ;
কণ্ঠে স্বর, নেত্রে দীপ্তি, চিত্তে সুরধুনীতৃপ্তি,
সুধাতৃষ্ণা ঐকান্তিকা, মরুরো তর্জনে
বাসি নাই ভয় কভু—তুমি কর্ণধার প্রভু
আছ জেনে তুফানও জপেছি গগনে।

শুনি' দৈবী অঘটনগাথা ওরা বিচক্ষণ
হাসে, বলে : "মরদেহে নামে না অমরা।"
রেখেছে নয়ন বাঁধি' ওদের নাস্তিক্য-আঁধি
দেবদ্রোহী প্রাজ্ঞ তাই গায় : "সপ্তস্বরা
কবির কল্পনা ভ্রান্তি, কে পেয়েছে চিরশান্তি
জোনাকি দেখায় শুধু অতল আঁধারে।"
অস্বীকার-কেন্দ্রে তবু তুমি দেখা দাও প্রভু,
দুর্গতির দুর্গে নবপ্রগতি ঝঙ্কারে।
স্ফুলিঙ্গে বিদ্যুৎ জ্বলে, সূর্য ওঠে অস্তাচলে,
শঙ্কাবুক নেচে ওঠে সাহসটঙ্কারে ;
মন্ত্রশাস্ত্র হয় নিধি, ঝঞ্ঝারও তারিণী গীতি
জুড়ায় দুরন্ত তাপ সাবিত্রী-ওঙ্কারে।
অমাবস্যা করি' দীর্ণ হাসে চাঁদ, নাই চিহ্ন
বাদলের, ফণী লভে মণি-রূপান্তর
তবু অন্তর্দ্বন্দ্বে হায় আমরা পুছি ব্যথায় :
"চাহিলে কি সত্য মিলে, অকূলে বন্দর ?"

দিনে দিনে আশা বরি' আমরা সঞ্চয় করি
সুখকণা উঞ্ছবৃত্তি কাঙালের প্রায় ;
তুমি গাও : "স্বল্পসুখে অতৃপ্তিই ছায় বুকে,"
শুনি তমঃ সুখাসক্ত কৃপণ ডরায়,
বলে কেঁদে : "কে বা পায় অনন্তেরে দুরাশায় ?
কোথা শান্তিস্বর্গ ? শুধু ক্ষণপান্থশালা !
নিয়তি-ফুৎকারে টলে সে-কুটির ভূমিতলে
অমৃত-সুষমা কোথা ? শুধু শোক জ্বালা !
ধ্যানী শুধু তপস্যায় সোনার হরিণ চায়,
কোথা বরাভয় কাব্যে ? বাণী চিরন্তন ?
দয়িতার সাথে হয় শুভদৃষ্টি বিনিময়
কয়বার প্রেমে বরি' উদ্দাম মদন ?
সাধনায় স্পর্শমণি পেয়ে কে হয়েছে ধনী ?
ধূসরে চিররঙিন ? কবির কল্পনা :
কৃষ্ণ কোথা বৃন্দাবনে ? তীর্থপথে কাঁটাবনে
ব্যথা সার, সিদ্ধি শুধু সলিলে আল্‌পনা !"

দেখেনি তো চক্ষে ওরা তোমার ত্রিতাপহরা
দেবকান্তি, শোনেনি তোমার শঙ্খ, নাথ !
তাই হাসে—স্পর্শমণি পেয়েছ সাধনে শুনি',
বলে : "নাই রাত্রি রাজ্যে সাবিত্রী-প্রভাত।
তোমার কৃপায় আমি শুনেছি শুনেছি স্বামী :
"সত্যের প্রেমের জয় হবে—দলি' মায়া।"
প্রোজ্জ্বল আননে তব দেখেছি মহানুভব,
নিরঞ্জন প্রত্যয়ের অমিতাভ ছায়া।
ভুলেও হে ধ্রুবপন্থী, মিথ্যা সাথে তুমি সন্ধি
করো নাই, বরি' দৈবী কৃপা চিরন্তনী,
লভি' অনন্তের দিশা তরিলে সংশয়নিশা
বাধা তাই হ'ল বর, পেলে স্পর্শমণি।

আর কী বলিব কান্ত? বলার কী আছে? পান্থ-
 দুরাশা আমার শান্ত বরি' তব রবি;
করি' তব স্তবগান প্রার্থে তনু মন প্রাণ
 আজ শুধু আত্মদান হে অনন্য কবি!
বেদমন্ত্র যার শুনি' মরু হয় সুরধুনী,
 ম্লান হৃদিতন্ত্রী গুণী, ওঠে ঝঙ্কারিয়া;
রসনায় জাগে বাণী, তোমায় কান্তনী জানি'
 হিমহিয়া মধুমানী হ'ল গোলাপিয়া!
ক্লৈব্য হল সগৌরব নিষ্ঠা নমি' পায়ে তব
 মূক মর্মে গজাস্তব হ'ল উন্মুখর:
যেথা যত কাঁটাক্ষত ছুঁয়ে তব শুভব্রত
 রূপা হ'ল অনাহত প্রেম-ইন্দীবর।

বাঁধভাঙা অশ্রুরাশি হ'য়ে স্বর্ণরাঙা হাসি
 ইন্দ্রধনু সমুদ্ভাসি' তোলে সান্দ্র সুখে;
গ্রহণ করেছ মোরে—জেনে ওঠে প্রাণ ভ'রে
 অন্তর সে গাথা স্বরে কোটীলক্ষ মুখে।
তোমার বাণীর মাঝে যুগর্ষি-ঝঙ্কারে বাজে:
 "সাবিত্রী-করুণা আছে, নিয়তি লংঘিতে—
যে অতন্দ্র প্রার্থনায় টেনে আনে দেবতায়
 নিশাবাধা অহনায় রূপান্তরিতে।"
শুনি' চিত্তে জ্বলে আলো, নিশ্চিহ্ন সংশয় কালো,
 তুমি যে শিখালে ভালো দুর্গতেরে বাসি'
প্রতি জীবে হেরি' কান্তি শিবের—বিছাতে শান্তি
 শক্তি-আবাহনে ভ্রান্তি মায়ার বিনাশি'।

কৃষ্ণরাধা

(১)

তোমার কথায় ছেলেবেলায় উঠত ভ'রে আমার বুক—
যেই শুনতাম চাইলে মেলে তোমার পরশ-প্রসাদ সুখ।
যে-শৈশবে চিত্তাকাশে স্বপ্ন-তারা ওঠে নি,
বাসনারাই ছিল মুখর, ভক্তি-কুঁড়ি ফোটেনি,
সেই লগ্নেই বেজেছিল ঘরছাড়া তোমার বাঁশি,
অচিন পথেই হয়েছিল রওনা এ-প্রাণ উদাসী—
চোখে তোমায় না দেখেও—হয়েছিল পরিচয়
কল্পনার আনন্দলোকে কল্পনারি গেয়ে জয়।
দীপ্ত হ'য়ে কতই রঙে উঠত মনে রূপ তোমার—
কেমন ক'রে কেউ কি জানে—অপারেও মিলত পার!
তাই না তোমায় চেয়েছিলাম,
প্রাণ-গহনে পেয়েছিলাম,
তোমার প্রদীপ জ্বেলেছিলাম কিশোর পূজা বাসরে;
দুলত চিত্তা নদীর ঢেউয়ে, চাইত হৃদয় সাগরে।

(২)

তবুও ওগো চিরসাথী, সাথী তোমায় জানি নি,
সত্যি তোমায় ডাকলে পাওয়া যায়—একথা মানি নি।
ডাকত তোমার রাগ, তবুও অনুরাগের গভীরে
ডুব দিই নি—ফেনতরঙ্গরঙ্গে মেতে অচিরে।
কিরণ কলির তৃষ্ণা তো তাই মেলত না দল অন্তরে:
দিশা পেয়েও পাইনি—তোমায় চাই নি বলি বন্দরে।
সুখের চেয়ে দুঃখ-তিমির-তুফান নাটেই মজে মন,
তাই করতাম বরণ মায়ায় ছেড়ে তোমার শ্রীচরণ।
রঙিন আশা সোনার হরিণ—জেনেও গহন মর্মে হায়,
হয় নি সাহস চাইতে তোমায় বালক তৃষার জিজ্ঞাসায়।
রংমহলে হর্ষে মেতে
উঠতাম—তাই বেসুর বেজে
উঠত নিতুই—যেই গাইতাম ব্যাকুলতার রাগিণী,
ছিলাম তখন জেগে নিশায়—তাই তো উষায় জাগিনি।

(৩)

জাগিয়ে দিল চম্‌কে আমায় তোমার প্রেমের পিপাসা,
ভ্রান্তিপুরে নবারুণে কাটল ঘুমের কুয়াশা।
শূন্য প্রাণের দীপাধারে উঠল জ্ব'লে দীপালি,
মুগ্ধ নয়ন করল বরণ তোমার হিরণ মিতালি,
হ'ত উধাও মন তখনো যেই দিত ডাক আলেয়া,
ছুটল তবু শেষে আমার অকূল-আকুল প্রেমখেয়া
অলীক ঝিকিমিকি ছেড়ে, তোমার তারা ঝঙ্কারি'
পথ দেখালো গোলক ধাঁধায়—পোহালো রাত কাণ্ডারী!
চিত্তাকাশে রক্তদুলে প্রেমবিদ্যুৎ ঝল্‌কালো;
নির্ভরসায় তোমার বাঁশির ভরসা ভয় ভাঙালো।
তাই সেদিনে কিশোর নাবিক
হ'ল অচিন পথের পথিক,
ভিক্ষুক হ'ল রত্নবণিক অদেখারি সন্ধানে;
কাঁটাবনে হলাম উধাও ঘরছাড়া বাঁশির টানে।

(৪)

গান গেয়ে প্রাণ উঠল গুণী, শুনে তোমার বাঁশরী:
পারের রশি পড়ল খসি, উধাও হ'ল মন তরী।
স্বপ্নমোহন রঙিন রথের মলয় হ'ল সারথি,
কালো মেঘে উঠল বেজে ঘনশ্যামের আরতি!
ফুটল তন্দ্রা-কুজ্ঝটিকায় তোমার প্রেমের রূপকমল;
মাথা নত হ'ল আমার তোমার পায়ে সমুজ্জ্বল।
অশ্রুমেঘে রাঙল হাসির ইন্দ্রধনু পলকে;
চাঁদের আলোয় সোনার বীথি ফুটল জলদ-অলকে।
বিষণ্ণতায় তোমার ছোঁওয়ায় লুপ্ত হ'ল বেদনা,
দেখিয়ে দিলে—ব্যথা বিনা তোমায় জানা যেত না।
চিত্তাকাশে যখন জাগে
দৃষ্টিপ্রদীপ অনুরাগে
লজ্জায় আঁধার মুখ ঢাকে, যায় ঘুচে আড়াল নিমেষে,
নীরস বেণুও হয় বাঁশি, ধায় সরিৎ সিন্ধুর উদ্দেশে।

(৫)

ডাক দিয়েছ, ডাক দিয়েছ, ডাক দিয়েছ বন্ধু হে!
বিন্দু শুধায়: "বুকে আমার উদ্বেল কোন্ সিন্ধু-এ?"
যুগের জাঙাল যায় ভেসে—ম্লান পঙ্ক হাসে পঙ্কজে!
বিনিঃসঙ্গ সঙ্গী পেল, বাজল সুহৃৎ-শঙ্খ যে!
তারায় তারায় বাঁধল সেতু কার করুণার ইন্দ্রজাল!
ছাইল গগন গানে গানে, প্রাণ বসন্ত দিল তাল।
পাতায় পাতায় হরিৎ প্রেমের তড়িৎ-আঁখি ফুটল রে!
তৃণ গ'লে হয় স্বর্ণ-সুরা বিবর্ণ বাঁধ টুটল যে!
সুপ্তিপুরে মুক্তির ঢল নামল তোমার প্রসাদে;
খুললে দুয়ার, অন্ধ কারায় ঘুম যেতে চায় কে সাধে?
মুক্তা কাটে শুক্তিবাঁধন,
নিগড় সাধে নূপুরসাধন,
পাষাণ চিরে ধায় নির্ঝর, ফণীর ফণায় মণি ভায়:
ঐন্দ্রজালিক! ব'হু কৃপায় রাঙলে যুগের তমসায়।

(৬)

বক্ষে আমার জাগলে যদি—চক্ষেও কি দীপবে না?
উষা এলে সোনার রথে নিশার প্রতাপ নিভবে না?
ডাক দিয়েছ আজ যদি নাথ—আরো কাছে ডেকে নাও,
শেখাও আমায় বাসতে ভালো—আত্মদানের দীক্ষা দাও।
নিখিলপতি! স্বার্থব্রতী তোমায়ও যে দিতে চায়,
এ-ও তো করুণায় তোমারি—নৈলে কি সে সাহস পায়?
যে ফুল তুমি ফোটাও বনে, সেই ফুলই বন অঞ্জলি
দেয় চরণে তোমার ফুলেশ! সিন্ধু ওঠে সঙ্কলি'
আকাশকে ঢেউ অর্ঘ দিতে, তাই ওঠে গগন হাসি';
সেই হাসিরই শুনে বাঁশি সাগর চিরসন্ন্যাসী।
তাই সে বুকে রত্ন ধ'রে
হু হু শ্বাসে ঘুরে মরে
মুক্তার নয়, তারার মালা চায় গাঁথতে রত্নাকর;
অধরাকে না পেলে রয় অধন্য হায় মণীশ্বর।

(৭)

তাই তো সাথীরূপে তোমায় চাই দিশারি, মিতালি ;
অকিঞ্চনও তোমার ডাকে গায় গোলোকের গীতালি।
শুধু আমিই চাই না তোমায়, তুমিও যে আমায় চাও ;
তারি আকাশবাণী আমার প্রার্থনাতে রোজ জাগাও,
প্রাণতটিনী ক'রে উজল লিপি পাঠাও অম্বরে
স্বভাবভীরুও হয় অভী বীর ধ্যান ক'রে শিবশঙ্করে।
তাই-তো নিঃস্ব চায় নিখিলেশ, তোমার বিশ্ববরদান ;
তুমিই তাকে মান দিলে যে, তাই সে করে অভিমান।
কার গুরু নও তুমি ? শিষ্য নয় কে তোমার, হে চিন্ময় ?
তুমিই আসো মা হয়ে যে, তাই তো হ'তে চাই তনয়।
কৃষ্ণরাধা হ'য়ে আজো
কত সুরেই তুমি বাজো !
যুগল তালে তুমিই নাচো, তুমিই নটী, নট তুমি :
তোমার ছোঁওয়ায় ধন্য দেহ, তাই তোমার চরণ চুমি।

(৮)

তাই তো যুগল রাসলীলা দেখে মন প্রাণ ভোলে
বিরহেও পাই বাসরের আভাষ কলকল্লোলে।
কৃষ্ণ হ'য়ে দাও তুমি বর রাধা হ'য়ে দাও অভয়,
আড়াল আনো—করতে আরো গভীর দৃষ্টিবিনিময়।
পড়লেও হাত ধ'রে তোলো রাধারাণী ! তাই তো গাই ;
"আমার পতন খেলায় স্খলন, অধঃপতন নাই রে নাই !"
কৃষ্ণ নামে—ভক্ত প্রাণে, রাধা—গোপিকার হিয়ায়,
চিদাকাশে পাই শ্যামলে, প্রাণব্রজে পাই শ্যামায়।
দুইয়ে-এক আর একে দুই হয় বৃন্দাবনের লীলাতে,
এ-অঘটন ঘটাও আরো মধুর প্রণয় বিলাতে।
তাই তো বেসুর হানাহানির
বুকেও দুহুঁর কানাকানির
সুর শুনি, মন-জানাজানির আলাপ ওঠে মঞ্জরি' ;
ঝাঁপ দিয়ে পাই অকূলে কূল অপার সিন্ধু সন্তরি'।

(৯)

চাই শুধু আজ—প্রাণ তনু মন সঁপি যেন তোমার পায়,
ফাঁকির যেন না থাকে ফাঁক আত্মদানের সাধনায়।
পারি যেন বাসতে ভালো আলোর-আলো-বরণে,
যা আছে সব পারি যেন দিতে তুহুঁর চরণে।
স্বত্বলেশের না থাকে রেশ, সর্ত যেন না করি :
"সব হারালে সব পাওয়া যায়"—বাজে অকূল-বাঁশরী।
ডাক শুনে যার বিশ্ব জপে সর্বদানের বেদনা
সেই তারণের "আয় আয়" ডাক শুনেও ঝাঁপ দেব না ?
সুখের তৃষায় আঁধার নিশায় কাঁদবে সে আর কেমনে
বৃন্দাবনের রাস অপরূপ যে দেখেছে নয়নে ?
অল্পমধু শিল্পফুলে
মন যেন না ওঠে দুলে
সূর্যমুখী চায় বিপুলে অফুরানের অর্চনে ;
সর্বস্ব তার নিবেদন করতে যুগল চরণে॥

অভয়

উন্মনা প্রাণ ধমকায় : ধ্যান কর অকাজের কেটে বাঁধন।"
বসেছিলাম সত্যিই আজ করতে গভীর ধ্যানের সাধন।
হায় রে, ধ্যানে মন বসে কি তার—ধ্যান যার চোখের জলে
যায় গ'লে, যার মন শুধু চায়—তোমায় মনের কথা বলে ?
সবাই কি সব পারে ? আমি তাই যা পারি তাকেই ভজি :
"কর্মে তোমায় মেলে কি না"—দাবিয়ে দ্বিধা কাজেই মজি।
অমনি নামে আনন্দঢল, গাই একান্তে : "বন্ধু, আমি
যা পারি তা-ই সত্যিই চাই দিতে তোমার পায় প্রণামী।"

নয় এ শুধুই কথার কথা : খুঁজি নি কি সারা জীবন
অজস্র ঝিনুকের মাঝে মুক্তা তোমার, পরশরতন ?
সে-সন্ধানে মন বসে নি ; ঝিনুক হ'লে রঙিন—তাতে
ভুলে তোমায় ফেলেছি হায়, হারিয়ে-যে মায়ার খেলাতে—

মানি—কিন্তু অনুতপ্ত তারপরেই কি চায় নি তোমার
শ্রীচরণে শরণ নিতে—খুঁজতে পরশরতন আবার ?
সে-চাওয়াতেও ছিল নটভঙ্গি আমার—জানি আমি :
তবু তোমাকেই চেয়েছি—তুমিও জানো, অন্তর্যামী !

পথ পেয়েও বিপথে পা দেওয়ার দুঃখ—নয় তো সে কম :
কিন্তু ব্যথার মাঝেও কি বিলোই নি আনন্দ পরম ?
দুরভিমান এ-ও—জানি, কিন্তু তুমিও জানো না কি—
সব গর্বের মাঝেও আমি তোমারি পথ চেয়ে থাকি ?

তবু জানি—এর তলেও আছে আমার কিছু ফাঁকি—
যখন করি কান্নাকাটি : "তোমায় চেয়েও পাব না কি ?"
এ চাওয়া নয়, এ যে দাবি, তাই তো চাবি হারিয়ে গেছে
প্রেমের মণি কোঠার : দাবি ক'রে চাবি কে পেয়েছে ?

সত্যি চাওয়া নয় তো শুধু দেখার তৃষ্ণা তপসাধনে :
বলতে হবে : "তোমায় ছাড়া চাই না কিছুই আর জীবনে।"
এই যে পরম চাওয়ার চাওয়া, নেশার নেশা, ক্ষুধার ক্ষুধা—
যে করেছে বরণ—শুধু তারি ভাগ্যে মেলে সুধা।

আমি ভাবি—কর্ম যত শেষ ক'রে সবশেষে তোমার
রত্নাকরে টুপ ক'রে ডুব দিলেই পাব রত্ন অপার।
শুনে—ওকি ?—পরম স্নেহে মৃদু হেসে বলছ বুঝি :
"শুধু কি তুই আমায় খুঁজিস ? আমিও যে রে তোকেই খুঁজি !"

ঠেকিয়ে তাই কি চাও শেখাতে ফেলে সংকটের আঁধারে :
"আলো চোখের কত প্রিয়—জানি শুধু অন্ধকারে ?"
সেই আলোরি তৃষ্ণার আবাদ করতে চাও কি নিশার বীজে ?
জানি না—কী চাও তুমি, ধাই কেবল নিজের চাওয়ার পিছে।

তাই তো ঘুরে মরি মায়ার গোলক ধাঁধায় পথ না পেয়ে,
তবু আমার ভয় আসে নি—বল পেয়েছি তোমায় চেয়ে।
তাই তো, যখন শুভার্থীরা পত্র লেখেন ভালোবেসে :
"মা ভৈঃ ভাই, দৃষ্টি আবার ফুটবে তোমার জেনো শেষে।"

"এ শুধু পরীক্ষা", বলেন ভিষক—"বিপদ এক তিলও নেই,
কষ্টও নেই, ফুটবে আবার অরুণ মোহন রাত পোহালেই।"
আমি টুকি : "আছে আমার ভয়—শুধু সে নয় বিপদের,
দেব পাড়ি 'জয় মা' ব'লেই—ডাক এলে ভাই তাঁর শ্রীপদের।

একটি কেবল শঙ্কা আমার বিঁধছে প্রাণে বারে বারে :
তোমার দেখা না পেয়ে না পাড়ি দিতে হয় ওপারে।
ভুল ভ্রান্তি ঢের করেছি, কিন্তু ভাবের ঘরে চুরি
করি নি যে, জানো তুমি হ'য়ে সবার মনভুবুরি।

ধ্যান করতে ব'সে যে ধ্যান যায় মিলিয়ে—যাক না, তবু
সে ধ্যান আমার চোখের জলের প্রার্থনা কি হয় নি প্রভু?
তবে? আমার ভয় কোথায়? আর কিসেরি বা ভয় বলো তো?
না পারলেও সত্যি যে চায় হ'তে তোমার মনের ম'ত—

তাকে তুমি নেবেই জানি ভেঙে গ'ড়ে, কাঁদিয়ে—পরে
হাসিয়ে তোমায় হাসিয়ে ভালো রাঙা পায়ের অর্ঘ ক'রে।
নয় এ অলীক ভাববিলাসী জয়ধ্বনি তোমার কৃপার,
তুমিই প্রাণের কারায় এসে জানাও না কি ডাক নীলিমার?

কখনো যন্ত্রণা শোকে ঝ'রে মধুর অশ্রুধারে
আসো না কি ঝর্ণারাগে রণিয়ে উঠে বুকের তারে?
যখন সে রাগ শুনতে না পাই, তখন প্রায়, সে-শূন্যতায়ও
পাই না কি তার রেশের আভাস—শান্তি লভি সান্ত্বনায়ও?

কখনো বা পড়ার মুখেও দৃষ্টি ক'রে অন্তর্মুখী
নব বলের দাও বর, তাই রাজকুমারও হ'য়ে যোগী
পায়ে বিদায় দিতে হেলায় যৌবনভোগ মায়ারঙিন :
তোমার বরণমালা পেলে কোন্ মূঢ় চায় সোনার হরিণ ?

কখনো বা জেনেশুনেও প্রলোভনের হাতছানিতে
যখন নেমে এসে কাঁদি রসাতলের রাজধানীতে,
তখনো তোমার করুণা গায় না কি আঁধার অকূলে ;
"ডাকার মত ডাকলে পতিতপাবন-সে নেয় কোলে তুলে।"

একটিবারও ধরি হৃদয় খুলে যদি তোমার পানে,
অমনি শিবনেত্র জাগে তোমার শুভদৃষ্টিদানে :
দেখি ওগো বহুরূপী, তখন তোমার রূপ যে কত—
লক্ষ তৃণে লতায় ফুলে চিকিয়ে-ওঠা প্রভায় ম'ত !

দুঃখে তখন মন ভাঙে না, আঘাতে বিক্ষোভ থাকে না,
স্বপ্ন-আশাভঙ্গ হ'লেও অনুযোগের তাপ জাগে না,
তখন যে পাই চরণে ঠাঁই কান্ত, তোমার দিনে রাতে :
রক্তকাঁটার ব্যথা মিলায় তোমার ফুলের আশীর্বাদে।

দেখি তখন—পেয়ালা থেকে দিয়ে মোহের সুরা ফেলে
চাও তুমি সে-শূন্য পাত্র ভরতে তোমার সুধা ঢেলে ;
ডুবলেও যে অতলে পাই মাণিক কৃপার অঘটনে—
এ-সত্যেরও পাই দরশন তোমার কোমল পরশনে।

সেই পরশটি চাইতে হবে, এরই তো নাম আরাধনা,
জন্মস্বত্ব হারায় অন্ধ, তাই তো তুমি দাও বেদনা
জাগাতে চিন্ময় চেতনা চিনিয়ে তোমার স্বরূপ প্রিয়
তাই না শাপও হয় বরদান, করাল বিষও হয় অমিয়।

কালোও হয় অনু তাপে আলো তোমার সংবিধানে
উল্টো স্রোতেও কূল পায় প্রাণ বেয়ে তরী তার উজানে,
কত ছলেই আঁধার এনে দৃষ্টি ফোটাও পলে পলে—
দূরে ঠেলে টানতে কাছে—ভাবতে পড়ি অথই জলে!

অকৃতজ্ঞ মন আমাদের, তাই ভুলে যাই পদে পদে—
কত রাগেই গাও প্রভাতী ঝড়ের রাতে ঘোর বিপদে!
কতবারই কানে মন্ত্র দাও পুলকের—যার ছোঁয়াচে
মরুচরও হয় ফুলবন, ভাঙা ঘরেও বাঁশি বাজে,

তুফানেও পাই শক্তি—সাঁতার দিয়ে তরি পাথার,
পঙ্গুবুকে বীর্য জাগে, বাঁধ ভেঙে যায় বৃন্দ বাধার;
হিংসাদ্বেষের যুগের কালোও দেয় ভাসিয়ে প্রেমের আলো,
হার মানতে শিখিয়ে তুমি চিরজয়ের জ্যোতি জ্বালো!

গায় বাঁশি তার চিরন্তনী কৃপায় নানা ছন্দে সুরে:
"নেই তার ভয়, নেই পরাজয়—যে মর্মের অন্তঃপুরে
প্রেমসাধনার পাতে আসন বরণ ক'রে শরণব্রত,
অশ্রমেঘেও তাকে দেখায় পথ বিদ্যুৎ অনাহত।"

এই ভয়ই তাই বন্ধু, জাগে—জীবন যদি না হয় ব্রত,
অর্ঘ না হয় মন তনু প্রাণ তোমার পায়ে দেবার ম'ত,
তাহ'লে—না তাহ'লেও নেই ভয় আমার: "তোমায় যে চায়-
সব হারিয়েও সব ফিরে পায়"—গাও নি কি বৃন্দাবনলীলায়?*

---

* ৬ জুলাই, ১৯৬৮—চোখে অস্ত্রোপচারের আগের দিনে।

গ'র্জে ওঠে কালান্তকের বজ্র নীলাকাশে :
"পৌরাণিকী কৃষ্ণগাথা রঙিন মায়াছবি।
ভক্ত! পাতিস কার কাছে হাত কল্পনা-উচ্ছ্বাসে ?
কোন্ নাস্তি-র জয়ধ্বনি করিস মূঢ় কবি ?

"এ-জগতের প্রাণের নাগরদোলায় যখন দুলে
যে-নিয়ন্তা নেই তারি মুখ চেয়ে করিস স্তব,
অলক্ষ্যে কৃতান্ত আমি হাসি : হায়, অকূলে
কূল চায় এরা কোন্ সে-পায়ীর মন্ত্র ক'রে জপ ?

"খুশখেয়ালে আমি গ'ড়ে এ-বিশ্ব খান খান
করি তাকে খুশখেয়ালেই। নেই কোথাও আমার
প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো দয়াল তারক শক্তিমান,
জ্বালিয়ে জ্যোতিষ্কদের করি ছাই তাদের আবার।

"আমারি তেজ সূর্য চন্দ্র নীহারিকায় জ্বলে
চমকশিখা দীপালিকায়। আমারি আজ্ঞায়
অচিন্ত্য এক নিয়ম মেনে বৃন্দ তারা চলে
লক্ষ্যহীন অনন্ত ব্যোমে অশান্ত জ্বালায়।

"সবাই কাঁপে আমার ভয়ে, আমিই সর্বাধিপ।
প্রাণবুদ্বুদ ফোটাই আমি মৃত্যুপারাবারে
ভাঙতে পরে—বৃথাই করে কান্নাকাটি জীব :
হানলে শমন বাজ কোন শিব জীবন দিতে পারে ?"

ভক্ত হেসে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" জপ করে একমনে।
বজ্রনাদে জাগে শুধু অন্তরে প্রার্থনা :
"ভয় নেই আমার মরণকে নাথ, যদি শ্রীচরণে
দাও তুমি ঠাঁই, ওগো আমার চির-আরাধনা!"

দৈত্যবিষাণ উর্ধ্বে ক্রোধে করে অউরব।
কর্ণভেদী গর্জন ছায় আকাশে বাতাসে।
সে-ঘোর হুঙ্কারের কেন্দ্রে ভক্ত করে জপ
অন্ধকারের চণ্ড চমূ যখন নেমে আসে।

বজ্রপাতে ঝল্‌কে ওঠে বহ্নি লেলিহান…
নীরন্ধ্র তমসায় কিছুই যায় না দেখা, ও কি!
কে সে আমায় ধরে ঘিরে দয়াল মহীয়ান?
গেয়ে ওঠে "মাভৈঃ" শুধু কন্যাশিয়াসখী।

আর কেউই নেই কোথাও—শুধু বাহুমূলের 'পরে
কোমল পরশ কার? কে টেনে আনে মহাবল।
দুটি চরণ…মরি মরি!…দেখি নয়ন ভ'রে :
"একি শ্যামল, সত্যি-তোমার চরণশতদল—

"যার ধ্যান আমি করেছি নাথ, বাদলে কিরণে
কল্পনার আল্পনারাগে মধুর স্বপ্ন বরি'—
যার গুণ গায় মুনি ঋষি ভক্তির কীর্তনে
একি তোমার দেবদুর্লভ সেই শ্রীচরণ, হরি!

"তোমার রাঙা চরণ? সত্যি সেই চিরচরণ!!
স্বপ্ন যদি হয়—কী আসে যায় যদি দাও তুমি
স্বপ্নেও সে-ভক্তিপ্রসাদ যে কেটে বন্ধন
দেয় ফিরিয়ে হারিয়ে-যাওয়া জ্যোতির জন্মভূমি।"

প্রশ্নের দেয় সাড়া পুলক অঝোর বন্যাধারে,
জিজ্ঞাসা তার থাকে কি আর যে পায় চিরাশ্রয়
শান্তিঝরা তাপহরা তোমার চরণপারে?
বাইরের সব শঙ্কা জ্বালা হয় পলে তার লয়!

চরণপদ্মপরশমণির পরশে নাথ যায়
লক্ষ কাঁটাবেদনায়ও প্রেমপারিজাত জাগে,
অবান্তর অশনিপাতে ভয় আসে কি তায়
তোমার চরণকমলবর্ম যাকে ঘিরে থাকে?

আলো···আলো···কেবল আলো···কোথায় অন্ধকার?
আনন্দ আনন্দ কেবল···কোথায় দুঃখব্যথা?
অভয় অভয় অভয় কেবল···কে করে সংহার?
গায় ভক্ত ভক্তিমতী: "জয় কৃপা বরদা!"

গায় তারা: "যার আছ তুমি, অভাব তার কোথায়?
জীবন মরণ এক হ'ল যার—তার কোথা নাথ ভয়?
কৃতান্ত যার শক্তিকণা পেয়ে জগৎ ছায়
মৃত্যুভয়ে—তার বরেই সে হয় মৃত্যুঞ্জয়।"

অমৃত-স্বাদ পেয়েও শুধায় তবু অকিঞ্চন :
লক্ষ্মীসুধাস্বপ্ন ধরে মূর্তি কি জাগরে ?
শৈশব হ'তে যে-চরণের গেয়েছি বন্দন,
প্রলয়েও নেই নাশ তার—গাইব কলস্বরে।

নাচব আমি, গাইব আমি : "আছে আছে আছে,
যার আলোতে ভুবন আলো সে যে চিরন্তন,
ঘোর তমসার প্রলয়রোলেও কৃষ্ণরূপে রাজে।
মরণপ্রভঞ্জনেও ভায় তারায় নিরঞ্জন।"

এ কি ! কোথায় দেহ আমার ? হয়েছে তার লয়
বজ্রপাতে যদি—তবে কেমন ক'রে আজ
তোমার পলক ছোঁওয়ায়, জাদুকর, হ'ল চিন্ময় ?
নগ্ন সে আজ—নেই লেশও তার বসন ভূষণ সাজ !

শুধু তোমার চরণ আছে, আর আছে আমার
শিষ্যা সাধনসঙ্গিনী—আর নেই তো কোথাও কেউ !
সবই কি নাথ, হয়েছে লীন চরণে তোমার ?
যাচ্ছে ব'য়ে শুধু নূপুর-বাঁশির অপার ঢেউ !

বিশ্বাসে যার পেয়েছিলাম কিরণকণিকা
সংশয়ে হায় হারিয়েছি সে-দুর্লভ সঞ্চয়।
আজ কেমনে ভয়ের চিতায় তার অভয়শিখা
জ্বালল তোমার অঘটনী কৃপা হিরণ্ময় !

১৮ মাঘ ১৩৭৫ (মধ্যরাত্রে)

নববর্ষে

১লা বৈশাখ (১৩৭৬)

(লঘুগুরু—পজ্ঝটিকা ছন্দে)

অন্তর মন্দির উজ্জ্বলি' মাগো
অভয় শঙ্খ ধ্বনি প্রেমে জাগো
করুণাময়ি! তব আশিস প্রার্থি
জিনিতে পুঞ্জিত তমসা-আর্তি।

জ্যোতির্ময়ি মা, পরম শরণ্য—
যার ধ্যান ধরি' জীবন ধন্য!—
হৃদয়-গ্রন্থি যত খণ্ডি' কৃপাণে
জ্বালো আলো মুক্তি বিধানে।
কণ্টক কুসুমে মঞ্জরি' মাগো,
অভয় শঙ্খ ধ্বনি' প্রেমে জাগো।

গর্ব-দুরভিমানে নিতি হয় মা,
অরুণাভা তব পলকে লয় মা!
অমনি নিশাচর প্রাণ তুফানে
ভ্রান্তি বিলাসী মায়া আনে।

তুমি কত দূরে! তবু পথহারা
পান্থ জপে তব মন্ত্র-ইসারা।
যাচি দেবি, তব চরণে হরষে
সুন্দর শরণাগতি নববরষে।
তব ধ্রুবতারাদীপে মাগো,
অভয় শঙ্খ ধ্বনি' প্রেমে জাগো।

আলো

যার আলোতে ভুবন আলো যায় কালো সব বাঁধ মা ভেসে,
এক কণাও তার নামে যে-ই—শুনি তোমার ডাক নিমেষে।
এই কথাটি শুনেছিলাম
তাই তো মা দিন গুনেছিলাম,
স্বপ্ন তোমার বুনেছিলাম বেদনা-ধূসর বিদেশে—
গান গেয়ে বান ডাকাতে মা বেসুর চরে সুরের রেশে।

কাকে বলি স্বদেশ, কাকে বিদেশ ব'লে কেঁদে মরি ?
যেখানেই মা নোয়াই মাথা, চরণ তোমার বরণ করি।
অমনি পেয়ে ঠাঁই রাঙা পায়
গাই উছলি' : "বিদেশ কোথায় ?
রমার কৃপায় অমানিশায় ওঠে জীবন উষায় হেসে।"
দূরে থেকে কাঁদাও—কেবল কোল দিতে মা ভালোবেসে।

অশ্রুত

"তোমা বিনা দিন কাটেনা"—বলি যখন নয়ন জলে,
সেই অশ্রুর আকুল ঢেউয়েই আসো ভেসে হৃদয়তলে।
নয় নিস্ফল তাপ-দাহনা,
সেই তো শেখায় আরাধনা
সরিয়ে দিতে ছাই-কামনা—দিনে দিনে, পলে পলে :
মনের কাঁটা ব্যথায় বরেই ফোটে প্রেমের নীলকমলে।

চাইনা তবু দুঃখ মা, চাই সর্বজয়ায় হেসে খেলে,
জ্বালাও প্রেমের ব্যথার আগুন—যার আলোতে দিশা মেলে
গাওয়াও আঘাত দিয়ে আরো :
"মা বিনা নয় শিশু কারো,"
এই দীক্ষা হোক আমারো তোমার কৃপায় হোমানলে :
"প্রাণ সাধনা সফল করো বেদনারি মন্ত্রবলে।"

বেদনা

বেদনারি মন্ত্রে মাগো, ভক্তি রঙিন শক্তি জাগে,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে আলো হ'য়ে কালো ব্যথার তটে লাগে।
এই কথাটি জানব—যবে
তুমি আমার আপন হবে,
আড়াল তখন আর না রবে মুক্তিময়ীর অনুরাগে :
তুমিও তখন করবে আপন আমায় তোমার প্রেম সোহাগে।

চন্দ্রতারার কান্তি ফোটে অশান্তিরই অন্ধকারে।
সুধার ক্ষুধা ওঠে গেয়ে অমৃতাশী অশ্রুধারে :
"সুধাও রাজে ক্ষুধার বুকেই,
মা সব আগে চায় শিশুকেই,
তাই কাঁটা হয় যুগে যুগেই গানের গোলাপ প্রাণের শাখে :
সব পায় সে-ই—যা আছে তার সব দিতে যে চায় তোমাকে।"

কৃপা

তোমার কৃপায় অশান্তিও ধায় উজানে শান্তি পানে,
এই কথাটি মন না মানুক, অন্তর আমার মাগো জানে।
এও জানে—ছায় যখন কালো,
কালোর বুকেই রাজে আলো,
শিখলে তোমায় বাসতে ভালো দুঃখ বাধাও সহায় আনে :
মারার খেলার শেষে ঘুমাই ঘুমপাড়ানি মায়ের গানে।

ভ্রান্তি-বিলাস-অন্তে শিখি চিনতে তোমায় কান্তিময়ী!
ভয় পেলে গায় শঙ্খ : "তোকে হ'তেই হবে দিগ্বিজয়ী।"
সেই সুরে মা, কণ্ঠ সেধে
গাই আমি আনন্দে মেতে :
মাকে যে চায় পারের পারী—পারানি সে পাবেই প্রাণে :
হারলে আমি পারবে তুমি ভক্তিরঙিন শক্তিদানে।

১০।৫।৬৯ সকাল

পদ্ম

শঙ্খরবে অন্তরে কে পদ্ম ফোটায় জাদুকরী !
ভেরীর স্বনে কার মাধুরীর ঝর্ণা ঝরে—মরি মরি
বেতাল লুকায় প্রেমনূপুরে,
কান্না মিলায় বাঁশির সুরে,
ছায়ারা সব মরে ঘুরে, প্রাণ গায় আলোয় কলম্বরি'
শ্যামের সাথে শ্যামার যুগলনৃত্যে পড়ে পুলক ঝরি'।

"ঘটে না হায় আর অঘটন"—ব'লে কেন ভাসাই কেঁদে,
সীমার বুকে ধরা যখন দেয় অসীমা আজো সেধে !
বিন্দুবুকে সিন্ধু ফলে,
তুফানেও তারা ঝলে
তীর্থপথে-চলাচলে আজো প্রেমের প্রদীপ ধরি'
পান্থে দিশা দেয় সে নিশায় হিমান্তে বসন্ত বরি'।

(সন্ধ্যা ১০।৫।৬৯)

দিশা

নিশায় দিশা পাই দীপে যার—চাইব শরণ তার চরণে,
তুফানেও যায় তারা ভায়—বাইব তরী তার বরণে।
যদি তুহিন আড়াল আনে-
ঘুচবে তোমার মলয়তানে—
এই কথাটি যেন প্রাণে রাখতে পারি আজ স্মরণে,
তাহ'লে সব কাটবে বাধা তোমার কৃপার উচ্ছলনে।

সবই তোমার দান—একথা নয় মা সহজ মনে রাখা,
অহঙ্কারের কালো ঝড়ে আলো তোমার পড়ে ঢাকা।
চিনতে শেখাও প্রতিপদে
তোমার পায়ের চিহ্ন পথে,
চলব রেখে জীবন-ব্রতে নয়ন তোমার প্রেম নয়নে—
হৃদয়ে ধ্যান ধরি' মা যার মুখেও তার নামভজনে।

(মধ্যরাত্রি ১০।৫।৬৯)

প্রেম

চেয়েছিলাম বাসতে ভালো, কুড়িয়েছিলাম জ্ঞানের বাণী
পেতে দিশা অচিন পথের—সুধায় তৃষা মা, না জানি'।
জমিয়েছিলাম কতই মণি,
ভরল না মন, মা জননী!
মণির বিভব করল ধনী
গাইলাম হেসে: "আমি জ্ঞানী!"
রইল তৃষা তেম্‌নি মা হায়, অহঙ্কারের আড়াল আনি'।

কৃপায় শরণ নিলাম কেঁদে: "আর দিও না সাজা, মাগো!
জ্ঞানের গরব যাক্‌, তুমি আজ দয়াময়ী, প্রাণে জাগো।
এসো ক্ষমায়, অমল হেসে,
প্রাণকমলে দাঁড়াও এসে,
বাসাও ভালো ভালোবেসে
নাও মা রাঙা পায়ে টানি'।
অবোধ শিশু চায় না জ্ঞান আর, চায় শুধু চরণদুখানি॥

অভয়

ধ্যান ক'রে মন হয় অপচল, নামগানে প্রাণ হয় উদাসী।
ধ্যানের আলোয় মন হয় উজল, গানের ব্রজে শুনি বাঁশি।
কত পথেই তুমি ডাকো!
না জেনেও কোথায় থাকো
তৃষার দিশায় চলি মাগো,
তোমার চরণতীর্থ-আশী
তোমার ডাকে যে-ই সাড়া দেয় হয় সে তোমার সুরবিলাসী

সেই সুরে সব বেসুর বাঁধন কেটে প্রেমের মুক্তি দিলে।
বলব কী আর? আহা, যখন রাঙা পায়ে টেনে নিলে!
তারি টানে গানে গানে
বাই তরী অভয় উজানে,
কোন্‌ অকূলে প্রেমের বানে
চলেছি যে উধাও ভাসি'—
জানি না মা, জানি শুধু—আমি তোমায় ভালবাসি॥

বৈশাখ, ১৩৭৬

ভালোবাসা

"ভালোবাসি"—বলা সহজ, কঠিন শুধু ভালোবাসা।
একটু র'ঙিন উচ্ছ্বাসে হায়, কার মেটে গভীর পিপাসা?
বইয়ে নদী চোখের জলে
বান ডাকে কার হৃদয়তলে?
ক্ষণ ঢেউয়ে যে উছলে হয় ডুবারি কি তার আশা?
চায় না যে তার সব দিতে মা, জপে না তার প্রাণ নীলাশা।

এই কথাটি জানিয়ে দিলে চিনিয়ে স্বরূপ কৃপার তোমার,
চায় দিতে যে বর—প্রতিদান না চেয়ে তার দানের অপার।
মায়ের প্রীতি অহৈতুকী,
শিশুর সুখেই মা যে সুখী,
চায় হ'তে তাই অকূলমুখী আমার গানের ছন্দ-ভাষা।
খাঁচায় পাখী স্বপ্ন দেখে নীলাম্বরে বাঁধতে বাসা।

মাটি

পাখি হ'তে বাসি না লাজ—নীড়কে যে তার ভালোবাসে,
জানি—যখন নীড় সুখী হয় ঊর্ধ্বমুখী দূর আকাশে।
পাপ কোথা মাটির মমতায়
ধরার বুকেই অধরা ভায়,
লীলা সফল আলোছায়ায়, ভাষা সফল সুরবিকাশে :
দেখে গগন তাই তো পাখী করে কূজন প্রেমউছাসে।

মাটির বাঁধন, পায়ের রশি—নয়তো কিছুই মিথ্যে মায়া :
মৃন্ময়ী নয় মরীচিকা, কায়ার বুকেই ভায় অকায়া।
আজকে দেখি, যেদিকে চাই
কালোর নিগড় কোথাও তো নাই!
এই দৃষ্টি জাগিয়ে মা তাই মাতিয়ে দিলে রূপবিলাসে :
রূপ অরূপের দুলাল ব'লেই রূপের কোলে অরূপ হাসে।

সন্ধ্যা ২৯ বৈশাখ ১৩৭৬ ১২।৫।৬৯

নেশা

বেড়াই ছুটে নেশার ভুলে—যা দেখি তা দেখি কবে।
ঠিক ঠিকানা পাব দেখার—মজলে তোমার প্রেমের স্তবে
ফুল গিরি নদ সাগর লতা
বলবে যেদিন তোমার কথা,
পোহাবে মা নিশার ব্যথা উষার বরণ-মহোৎসবে :
মিলবে ইসারার অভিধান চাউনি তোমার চিনলে তবে।

মায়ার খেলায় সাড়া মা হায় দিয়েছি তো বারে বারে :
জাগাও এখন আকুলতা তোমার অপার-অভিসারে।
বৈরাগ এক বলবে কারা ?
সোনার হরিণ চায় মা যারা,
কান পাতে না সুরে তারা—মাতে যারা কলরবে :
শোকের পারে যেতে হ'লে অশোকাকে চিনতে হবে।

একান্তী

কোন্‌ভাবে কে সাজায় ডালা, কার টানে কে কোথায় চলে,
ক্ষণফুলের গঁ'থে মালা, মায়ার দোলায় কে উছলে,—
শঙ্খ তোমার ওঠে বেজে :
"মনের বাজে খরচ এ যে
পায় পারানি কেবল সে—যে সব সঁপে মা-র চরণতলে :
চায় যে দিশা ধ্রুবতারার হারায় না পথ কোলাহলে।"

কোথায় কে দেয় আশা, পরে ভাঙে তাকে কোন্ নিঠুরে,
বিমুখ কখন এল কাছে, স্বজন চ'লে গেল দূরে,
এই সবই তো প্রবল স্বনে
দেয় ভুলিয়ে চিরন্তনে,
আজ মা মায়ার বিসর্জনে প্রাণ যেন সেই গানেই গলে—
যে-গান তোমার সুরে বাঁধা শুধু তোমায় কথাই বলে।

মধ্যরাত্রি। ৯ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৬ (২৩।৫।৬৯)

বিনতি

দুঃখ যখন সইতে হবেই—না সই যেন অহঙ্কারে :
তোমারি দান ব'লে প্রণাম করতে পারি বেদনারে।
নৈলে ব্যথা বৃথাই হবে,
মনের জমি বন্ধ্যা রবে,
ফুটবে না ফুল নিরুৎসবে বিষণ্ণতার অন্ধকারে :
প্রেমের ফসল ফলবে—যদি দুঃখে ডাকি মা তোমারে।

যদি তোমায় শুধাই : তোমার পথে এত দুঃখ কেন ?
রইলে তুমি নীরব—না দেই ঠাঁই ভুলেও ক্ষোভকে যেন :
জানি যেন—যদি তোমার
প্রেমে বরি দুরভিসার,
চোখের ঠুলি খুলবে মা, পার মিলবে নিরাশার অপারে,
পরশ রতন মিলবে—বরণ করলে চরণ অশ্রুধারে।

সন্ধ্যা, ১২ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৬ (২৬।৫।৬৯)

আপন

হারিয়ে যদি যায় মাগো খেই, স্নেহে তুমি ধরিয়ে দিও।
ক্লান্ত হ'লে দিনান্তে মা, কোলে টেনে ঘুম পাড়িও।
হ'লে পথে লক্ষ্য হারা
জ্বালিও তোমার ধ্রুবতারা,
করলে অধীর বেদনারা—অশান্তকে পথ দেখিও।
যা-ই কেন দাও বিধান—যেন হয় মা প্রাণের বরণীয়।

তুমি ছাড়া কার কাছে আর চাইব দিশা অন্ধকারে ?
তোমার কোলের কূল বিনা কে ডাকবে অকূল-অভিসারে ?
পাই যদি মা, অভয় চরণ
শরণ সেধে জিনব মরণ,
গাইব তোমায় ক'রে বরণ : "মা-র ম'ত কে আছে প্রিয় ?"
"তৃষার পথেই পোহায় নিশা"—এই সুরে বেসুর ডুবিও।

মধ্যরাত্রি, ১২ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৬ (২৬।৫।৬৯)

নদী

ধায় তটিনী নীল নটিনী মনমোহিনী এঁকে বেঁকে,
পদে পদে ডিঙিয়ে বাধা বাঁধভাঙা অধীর আবেগে।
নিশানা তার জানে না সে,
জানে শুধু—ভালোবাসে
রঙিন নেশায় অচিন আশে অকূল তৃষায় কার—জানে কে ?
আকাশ হাসে : "কেউ কি জানে—কার টানে ধায় আনন্দে কে ?"

তেমনি ছোটে আকুল হৃদয় তার অদেখা মায়ের পানে,
নাম শুনে সে-সুদূরিকায় বরণ ক'রে গানে গানে।
পদে পদেই ভুল করে সে,
তবু চলে কেঁদে হেসে
আবেগ-উধাও নিরুদ্দেশে—দুরন্তকে রুখবে সে কে ?
ভক্ত হাসে : "কেউ কি জানে—পায় পাথেয় কোন্ পথে কে ?

৩০ বৈশাখ, ১৩৭৬ সন্ধ্যা ১৩।৫।৬৯

ভক্তি

মুক্তি অমল, দুঃখহরা, অভয়, অটল তাপবিপদে,
সাধনজাগা আলোয় জ্ঞানী চলে কেটে পথ বিপথে।
গম্ভীর সে, শাস্ত্র প্রবীণ,
ধোঁয়ায় ধুলায় রয় অমলিন,
নেই শোক, নয় কারো অধীন, চলে ধ্যানের রাজ রথে :
সবার মাঝে থেকেও ধরা দেয় না কারেও এ-জগতে।

না, থাক্ : দিও ভক্তি আমায়, ক্ষীণ যদি হয় শক্তি মাগো,
অবসাদও আনবে প্রসাদ—তুমি যদি প্রাণে জাগো।
যদি ধুলো লাগে গায়ে,
ঠাঁই দিও মা রাঙা পায়ে,
স্নেহের স্নানে অসহায়ে দীক্ষা দিও শরণব্রতে :
গানের ফসল ফলিয়ে কোরো আমায় কোমল প্রেমদরদে।

৩০ বৈশাখ, ১৩৭৬ মধ্যরাত্রি ১৩।৫।৬৯

বন্যা

উঠলে নামে উছিয়ে তোমার—মরুচরেও বন্যা চলে,
তৃণ লতা ফুল কাঁকর কাঁটাও অচিন কী এক আভায় ঝলে!
মনে তখন হয় না মা আর
বন্দী সে-প্রাণ নেই পাখা যার,
যুগের নিশা পোহায়—উষার দিশা রাঙে অস্তাচলে।
"নেই মা কোথাও" কান্না মিলায়, "আছে আছে"—হৃদয় বলে।

আছে যদি থাকে কোথায়? দূর আকাশের অপর পারে?—
নেই যেখানে দ্বেষাদ্বেষির হানাহানি রক্তধারে?
অন্তর আমার গেয়ে ওঠে:
না মাটিতেই পদ্ম ফোটে
মায়ের আলোয় কালোর তটে অভয় শঙ্খ শোন্ উছলে:
"দেখ্ না চেয়ে—কাঁকর কাঁটাও ছায় প্রেমলার নীলকমলে।"

শেষরক্ষা

তোমার প্রেমের সিন্ধুবরে বয় মা যখন কৃপায় জোয়ার।
কণ্ঠ ছেড়ে হালটি ধ'রে গাই তোমারি জয়জয়কার।
নামে যদি ছায়াও তখন,
আলোয় উছল থাকে এ-মন
তুমি মা কাণ্ডারী যখন—মিলবেই আমার অপারে পার।
ডুববে না এ-প্রাণতরী—ভার তোমারি যে শেষরক্ষার।

আসবে, জানি, দিন মা এমন—রইব না আর হালও ধ'রে:
তুমি হালী হ'লে হবে ভরাডুবি কেমন ক'রে?
মা তো কেবল নয় দিশারি,
হাল তরী পাল সবই তারি,
ডাকলে কেঁদে হয় সে পারী—এম্‌নিই যে স্বভাব তারার:
এইটি জানার ম'স্ত জানা—লক্ষ্য আমার প্রেমসাধনার।

মধ্যরাত্রি, বৈশাখ সংক্রান্তি ১৩৭৬ (১৩।৫।৬৯)

নিবেদন

১

সাঁঝ-ছায়া মেলে পাখা
ক্লান্ত দিনের শেষে,
এসো, দাও দাও দেখা
আলো হেসে ভালোবেসে।

২

আমার সহায় হায়
তুমি বিনা কে বা আছে?
ঠাঁই দাও রাঙা পায়
আকুল এ-মন যাচে।

৩

দিনে দিনে কত খেলা
খেলেছি তো যৌবনে!
আজ যে ভাঙিল মেলা
শরণ দাও চরণে।

৪

বহুদিন থেকে নাথ,
আছি তব পথ চেয়ে,
ঘনায়ে আসিছে রাত,
এসো তুমি খেয়া বেয়ে।

৫

এ-অপারে করো পার,
হে অকূলে কাণ্ডারী!
দীর্ণ করো আঁধার
অমল হৃদিবিহারী।

৬

কত না রঙিন রাগে
রচেছি গানের ডালি,
স্মরণে আজিও জাগে
কত না রূপদেয়ালি।

৭

জানি তারা বৃথা নয়
সবার পিছনে তুমি
রাজিতে হে চিন্ময়,
ধূলায়ো প্রেমে কুসুমি'।

৮

কত রসে প্রাণদোলে
উঠিলে দুলে, অতিথি
হাসিতে, চোখের জলে
ঝরালে বরণ-গীতি।

৯

জানি তাই—নয় মায়া
দুখ সুখ ফুলঝুরি,
ধরণীর আলোছায়া
জেনেছি তার মাধুরী।

১০

দিনে দিনে ওঠে তবু
বিকশি' চেতনা যত
ব্যথা ডাকে: "করো প্রভু
তোমার মনের মত।

১১

"হাতের পুতুল হ'য়ে
তোমার খেলিতে চাই,
বেলা শেষ যায় ব'য়ে,
কোল তব যেন পাই।

১২

"জনম-মরণ-স্রোতে
এসে তুমি লও ভার,
তোমার শরণ-ব্রতে
আমায় করো তোমার।"

২৯.১১.১৯৬৯ রাত সাড়ে দশটা

১৪ পৌষ ১৩৭৬

বর্ষশেষ

একেলা ক'রে আমায়
পলে পলে, দিনে দিনে,
শেখাবে না কি তোমায়
চিরসাথী, নিতে চিনে ?

দাস ক'রে পায়ে তব
রাখিবে না কি কৃপায়,
ফুটাতে কুঁড়িরে নব
ফুলের মুরছনায় ?

চিরদিন আমি প্রভু,
কী চেয়েছি—তুমি জানো,
কেন গো নিঠুর, তবু
এ-মায়া-আড়াল আনো ?

মিছে কাজে ভুলে থাকি
তোমায়—এ-ই কি চাও ?
আমারে তৃষিত রাখি'
তুমি কোন্ সুখ পাও ?

শুনেছি তোমায় চায়
একান্ত বরণে যে,
তুমি কাছে টানো তায়
বাঁশিসুরে উঠে বেজে।

শুনেছি শুনেছি আমি
অন্তরে-যে সে-বাঁশি
জানো, অন্তরযামী !
তাই তো আমি উদাসী।

আমার ধুলার ক্রন্দন
তোমার তারার তালে
সাধাবে কি তটবন্ধন
কাটিতে চাও নিরালে ?

সে-আভাষ আমি পাই
চকিত চমকে কভু,
তারপরে দেখি—নাই,
কোথা স'রে গেছ প্রভু

এ কেমন প্রেমরীতি,
কাছে টেনে ঠেলা দূরে ?
এসো হে প্রাণ-অতিথি,
আলো ক'রে প্রাণপুরে।

লুকোচুরি-খেলা এ কি ?—
হারাই কি ফিরে পেতে ?
আমারে বিধুর দেখি'
দেবে কবে কাছে যেতে !

দোললীলা ফাগুয়ার
অনেক হয়েছে খেলা,
রঙায়ে রঙে তোমার
নিভায়ো না দীপমেলা।

একে একে ঝ'রে যায়
কামনা বাসনা যত,
এসো, করো করুণায়
সফল শরণ-ব্রত।

১৫ পৌষ, ১৩৭৬

বর্ষশেষ ৩০.১২.১৯৬৯

নববর্ষের আশায়

শুনেছি অকূল-তৃষা
বরষায় সুধাধারা,
চাহিলে মেলেই দিশা
পথ পায় পথহারা।

শুনেছি শরণ যে-ই
চায় তব শ্রীচরণে,
পায় আশ্রয় সে-ই
তোমার প্রেমবরণে।

শুনেছি নয়ননীর
নিশার মুছায় রবি,
সে পায় শান্তি তীর
যে আঁকে তোমার ছবি।

শুনেছি যে চায় দান
ছন্দের তব প্রিয়,
হয় কবি মহীয়ান্
বরেণ্য কমনীয়।

শুনেছি যে উষা চায়
পোহায় নিশীথ তার,
ডাকে তারে "আয় আয়"
তব বাঁশিঝঙ্কার।

শুনেছি জোনাকি প্রভা
হয় পলে মহনীয়
বরে তব মনোলোভা
দীপালিকা কমনীয়।

আজো কেন রহি আমি
সংশয়ম্লান ভবে—
তুমি অন্তরযামী
অন্তরে রাজো যবে?

আমি তব পদতলে
চাই যবে আশ্রয়,
উঠায়ে লবেই কোলে
জানি, গেয়ে: "হবে জয়

অশ্রু যবে নিঝরে
তোমারি লাগিয়া প্রভু,
রহিবে কেমন ক'রে
দূরে তুমি বলো তবু?

তোমারে সঁপেছি প্রাণ
যেদিন হ'তে আমার,
গাই না তো আর গান
কামনার বাসনার।

উষার তরে তোমার
রহি নিশা জাগি যবে,
জানি—করিবেই পার
অপারের উৎসবে।

জ্যোতির্মন্ত্র জপে
বিন্দু সিন্ধু হয়—
জেনেছি সাধনে যবে,
কোথায় আমার ভয়?

১৬ই পৌষ, ১৩৭৬ ৩১. ১২. ১৯৬৯

নববর্ষের প্রভাতে

চেয়েছি যবে তোমায়,
বন্ধু, জানি এ-হৃদে
উদিবে অমিতাভায়
তুমি রূপান্তরতে

যত ত্রুটি মলিনতা
আমায় করেছে ম্লান,
কামনার অধীনতা
বিনাশিয়া খরসান

প্রেমের কৃপাণে তব
জানি, হে মুক্তিনাথ,
ঝলকিবে নব নব
বরাভয়, ধরি' হাত

উঠাবে হাসি' তোমার
শিশুরে এ-ধরণীর
মায়াবিনী তমসার
গর্ত হ'তে গভীর।

এ নয় নয় কবির
কথামালা-সান্ত্বনা,
এ যে উপলব্ধির
দীপ্তি নিরঞ্জনা,

আলোকে যার আঁধার
রজনী পোহায়, আমি
জানি—বরি' অভিসার
তোমার, অলখ স্বামী!

তাই কভু বেদনায়
করি অনুযোগ যদি,
ক্ষমিয়া থেকো কৃপায়
ধ'রে হাত নিরবধি।

নানা গান কবিতায়
আগুনে অভ্যুদয়
হয় যেন প্রেরণায়
তোমার হিরণ্ময়!

বরষের নবদিনে
জানাই এ-প্রার্থন:
"তোমায় যেন গো চিনে
করিতে পারি বরণ;

"যে-সুরে প্রাণসাধনে
বাধারে দলিতে পারি,
তারি অভিনন্দনে
হই তব অভিসারী;

"যেন ভ্রান্তিরো মাঝে
ফোটে দেবকান্তির
ঝঙ্কার—নানা কাজে
ছোঁওয়া পাই শান্তির;

"শেষে এই নিবেদন
শান্তি যদি না পাই,
তবুও যেন শরণ
তোমারি চরণে চাই।"

১৭ই পৌষ, ১৩৭৬ — ১. ১. ১৯৭০

অকূল বাঁশি

তোমার আমার মাঝে আড়াল ছায় কেন মা থেকে থেকে ?
একটু চমক-আভায় দিয়েই ডুব দাও কোন্ হাল্কা মেঘে ?
শুনেছি যে, হারিয়ে-ফিরে-পাওয়ার পুলক বরণীয়,
বিরহরাত পোহালে হয় মিলন উষা আরো প্রিয়।
আমরা যে চাই সুখের লোভে, তাই কি তুমি আড়াল আনো ?
জানি না তার সার্থকতা আমরা—কেবল তুমিই জানো।
জানে না যে—কেমন ক'রে আনন্দের দিশারি হবে ?
অশ্রু অঝোর তাইতো ঢাকে ক্ষণহাসি নিরুৎসবে।
অল্পসুখের রংমহলে অবোধ হৃদয় যেই উছসায়,
ভুলি—এ নয় ছন্দ প্রেমের, ফোটে কমল তার অসীমায়।
ঝাঁপ দিয়ে সেই মায়াসুখের কূল থেকে যেই ডুবি জলে,
ঝিকমিকিয়ে ওঠে কত মাণিক তোমার অতল তলে !
যতই স'রে যায় নিরাপদ আরামনিলয়—শুনি কানে :
'মাভৈঃ মাভৈঃ' ঝঙ্কারে মা ওঠো গেয়ে মৃদুল তানে।
গভীর সে-সুর বেচাকেনার মুখর হাটে যায় না শোনা,
কান পাতে যে সে-ই শোনে সে-অকূলবাঁশির মুরছনা।

২. ১. ১৯৭০

পরম প্রত্যয়

পায় যে বহুভাগ্যে তোমার অকূল বাঁশি শুনতে কানে,
ঝঙ্কারে তার পথে অভয়—রাজো বলি' তুমি প্রাণে।
জানে সে—জয় বেসুরাদের হবেই তোমার সুরের কৃপায়,
যাবেই স'রে গহন বাধার আড়াল তোমার নয়নবিভায়।
চাই শুধু মা,—তোমার মুখের হাসির সুরটি যেন ফোটে,
যখন বেসুরাদের বিষাণ চারিদিকেই গ'র্জে ওঠে।
অনুযোগ না করি যেন পার হব মা মরু যখন,
মরুর পারে মন্দাকিনীর দেখি নি কি অমর স্বপন ?

এই প্রত্যয় জপি যেন—স্বপ্নে আভাষ পেয়েছি যার
মূর্ত হবে জাগরণে, প্রেমব্রতী মানে না হার।
জানি—কঠিন প্রেমের দিশায় চলা স'য়ে মরুরদাহন,
আরো জানি—তোমার চরণ সে-ই পায় যে চায় মা শরণ।
জানি—তোমার দুরভিসার করবে বরণ যে—সে হবেই
মায়াজয়ী সফলসাধন, তুফানেও তার ভয় নেই।
বিদ্যুতেও যে দেখেছে সোনার আলোর কেতন তোমার,
রক্তকাঁটাও কমলিনীর গান শোনাবে অন্তরে তার।

১৯ পৌষ ১৩৭৬ ৩.১.১৯৭০

শ্রীরচ্ছন্দা

নানা ছলেই কাছে এসে ছোঁয়া দিয়ে দাও না ধরা তুমি!
কেমন লীলা তোমার? শুনি—এমনি ক'রেই ওঠো মা কুসুমি;
দিয়ে কণাস্বাদ অতৃপ্ত তৃষ্ণা জাগাও তোমার চরণসুধায়—
এমনি তোমার প্রেমের রীতি! জানি না তো আমরা শরণক্ষুধায়
পরম বেদনা মা, কেমন ক'রে ব্যথার বরেই দিনে দিনে
পূর্ণিমার পিপাসা বরি' মন চাঁদিনী সুষমা লয় চিনে।
কেমন ক'রে অভিসারে দূরের নাগাল পেতে কাছের যত
সাধের সুখবিলাস দিয়ে বিদায় তবে তোমার মনের মত
হ'য়ে শিশুর প্রাণের কান্না ওঠে জেগে, জনশ্রুতির ডাকে
উধাও হয় সে প্রথম দিকে, তারপরে তো প্রতি পথের বাঁকে
তুমিই হেসে বিলাও প্রসাদ—মধুর হ'তে মধুরতর স্বাদ
কাছে আসার: ধীরে ধীরে পোহায় বিরহের নিশুতি রাত।
অচিন এক আনন্দে যখন তীর্থপথে বাহির হই মা—গতির
আবেগ তুমি প্রতিপদেই গভীর করো দীক্ষা দিয়ে নতির,
সুগন্ধ যার অন্তর ছায়—বিকাশ থাকে তখনো আড়ালে:
তাল কাটে আমাদের চলায়, তুমি শেখাও চলতে নিখুঁৎ তালে।

২০ পৌষ, ১৩৭৬ সন্ধ্যা) (৪. ১. ১৯৭০

জাদুকরী

সুদূর থেকে, জাদুকরী, কেমন ক'রে দাও ছন্দের তোমার
দীক্ষা ধীরে ধীরে—যতই ভাবি, মনে হয়—এ প্রহেলিকার

নেই সমাধান মানসলোকে। পাখীর কাছে কেমন ক'রে আকাশ
অচিন হ'য়েও আনে আভাস চিরচেনার? কেন সে হয় উদাস

নীলের ডাকে? নীড় নিরাপদ হ'লেও নীড়ে থাকতে পারে না সে,
পাখা মেলে অসীমাকে বুক ভ'রে নেয় প্রতিটি নিশ্বাসে?

বন্ধনে প্রাণ কাঁদে ব'লেই হয় মুক্তির স্বপ্নে সে তন্ময়,
অদেখা মা ঘোমটা প'রে থাকে ব'লেই কল্পনা নয় নয়।

"যে-টান করে বন্দী, উল্টো টান বিবাগী করে তারি বরে"—
চিরন্তন এ-বাণী তোমার, তাই তো অন্নে মন ওঠে না ভ'রে।

"অচিনকে কয় বরণ ভালোবেসে, আপন হ'তে আপন সে যে"—
এই রাগিণী যুগযুগান্তে তোমার বাঁশির ডাকে ওঠে বেজে।

ছোঁওয়া দিয়েও দাও না ধরা ব'লেই ব্যাকুলতা জেগে ওঠে:
অকুলতার কোলেই অকূল, তাই না পঙ্কে পঙ্কজিনী ফোটে।

প্রেমের শরণমন্ত্র দিতেই বৈরাগিণী মা, গাও বাঁশির সুরে,
ধরার সুরকে সফল ক'রে অ-ধরাকে সেধে প্রাণের পুরে।

৫.১.১৯৭০

শ্রীকাত্তিক

"তোমাকে চাই, তোমাকে চাই
এমন আপন আর কেউ নাই
আমার এ-ভুবনে"—
এ-অঙ্গীকার উছল সুরে
উঠুক বেজে হৃদয়পুরে
আনন্দবন্দনে।

"তুমি চালাও, তুমি চালাও,
বেসে ভালো ভালোবাসাও,
শিখিয়ে প্রেমের রীতি"—
এ-প্রার্থনা মধুর সুরে
রণিয়ে তোলে হৃদয়পুরে,
হে প্রেমল অতিথি!

"এসো কাছে, এসো কাছে,
সইতে আড়াল পারি না যে,
পোহাক গহন রাত"—
এ-আহ্বান অভয়সুরে
ঝঙ্কারি' এ-হৃদয়পুরে
চরণ রাখো নাথ!

"উঠুক তোমার উঠুক তোমায়
মলয় হাওয়া বাসন্তিকায়
ফুটিয়ে আলোর ফুল"—
এই কামনা বাঁশির সুরে
যেন আমার হৃদয়পুরে
সঞ্চরে দোদুল।

"শরণ সাধাও, শরণ সাধাও,
তোমার সম্ভাষণে কাঁপাও
আমার বুকের তার"—
এ-রাগিণী উষার সুরে
তরঙ্গি' এ-হৃদয়পুরে
ঘুচাও অন্ধকার।

"শুধু তোমায়, শুধু তোমায়
করব বরণ প্রাণসাধনায়"—
এই স্তবগান প্রিয়,
মন্ত্রি' তোমার পূজার সুরে
বোসো আমার হৃদয়পুরে
হে অনিন্দনীয়!

২২ পৌষ, ১৩৭৬—সন্ধ্যা) (৬. ১. ৭০

যন্ত্র

"আমি আমার, আমি আমার"
এ-ছাই আলাপ সাধব না আর,
গাইতেই আজ হবে ;
"যা কিছু পাই নয় তো আমার,
সবই প্রসাদ তোমার কৃপার
প্রেমের মহোৎসবে।"

ডাক মমতার দিলে উঁকি
ভুলেও যেন আর না ঝুঁকি
করতে আদর তাকে—
গেয়ে : "এ-ই তো মানবতা,
জীব নয় তো শিবদেবতা,
কে পায় অধরাকে ?"

যা দেখেছি দুই নয়নে,
যা শুনেছি এই শ্রবণে,
মন ভরেনি তায়
সার জেনেছি—যে, নাথ, জমায়
বৃথাই খুঁজে মরে তোমায়
জীবন সাধনায়।

জানি সবই, বন্ধু, জানি,
তুমি কৃপাসিন্ধু—মানি,
যাই তবুও ভুলে :
প্রাণ যেই চায় তোমার শরণ
কে বাধা দেয় করতে বরণ
বাঁশির ডাক অকূলে ?

কেমন ক'রে ভোলায় মায়া ?
ছায়াকে হয় মনে কায়া
ধরলে বুকে চেপে
মিলায় !—ছুটি তবু হেন
সোনার হরিণ পিছু কেন—
পাই না আজো ভেবে !

না, সমাধান নেই চিন্তায়,
দাও দীক্ষা প্রেমসাধনায়,
তারি হাতে আছে
জ্ঞানের চাবি ধ্যানের মন্ত্র,
মিলবে দিশা হ'লে যন্ত্র
তোমার—প্রতি কাজে।

২৩ পৌষ, ১৩৭৬ (৭. ১. ৭০

নৈশ্চিত্ত্য

জানি—আমায় তুমি দেখা দেবে,
বারবারই তো দিয়েছ এ ভরসা—
কাছে টেনে আপন ক'রে নেবে
নিদাঘতৃষায় নির্ঝরি' বরষা।

ঝড় এলে ছায় আঁধার থেকে থেকে,
কাটে বিষাদ জাগলে জ্যোৎস্নারাণী,
সে হাসি যায় মিলিয়ে অশ্রুমেঘে,
সময় হলে ফুটবে আবার—জানি।

"সময় হবে কবে ?"—ব্যাকুল মন
যেমনি শুধায়, কে গায় অভয়সুরে :
"চাইলে শরণ রাঙবে স্থলগন,
ঝল্‌কে মা তোর উঠবে হৃদয়পুরে।

শরণ যে চায় করে না জিজ্ঞাসা,
নেয় মেনে সব মায়ের বিধান ব'লে :
জানি, তবু গায় প্রাণে দুরাশা :
"আজই যে চাই ঘুম যেতে মা-র কোলে।"

জানি—তুমি আছ ধ'রে হাত,
পড়লে আবার তুলবে ধুলো ঝেড়ে :
তবু ভাবি—"কাটবে কবে রাত,
হাসবে স্বর্ণময়ী দিগন্তেরে ?"

"তোমার সাথে আমার পরিচয়
যুগযুগের"—হৃদয় আমার গায়,
"যেই হবে ফের দৃষ্টিবিনিময়
দেখব—আমি ঠাঁই পেয়েছি পায়।"

২৫ পৌষ, ১৩৭৬ সকাল ৯. ১. ৭০

তৃষ্ণার্ত

ঠাঁই পাওয়া পায় মায়ের সহজ নয়
অনেক ঘুরে খালি হাতে ফিরে
তবে ব্যাকুলতার উদয় হয়,
থামে বেসুর মুরলী মঞ্জীরে।

এ ও তা—মিথ্যে চাওয়া কতই!
না না না—চাই নি এ তো হায়!
মা মা মা—কান্না জাগে যতই
"পা পা পা—আয় কোলে"—মা গায়।

এই তো লীলা—লুকোচুরি খেলা,
"আয় আয়—টু"—শুনি প্রতি কাজে:
আমি বলি: "যাব সন্ধ্যে বেলা,
ডাকে কি কেউ দিনের নেশার মাঝে?"

দেখ, কাজের জমল বোঝা কত!
চাপিয়ে দিলে তুমিই তো এ-ভার:
এখন বলো দেখি—মনের ম'ত
কেমন ক'রে হবো মা তোমার?

কী যে বলো—বুঝতে লাগে ধাঁধা।
কাজ সারা না হ'লে—বলো না
ছুটি-চাওয়ার-নাম কি সাধন-সাধা?
কোরো না ভার দিয়ে ছলনা।

হাটের মাঝে শোনাও তোমার বাণী,
মুদলে নয়ন দেখাও নয়ন ভ'রে
জ্ঞানী হ'য়ে যেম্নি মা হার মানি,
প্রেমের তিলক পরাও কেমন ক'রে?

২৫ পৌষ, ১৩৭৬-সন্ধ্যা) (৯ জানুয়ারি, ১৯৭০-সন্ধ্যা

শরণাগতি

যদি তোমার প্রেমের তিলক দাও
কপালে মা পরিয়ে আশীর্বাদে,
যেন না সে-গৌরবে উধাও
হ'য়ে পড়ি অহঙ্কারের ফাঁদে।

করব শপথ যখন "ভালোবাসি",
কেবল ভালোবাসার আনন্দেই
উঠি যেন গান গেয়ে উল্লাসি' :
"শিশু আমি চাই জননীকেই।"

নানা সুরে তোমার নামের আখর
চায় দিতে মা, আমার উছল প্রাণ :
শুধু হায়, না ডাকে যদি সাগর,
গায় কি নদী অভিসারের গান?

তাই রাঙা পায় জানাই নিবেদন :
"দিও বন্যাপ্রেরণা সিন্ধুর
ভাসিয়ে দিয়ে মমতা-বন্ধন
কাছে টেনে বাঞ্ছিত সুদূর।"

জন্মদিনে মাটিতে যখন,
হোক সহায় আজ মাটির বাধ' যত,
ক'রে বরণ তোমার শ্রীচরণ
সফল হবে আমার শরণব্রত।

শরণ বিনা জীবনে কি কেউ
করতে পারে অসাধ্য সাধন?
না জাগলে মা ঢেউয়ের পরে ঢেউ
পায় কি গতির বিজয়মন্ত্র মন?

২৬ পৌষ ১৩৭৬

শেষ রক্ষা

তবু জয়ের নেশায় পদে পদে
ট'লে পড়ে অবোধ অভিসারী :
বাধারা বাদ সাধলে প্রাণব্রতে,
শুধাই : কোথায় এ-অপারে পারী?

ঘনালে মেঘ আলোর দুরাশায়,
হয় বেদনায় মনে—পুলক মায়া,
স্বপ্নকমল ঝরে কুয়াশায়,
কান্ত কায়া হয় পলকে ছায়া।

জানি—গানে বেসুর দিলে হানা
প্রেমলহরেই মিলবে সুরের গতি,
কাঁদলে ডেকে জ্বলবে ফের নিশানা,
চ্যুতিও দেবে বন্দনার সুমতি।

তবু, যখন বাধার হিমালয়
সামনে এসে আচমকা দাঁড়ায়,
দূর মনে হয় তোমার দীপালয়,
তাল কাটে হায় ছন্দসাধনায়।

তুমি এসে তখন শঙ্খ-স্বনে
দাও বরাভয়, জানি মা সর্বাণী!
তাই নিতি হার মানায় দুর্লগনে
শুনি তোমার জ্যোতির বিজয়বাণী :

"হবেই হবে শেষরক্ষা তার
চোখের জলে যে চায় তোমার শরণ :
কাটবেই তার ব্যথার অন্ধকার
পড়ার মুখেও ধরে যে মা-র চরণ।"

১০.১.১৯৭০

বাদানুবাদ

চাঁদ কাঁদে : "ধিক্ মেঘ! আকাশে তোর ম'ত ঘোর কুটিল কেউ আর নাই,
ঢাকিস কেবল আমার মুখ অমল!"

মেঘ হাসে : "হা নির্বোধ! ঝড় দেয় সরিয়ে ঘোমটা আমার যেই,
হয় না কি তোর মুখ আরো উজ্জ্বল?"

* * *

গোলাপ কাঁদে : "ছি কাঁটা! তোর মতন পাপী কেউ কি আছে আর?
আমার পাশে থেকেও যে নিষ্ঠুর!"

কাঁটা হাসে : "হা অন্ধ! সই যে আমি সবার তিরস্কার
মান দিনে তোর রূপের সুমধুর!"

* * *

সিন্ধু কাঁদে : "দেবেশ! কেন দাও বেদনা এত বলো না?
এমন দারুণ মন্থন কেউ করে?"

দেবেশ হাসে : "সিন্ধু! লীলায় বেদনা তো মায়ার ছলনা,
সুধার জন্ম দিস নি কি তার বরে?"

* * *

পান্থ কাঁদে : "ধুলো এত উড়িয়ে চলে সা'ধু হাজার হাজার—
নিশ্বাস আমার বন্ধ হ'ল প্রায়!"

তীর্থ হাসে : "সাধুর চরণধুলায় হ'ল পুণ্য অঙ্গ আমার,
বুঝবি তুইও ধরলে তোর মাথায়।"

* * *

গর্জে জ্ঞানী : "গঙ্গা তো জল! কেন 'মা মা' ডাকিস? না না না।
দেখবি না কি চোখ থেকেও হায়?"

গায় ভক্ত : "মা গঙ্গাকে প্রেমে যদি ডাকিস—'মা মা মা'—
কোল পাবি তাঁর তাঁরি করুণায়।"

* * *

গায় বাঁশি : "ও বেণু! তোকে ধরত কি শ্যাম চুম্বন অধরে,
আমি না তোর সাধলে রূপান্তর?

বেণু হাসে : "ছুঁচ ফোটানোর ব্যথা যে সই—তারি তো বরে
তুই পেলি তাঁর চুম্বনের অধর।"

২৭ পৌষ, ১৩৭৬ ১১. ১. ৭০

শরণ সান্ত্বনা

মিথ্যে কেন ভেবে মরি
আছ যখন তুমি ধরি'
স্নেহে আমার হাত মা দিনে রাতে ?
তাই তো যখন পড়ি ট'লে
নাও সাদরে তুলে কোলে
সান্ত্বনা দাও প্রতি চরণপাতে ।

কল্পনা মা আমার এ কি ?
চারিদিকেই যখন দেখি
গায় না কেউই তোমার প্রেমের বাণী ?
হেসে খেলে চলে তারা
গতির নেশায় আত্মহারা,
গবেষণার গর্বে অভিমানী !

'আস্তিক' নাম চায় না তারা,
বক্তৃতা দেয় বিশ্বে সারা,
বিশ্বাসীদের অন্ধ বাতুল বলে ;
গর্জায় : "যুগ বদলে গেছে,
ভক্তিতে পার কে পেয়েছে ?
বুদ্ধিরথেই প্রাজ্ঞ প্রবীণ চলে ।"

'স্বাবলম্বী' নাম তাদেরি—
করে যারা নিত্য ফেরি
মানের কেতন ভোগের আনন্দে ;
দুদিন ভোগ-আস্বাদের পরেই
দুর্ভোগ এসে তাদের ধরেই,
অকালে শীত ঢাকে বসন্তে ।

না থাক মা, নয় এ-পথ আমার,
চাই না হ'তে অপারে পার
আপনারি হাল ধ'রে সগৌরবে ;
কাণ্ডারী হও ঝড় তুফানে
তুমিই রমা, জাগিয়ে প্রাণে
শরণতৃষা করুণাসৌরভে

নিজের হাতে পথ কেটে কি
চলতে পারি ? জানি নে কি
আমার জ্ঞানের দৃষ্টিদীপের সীমা ?
তোমার বলেই শক্তিময়ী,
হোক সাধনা আমার জয়ী
ঝরিয়ে প্রেমের ঝর্ণামধুরিমা।

২৮ পৌষ ১৩৭৬) (১২.১.৭০

চারণব্রত

ঝর্ণা কোথায় ? বাইরে তো নয়,
অন্তরেই যে তার ধারা বয়,
কানপাতি যেই মূর্ছনা তার শু'ন
এ নয় রঙিন কথামালা,
তোমার প্রসাদেই নিরালা
সুরের ধ্যানে নামে সুরধুনী।

মন্দাকিনী যে দ্যুলোকে
ভাগীরথী সে-ই ভূলোকে
অসাজ যার মধুর কলধ্বনি
যেমনি তোমায় ভালোবাসি—
দাও দেখা ঝঙ্কারি' বাঁশি
জলতরঙ্গ-সঙ্গতে, জননী!

শুনলে সে-ডাক হৃদয়পুরে
সব ব্যথা যায় স'য়ে দূরে,
আশার কুঁড়ি ফোটে নিটোল ফুলে ;
মনমোহিনী অনামিকা
থাকে না আর সুদূরিকা,
আঁখর তানে ওঠে প্রাণে দুলে ।

যায় নিভে সব মরুর দাহ,
মিলায় শ্রান্তি নিরুৎসাহ
কান্তিময়ীর বসন্ত-গুঞ্জনে ;
অগ্রদূতী হ'য়ে যেন
আসো দেবের, তবু কেন
কানপাতি না তোমার আলাপনে ?

ছন্দ তো শোনায় সাধনা,
সফল করে আরাধনা
নিশায় গেয়ে উষার আগমনী ;
আমার বুকেই ছিলে রমা,
লুকিয়ে কোথায় নিরুপমা
স্নেহময়ী লক্ষ্মী চিরন্তনী ?

সেই সাধনাই সাধাও এবার,
কবি হোক মা চারণ তোমার
দ্বন্দ্ব দ্বিধার শেষ করো আজ পালা ;
করব আমি গানে গানে
তোমার আবাহন মা প্রাণে
প্রেমকমলে গেঁথে বরণমালা ।

২৮ পৌষ, ১৩৭৬—রাত বারোটা ১২.১.৭০

দীক্ষা

"গাঁথলে তোমার বরণ মালা
নিভবে যত দুঃখ জ্বালা,
নিরানন্দ ক্লান্তি ঘুচে যাবে,
যেম্‌নি প্রদীপ জ্বলবে তোমার
রবে না আর লেশও ব্যথার,
অশ্রু আমার কল্যাণী মুছাবে—"

এ-অঙ্গীকার করো তুমি
সফল ক'রে পতিত ভূমি,
ফুল ফুটিয়ে কাঁটার অঘটনে,
চোখের জলে চিকিয়ে তোমার
হাসির ইন্দ্রধনু অপার
বাদল বিষণ্ণতার নির্বাসনে।

তোমার কৃপা রূপকথা নয়,
যে-ই চায়—তার ম্লান মৃন্ময়
আধার তুমি স্নেহে রূপান্তরি'
চিন্ময়েরি জ্বালাও আলো,
অপ্রেমীও বাসে ভালো,
শুক্‌নো পাতাও ওঠে মা মর্ম্মরি'।

শুনেছিলাম ছেলেবেলায়
মুনি ঋষির আখ্যায়িকায়
তোমার কৃপার ইন্দ্রজালের কথা
"যুগের কান্না এক নিমেষে
কাটে—তুমি উঠলে হেসে,
বিছায় শীতে বসন্তবারতা।"

পরে মা বিজ্ঞানের ঘোষণ
যেমনি হৃদয় করল বরণ
ঝ'রে গেল প্রেমের ফুল্ল মালা,
গাইলাম আমি : "বুদ্ধিবলে
স্বর্গ নামে ধরাতলে—"
অমনি এল অন্ধকারের পালা।

কী প্রমাদেই পড়েছিলাম
ভুলে গিয়ে ভক্তি, প্রণাম—
দেখিয়ে দিলেন গুরু কাছে টেনে।
ঘটল আবার কী অঘটন :
অস্তাচলেই জাগল তপন,
রাত পোহালো উষার কৃপা মেনে।

২৯ পৌষ, ১৩৭৬—সকাল) (১৩ জানুয়ারি, ১৯৭০

জন্মদিনের আশায়

জন্মদিন তো এলো আবার,
এগিয়ে আসে ফিরে যাবার
দিন—যেতে ঘুম তোমার বুকের নীড়ে।
জপি আমি ; "প্রাণ ছেয়ে আজ
ফুল ফোটাব গান গেয়ে আজ
তোমার চিরশান্তির মন্দিরে।"

জানি না মা, তুমি কী ভার
দিয়েছিলে আমায় তোমার,
জানি না—ভুল-ভ্রান্তির অমানিশায়
আমার শিশু হৃদয়বীণা
ঝংকৃত হয়েছে কি না
তোমায় নামে আমায় প্রেমতৃষায়।

অন্ধ ক'রে রাখোনি মা,
শক্তির আমার কোথায় সীমা—
দিয়েছ তো দেখিয়ে জেলে আলো।
করেছি হায় অহংকারে,
যেমনি বরণ স্বেচ্ছাচারে,
নিষেধ তোমার পথ রুখে দাঁড়ালো।

আঘাত বাজেই—আসে যখন,
তবু সে-ই তো শেখায় বরণ
করতে তোমার বিষাণ শিরে ধরি'।
পিছন দিকে যেমনি ফিরে
তাকাই-দেখি, আমায় ঘিরে
ছিল তোমার কৃপা শুভংকরী।

তাই তো আমায় মোহের শিকল
বাঁধতে গিয়েও হয়েছে বিকল—
একবার নয়, মুক্তিময়ী, তুমি
বুলিয়ে গেছ, পরশ তোমার,
কতবারই—অপারে পার
তাই পেয়েছি তোমায় চরণ চুমি'।

সেই তুমি ফের জন্মদিনে
আরো গভীরসুরে চিনে
নিতে শেখাও তোমার করুণাকে—
তীর্থপথ যে দিল খুলে।
ভাবতে ওঠে চিত্ত দুলে।
উষাময়ীর ঢেউ যে প্রাণে লাগে!

২৯ পৌষ, ১৩৭৬—সন্ধ্যা) (১৩ই জানুয়ারী, ১৯৭০

দেহদুঃখে

১

দেহের দুঃখে আজ লিখিনি কবিতা কি গান,
জন্মদিনে এই কি মা উৎসব ?
ক্লান্ত সাঁঝে ডাকি : "এসো, রাখো আমার মান,
দাও প্রেরণা করব তোমার স্তব।"

২

শুনেছি যে তোমার কৃপা পাওয়া সহজ নয়,
না পেলে রয় রুদ্ধ হৃদয়দ্বার।
তোমার অভয় কানে কানে যেমনি কথা কয়,
বুকের তারে কাঁপে সে-ঝংকার।

৩

বেসুর হাটেই কাঁদবে কি আমার সুরেলা প্রাণ ?
ফুটিয়ে তোলো এমন রাগমালা
যার বরে ক্লেশ দেহের কাটে—যায় পাওয়া সন্ধান
যে ছোঁয়াতে জুড়ায় তাপজ্বালা।

৪

জপ তপে মন, ক্লিষ্ট, যখন বসতে চায় না হায়
স্বপ্ন আবেশ ঘনায় না অন্তরে',
যতই কেন বলি : "যা না ডুবে প্রার্থনায়",
ভক্তি তো কই জাগে না অন্তরে!

৫

তখন তোমায় চাই নিবেদন করতে আমার ব্যথা,
(করবে কী আর বলো নিঃসহায় ?)
অমনি দেখি উছলে ওঠে প্রেমের ব্যাকুলতা,
তোমার লীলার কে কবে পার পায় ?

৬

যে পথে তোমার ভরসা চাই সে-পথে কই
কেউ তো দেখা দেয় না দিতে আশা!
যেম্নি তোমার চাই মা শরণ—ছায় জোয়ারে ঐ
তোমায় সিন্ধুকৃপার ছন্দ ভাষা!

১৪.২.৭০—রাত বারোটা

দেহতাপে

ভাষায় তোমার যে-মূর্ছনা কাঁপে বুকের তারে,
উপমাতে পাই যে-দিশা, মরি,
রাগমালার নানা রাগে অনিন্দ্যঝংকারে
দেয় ধরা যে-সুষমাসুন্দরী—

সে-ফুলঝুরি ঝরায় তোমার কতটুকু আলো ?
তবু তারি বর্ণনাতেই প্রাণে
জাগে আশা অভয়, জেনে—তুমি বাসো ভালো
সুরবিহার, তাই জাগে সুর প্রাণে।

তাই জানি—যখন তোমাকে হারাই ছুঁতে গিয়ে
ছন্দে মীড়ে আমার শ্রীমস্তিনী—
তখনো অন্তরাকাশে যাও মা ঝিলিক দিয়ে—
টানতে আরো কাছে, সৌদামিনী !

দেহতাপের মাঝেও তোমার তাই তো আরাধনা
করতে মা চাই আজকে কবিতায়,
এ-প্রস্তুতি, জানি, তবু বাণীও যে সাধনা—
জেনেছি তো তোমারি দীক্ষায়।

আজ ডাকি তাই : "বেলা যখন ঐ আসে ঢিমিয়ে,
অস্তাকাশে ঘনায় ম্লান ছায়া,
গানে আমার ঝিলিক দিয়েই যেও না মা মিলিয়ে,
দাও ভরসা—ধরবে তুমি কায়া।

"নই অরূপের সাধক আমি, নামেন প্রেমে যিনি
অপরূপের রূপে ধরাতলে,
তাঁরি বাঁশি যেন তোমার শঙ্খরবে চিনি—
এই মিনতি জানাই চোখের জলে।"

মধ্যরাত্রি, ১৫.১.৭০)

প্রেমপান্থী

আসবে তুমি আলো ক'রে রাঙবে যেদিন লগ্ন,
সেদিন মরুজাগরণে ফুল ফোটাবে স্বপ্ন।
কী সাধনা করব আমি
বলো তো অন্তরযামী ?
রত্নাকরের ডাক শোনে যে সে-ই পায় প্রেমরত্ন।
যাকে তুমি ছোঁও—শুধু হয় সফল তারি স্বপ্ন।

পায়ের রশি পড়বে খসি', ঝাঁপ দেব নিঃশঙ্ক—
যেম্‌নি আমায় "আয় আয় আয়" ডাকবে তোমার শঙ্খ
সেই আহ্বান শুনে চিনে
নেব তোমায় দিনে দিনে,
এই দৃষ্টির জ্বালাও প্রদীপ। "তোমার জলতরঙ্গ
দীক্ষা দেবে সুরের"—গায় ঐ তোমার অভয়শঙ্খ।

নয় এ-জীবন মায়াকানন, আনন্দ নয় ভ্রান্তি,
তুমি আছ, তাই ব্যথায়ও বিছায় গভীর শান্তি।
অশ্রুমেঘও তোমায় চিনি
হয় ঝলকে সৌদামিনী :
তোমার উষায় নিশার বুকেই জাগে সোনার কান্তি,
বাধাই জয়ের দেয় ভরসা, দুঃখে নামে শান্তি।

"অনিন্দ্যসুন্দর! অন্তর চায় তোমাকে কান্ত!"
এই গান যার গায় প্রাণ—হয় তোমার পথের পান্থ।
দাও মন্ত্র এই সাধনার—
ভক্তিসরল আরাধনার,
"আমার আমার" ক'রেই ঘুরে মরে পথভ্রান্ত :
"তোমার তোমার" গেয়ে হব তোমার পথের পান্থ

১৩.১.৭০

ঘনশ্যাম

এসো ফাল্গুনে বসন্ত দ্বারে।
এসো, বন্দিব সঙ্গীতে তারে।
তৃণ ফুল পল্লব চারিধারে
গায়: "এসো নাথ"—জয়ঝঙ্কারে।

এসো শ্যামসুন্দর বরদাতা!
এসো জীবন-মরণবিধাতা!
মায়া- বন্ধন-সঙ্কট-ত্রাতা!
চির বন্ধু, দিশারি, পিতামাতা!

আমি তৃষাতুর কৃপায় তোমারি,
জানি তোমারেই প্রাণকাণ্ডারী,
প্রতি পূজারীর মর্মবিহারী
তাই অতনু তনুর অভিসারী।

জানি প্রতি কণিকায় তুমি রাজো,
সুখে দুখে বাঁশি মঞ্জীরে বাজো,
তবু দেখিতে নয়নে চাই আজো--
তুমি প্রতি সুরে তালে তালে বাজো।

"পথে দেখা দাও"—গায় প্রেমপান্থ,
"তব উষারাগে করো হে নিশান্ত,
আলো হেসে ভালোবেসে ব্রজকান্ত,
করো বিরহবেদনা মিলনান্ত।

আখর

প্রতি বিন্দুতে সিন্ধু বিরাজো।
বুকে বুকে আনন্দ রাগে বাজো
বহু- রূপী! নিতিরূপে সাজো

১লা ফাল্গুন }
১৩.২.১৯৭০ }

লীলাময়

জেনেছি শ্যামল, তুমি সুধাসম্পদ,
জীবনে চিরসহায়, মরণে বরদ,
অমল দীপশিখারি—অকূলপাথারে
তারকামন্ত্রে দাও দীক্ষা আঁধারে।
আসীন হৃদয়াসনে তুমি চিরদিন—
জানি, তাই জানি আমি হে নির্মলিন,
তোমারি কৃপাকিরণ-বরে অন্তর
লভিবে শেষবিরাম শ্যাম, সুন্দর।
স্বপনে প্রসাদমধু পেয়েছি তোমার,
লভিব জাগরণেও স্নেহাশিস তার।
তোমার চিরচরণে যেন পাই ঠাঁই
পরম প্রেমশরণে—এ-ই শুধু চাই।

ঐন্দ্রজালিক ওগো অনিন্দ্য তনু।
বাদলের অশ্রুতে হাসি-জলধনু
ফুটায়ে অভাবনীয় অঘটন কত
ঘটাও করুণাবাণী ঝঙ্কৃ' নিয়ত!

তবুও ক্ষণে ক্ষণে কেন মনে হয়—
তোমার সাধনপীঠ নয় নাথ, নয়
ধূলিধূমপঙ্কের ম্লান ভূমিকায়?
কেমনে মণিকামালা গাঁথিবে হেথায়
কোমল পুলককলি প্রতিপদে যেথা
উন্মেষে ঝ'রে যায়—থাকে শুধু ব্যথা?

পটপরিবর্তন হয়। দেখা দাও
ঝলকি' নীলনিশান, আনন্দে গাও:
"রঙের দোললীলায় উচ্ছলি আমি
রক্তকাঁটায় গোলাপিয়া দিনযামী।
চেতনা-প্রগতি নয় কবিকল্পনা,
বাধা করে বিকাশের সোপান রচনা।
নিরাশামুকুরে ফলে আনন আশার,
বেদনা বিধুরে ছায় জয়ঝঙ্কার।
নিষ্ঠুর আড়ালের কালো যবনিকা
দীর্ণ করিয়া ঝলে আলোনূপুরিকা:
সে-শুভদা নটিনীর প্রসাদে বাঁধন
কাটিয়া হৃদয় দেখে অসীম স্বপন।
মেঘ নয় বিজলির বিরোধী ধরায়,
চারণী সে দামিনীর চমক-প্রভায়।
পঙ্ক পঙ্কজের অন্তক নয়,
তারি কোলে হেসে দোলে কমল অভয়।
জ্যোতিনন্দিনী ঘুম যায় নিশাবুকে
উষারি মহিমা ভঙ্কিতে যুগে যুগে।
লুকাই লীলায় আমি—শেষে ধরা দিতে,
তাই প্রাণ গায় গান আমায় বরিতে।"

পরিশিষ্ট

জর্জ উইলিয়ম রাসেল (ওরফে এ-ই) জন্মগ্রহণ করেন আয়র্লণ্ডে ১৮৬৭ সালে, দেহত্যাগ—১৯৩৫। ইংরাজীতে একটি প্রবচন আছে "The world does not know its greatest men." এ-প্রবচনটি বেশি ক'রে খাটে এ-ই বা শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ মহাজন সম্বন্ধে। এ-ই-র দীপ্ত বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছিল তাঁর কর্ম, জ্ঞান, যোগ ও কাব্যপ্রতিভার সমন্বয়ে। শ্রীঅরবিন্দের মুখে শুনেছি—এ যুগে য়ুরোপে এতবড় প্রথম শ্রেণীর যোগিকবির অভ্যুদয় হয় নি। আমার "যুগর্ষি শ্রীঅরবিন্দ" গ্রন্থে আমি এ-ই-র কথা কিছু লিখেছি। তাঁর বহুমুখী প্রতিভার কথা লিখেছেন তাঁর জীবনীকার জন এগ্লিংটন "A MEMOIR OF A. E" জীবনচরিতে। ভারতীয় ভাবধারাকে শুধু শ্রদ্ধা করা নয়, ভারতের অধ্যাত্ম প্রেরণায় এ-ই-র কবিপ্রতিভা প্রথম থেকেই উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। আমাকে তিনি কয়েকটি স্নেহলিপিতে একথা খুলেই লিখেছিলেন, তাঁর শেষ লিপিতে আমার "অনামী" সম্বন্ধে লিখেছিলেন ১৯৩৩ সালে (মূল পত্রটি পরিশিষ্টের শেষে দেওয়া হ'ল)।

"তোমার চিঠি ও 'অনামী' আয়র্লণ্ড ঘুরে লণ্ডনে আমার কাছে এসে পৌঁছেছে। আমি কিছুদিন ধ'রে যাযাবরের জীবন যাপন করছি·· যেখানেই আত্মিক অন্তরঙ্গতার যোগসূত্র পাই সেখানেই যাই।···আমি আশা করি তোমার ধর্মীয় কবিতার দরদী তুমি পাবে। আমি তোমাদের ভাষা না জানা সত্ত্বেও বইটি হাতে নিয়েই অনুভব করলাম এর মধ্যে সত্যের আলো আছে। তোমার গান যেন তোমাকে পরম নৈঃশব্দ্যের তোরণে পৌঁছে দেয়।"

এ-মহানুভব যোগিকবিচিত্রী চিরদিন ছিলেন নিঃসঙ্গ, উদাসী, জীবনের অনুরাগী হ'য়েও ছিলেন জন্ম-অনাসক্ত। তাঁর প্রদীপ্ত মহত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর এক অনুরাগী লিখেছিলেন একটি প্রাণস্পর্শী তর্পণ—তাঁর দেহান্তের পরে :

"A lovely radiance of a passing star
Upon a sudden Journey through the gloaming,
Lighting low Irish hills, and then afar
To its own regions homing.

এক পান্থ নক্ষত্রের শ্রীমন্তিনী প্রদীপ্তির প্রায়
এসেছিল ক্ষণজন্মা দৈবাৎ সন্ধ্যার স্নিগ্ধ ক্ষণে,
ঝলকি' আইরিশ শিশু শৈলবালা মঞ্জু সুষমায়
সুদূর আকাশে ফিরে গেছে আপনার নিকেতনে।

REFUGE

Twilight, a timid fawn, went glimmering by,
And Night, the dark-blue hunter, followed fast.
Ceaseless pursuit and flight were in the sky,
But the long chase had ceased for us at last.

We watched together while the driven fawn
Hid in the golden thicket of the day.
We, from whose heart pursuit and flight were gone,
Knew on the hunter's breast her refuge lay.

সন্ধ্যা, ভীরু হরিণী সে, ঝিকিমিকি ঝলকে পলায়,
নিশীথ অসিতনীল নিষাদ তাহারে অনুসরে :
এ ছুটেছে শ্রান্তিহীন, ও তাহার পিছে পিছে ধায়
সুদীর্ঘ মৃগয়া হ'ল সাঙ্গ অবশেষে দিগন্তরে।

দেখিলাম চাহিয়া সে শঙ্কিত উধাও হরিণীরে
লুকাতে দিনের স্বর্ণারণ্য চক্রবালে—পেয়ে ভয়।
আমরা বিরাজি এই লুকোচুরি খেলার বাহিরে :
জানি—নিষাদে'র বুকে শিকারের অন্তিম আশ্রয়।

GEORGE. W. RUSSELL (A. E.)

"Who art thou O glory,
In flame from the deep,
Where stars chant their story,
Why trouble my sleep ?

Why tremble and weep now,
Whom stars once obeyed ?
Come forth to the deep now
And be not afraid.

My power I surrender,
To thee it is due,
Come forth, for the splendour
Is waiting for you."

কে গো অলোকমহিমময়ী আলোবাহিনী !
আজ উদিলে সিন্ধু হ'তে বাহু হেন ?—
যেথা বৃন্দ তারকা গায় তারাকাহিনী
যাও সেথায়—তন্দ্রা ভাঙো আমার কেন ?

তুমি কাঁপিয়া উঠিলে ? তুমি কাঁদিয়া সারা ?
যার ইঙ্গিতে গ্রহতারা ধাইত নভে ?
এসো আজ সিন্ধুর ডাকে বন্ধহারা :
ভয় কী তোমার—তোমাকেই ডাকে সে যবে ?

দিব শক্তি-পাথেয়—নাই যাহার সীমা
তব জন্ম-স্বত্ব তাহে অমৃতপথিক !
তুমি এসো ছেড়ে এসো সব, আলোগরিমা
দেখ রয়েছে তোমার পথ চেয়ে অনিমিখ ।

Pure at heart we wander now,
Comrades on the quest divine ;
Turn not from the stars your brow
That your eyes may rest on mine.

Pure at heart we wander now,
We have hopes beyond today
And our quest does not allow
Rest or dreams along the way.

We are in our distant hope
One with all the great and wise :
Comrade, do not turn or grope
For a lesser light that dies.

We must rise, or we must fall :
Love can know no midde way.
If the great life do not call,
There is sadness and decay.

* * *

Some for beauty follow long
Lying traces : some there be
Seek thee only for a song :
I to lose myself in thee.

* * *

O beauty, as thy heart o'erflows
In tender yielding unto me
A vast desire awakes and grows
Unto forgetfulness of thee.

নির্মল হৃদয়ে চলো সুদূরের পথে
তীর্থযাত্রী সন্ধানের বরি' অভিসার
ফিরায়োনা মুখ তব তারালোক হ'তে
রাখিতে নয়ন তব নয়নে আমার।

চলো দূর অভিসারে নির্মল হৃদয়ে,
প্রাণের দুরাশা হোক যুগান্তর-ব্রতী,
স্বপন-বিলাস নয়, বিশ্রামও নহে
অমৃত-সন্ধানে চাই ক্লান্তিহীন গতি।

বরি' ঋষিধ্যান অনাগত-অভীপ্সায়
আমরা মিলিব দীপ্ত দুর্লভ শিখরে;
চাহিও না ফিরে ফিরে সংশয় দোলায়
যে প্রভার ক্ষণফুল না ফুটিতে ঝরে।

পাতিব আসন ব্যোমে অথবা ধুলায়,
থামে না প্রেমের রথ কভু মধ্যপথে।
মহীয়ান জীবন না ডাকে যদি হায়,
ক্ষয় অবসাদ শুধু লভিব জগতে।

*   *   *

বরিতে তোমার রূপশ্রী কেহ যুগ যুগ ধরি' চায়
তব পলাতক চরণচিহ্ন করিতে অনুসরণ।
সঙ্গীতে তব মহিমা ঘোষিতে কেহ বা চায় তোমায়,
আমি চাই শুধু তোমার মাঝেই আত্মবিসর্জন।

*   *   *

রূপশ্রী! আমার কাছে দাও ধরা যবে
কোমল আপনহারা আত্মসমর্পণে
আমার পিপাসা জাগে বিপুল বৈভবে
তুলিতে তোমার রূপ অরূপ-বরণে।

SIBYL

A myriad loves her heart would confess,
That thought but one to be wantonness.

To be on the hillside, gay and alone,
A twilight sibyl, with rock for her throne,

There she was sweetheart to magical things,
To cloudland, woodland, mountains and springs.

She yielded to them but was not the less
Pure, but the more for that wantonness.

For through these lovers her spirit grew
To be clear as crystal and cool as dew.

To know the lovely voices of these,
Of light, of earth, of winds and of seas,

When the spirit wakens it will not have less
Than the whole of life for its tenderness.

She laughed in herself on her seat of stone,
"It would be wanton to love but one."

* * *

What shall they have, the wise, who stay
By the familiar ways……
Who shun the infinite desire,
And never make the sacrifice
By which the soul is changed to Fire ?

বহুবল্লভা

"কোটিমুখী গতি আমার প্রেমের"—গাহিত তরুণী সাঁঝবিহানে,
ভাবিত—বাসিলে একজনে ভালো স্বৈরাচারিণী হবে সে প্রাণে।

শৈলমালার সখী হ'য়ে বালা পুলকোচ্ছলা হ'ত বিজনে,
সন্ধ্যার ছায়া অঙ্কে মোহিনী আসীনা শিলায় সিংহাসনে।

সেথা—নয় যারা লোকসম্ভব হ'ত সে তাদের প্রিয়া সবারি
জলদসংঘ, কানন, কুঞ্জ, তুঙ্গ শিখর, ঝর্ণাঝারি।

সকলেরি ডাকে দিত সাড়া বালা, হয় নি সে ম্রিয়মানা তা বলি,'
আরো নির্মলা হয়েছিল সে যে—বহুবল্লভা প্রীতি উছলি'

নিখিল প্রেমীর প্রেমেই যে তার মর্মনলিনী মঞ্জরিত,
স্ফটিকের ম'ত স্বচ্ছ হ'ত সে, শিশিরের ম'ত স্নিগ্ধ প্রীত।

হেন অপরূপ বন্ধু সবারি স্বর চিনি' হ'ত স্বয়ম্বরা :
অসাড় আলো লক্ষছন্দ—সমীর সিন্ধু, বসুন্ধরা।

অন্তরতম যখন জাগে সে হয় না তো কভু স্বল্পসুখী :
গাঢ় কোমলতা-আকিঞ্চনেই হয় যে সে সারা বিশ্বমুখী।

বসিয়া পাষাণপীঠে মৃদু হেসে গাহিল সুরমা আপনমনে :
স্বৈরাচারিণী হ'ত সে যে—যদি দিত মালা শুধু একটিজনে।

* * *

কী পাবে তাহারা, সেই সাবধানী সুবিজ্ঞের দল
চলে যারা চেনা পথে—অনন্তের দুরাশা অমল
করে যারা পরিহার—করে নাই ত্যাগ যারা হায়,
বয়ে যায় অন্তরাত্মা রূপান্তর লভে বহ্নিতায়!

The unattainable beauty,
The thought of which was pain
That flickerd in eyes and on lips
And vanished again ;
That fugitive beauty
Thou shalt attain.

* * *

Pure one, from your pride refrain
Dark and lost amid the strife
I am myriad years of pain
Nearer to the fount of life……

* * *

No sign is made while empires pass.
The flowers and stars are still His care,
The constellations hid in grass,
The golden miracles in air.

* * *

Though the crushed jewels droop and fade
The Artist's labours will not cease,
And of the ruins shall be made
Some yet more lovely masterpiece.

* * *

We dwindle down beneath the skies
And from ourselves we pass away ;
The paradise of memories
Grows ever fainter day by day

সে-অধরা রূপকান্তি—চিন্তায়ও যাহার
বিধুর অন্তর ছায় গভীর তৃষায়,
ঝলকিয়া ক্ষণতরে নয়নে, অধরে
অমনি যে চকিতে মিলায়,
সে-পলাতকায়
পাবে তুমি তৃষারি দিশায়।

*　　*　　*

হে নির্মল ত্যাগী! এ অহেতু গর্ব করো পরিহার।
নিরন্ত সংগ্রামে যারা লক্ষ্যহারা সর্বহারা কাঁদে
জীবনের গঙ্গোত্রীতে হবে তারা উত্তীর্ণ তোমার
কোটি-কল্প-বর্ষ পূর্বে বেদনার সাধনাপ্রসাদে।

*　　*　　*

রাজ্যের পর রাজ্য বিলীন হয় যখন
দেখে না সে চেয়ে। ভালো সে আজিও তেমনি বাসে
তারকা কুসুম তৃণের বুকে যে দ্যুতি গহন
কনকোজ্জ্বল যে মহামহিমা ছায় বাতাসে।

*　　*　　*

কোটি তারামণি যদি খ'সে পড়ে চূর্ণ হ'য়ে
হবে না সে-মহাশিল্পীর কারুকৃতির লয়:
রচিবে সে সেই ধ্বংসাবশেষ কণিকা ল'য়ে
এক নব লোক—আরো সুন্দর মহিমময়।

*　　*　　*

আকাশের তলে ম্লানমুখে যাই মিলায়ে
বিদায় লই যে আপনারি কাছে হায়!
অধরার স্মৃতিফুলদল আলো হারায়ে
দেখি—দিনে দিনে তিলে তিলে ঝ'রে যায়।

To bring this loveliness to be,
Even for an hour, the Builder must
Have wrought in the laboratory
Of many a star for its sweet dust.

করিতে সৃষ্টি ক্ষণতরেও এ-নবরূপের
কত তারকার মণিমন্দিরে সে-রূপকার
বহ্নিচূর্ণ ল'য়ে অগণ্য জ্যোতিষ্কের
পরীক্ষা করেছিলেন সৃজনানন্দে তাঁর।

I sometimes think : a mighty Lover
Takes every burning kiss we give ;
His lights are those which round us hover :
For Him alone our lives we live.

মনে হয়—কোনো বৈদেশী প্রিয়তম মহান্‌
আমাদের প্রতি উচ্ছাসচুম্বন লয় বরি'।
চারিধারে তাঁরি উজ্জ্বল আলো দীপ্যমান
তাঁরি তরে শুধু আমরা বিশ্বে প্রাণ ধরি।

Your eyes are filled with tender light
For those whose eyes are dim with tears.
They see your brow is crowned and bright
But not its ring of wounding spears.

নয়নে তোমার নিঝরে অঝোর কোমল জ্যোতি
তাদের ব্যথায়—নয়ন যাদের অশ্রুম্লান।
ওরা দেখে শিরে তোমার দীপ্র মুকুটজ্যোতি,
দেখে না রক্তকাঁটার কিরীট হে মহীয়ান্‌।

41 Sussex Gardens, London

November 4, 1933

Dear Dilip Roy,

Your letter and the book (ANAMI) have been forwarded to me here. I have been for sometime a wanderer and in a few months I expect to move again, but whether back to Ireland or to America I cannot say. I allow the law of spiritual gravitation to pull me wherever it find affinities for me.

I wish I could read the poetry in your own language. I could only read what is in English and the letters you print. You should be happy having a guru who can understand and guide you and friends who can discuss with eagerness upon spiritual things. In these islands there is much intellectual activity, but there is little understanding of any state of consciousness beyond the sphere of the argumentative mind, and if one speaks of the spirit to too many it is a void in which nothing is sensed.

I read Sri Aurobindo's comments on my letter. You must remember I was only writing about the craft of a lyric, not about the idea. I can see the difficulty he speaks of, and it is a happiness to be in such a perplexity when the soul has come to a sphere where all is light and how is one to express this. My solution would apply only when the poet had but rare vistas of white light, and that describes my own state and I erred in assuming that the way which was sufficient for myself could be a way for others whose radiance was not so often darkened as mine......I once wrote :

Life has no glory'
    Stays long in one dwelling
And time has no story
    That is true twice in telling.

We must, as Sri Aurobindo says, make the English language spiritually adequate I have no doubt that if one has truly a great vision or a great inspiration the right words will fly up to the mind to make a fitting garment for the thought and if the great God speaks through a mental in whatever language, that language will be made sacred as Sanskrit or any of the holy languages used by the prophets of old. I am sorry I cannot follow your mind through a language I do not know, I know I lose much, for from the letters of your friends which you print I divine a great preoccupation with spiritual things and surmise its best expression must be in your verse.

Poetry comes to me but fitfully, for as one gets old the body does not quickly melt at an idea as in youth and, in writing poetry, not the mind only but the whole being must be melted. Here is one of the last of my verses, written in the mountaneous region of Donegal in Ireland.

The pool glowed to a magic cauldron
 O'er which I bent alone.
The sum burnt fiercely on the water,
 The setting sun :
A madness of fire, around it
 A dark glory of stone.

 O mystic fire !
Stillness of earth and air !
That burning silence I
 For an instant share.
In the crystal of quiet I gaze
 And the God is there.

Within that loneliness
What multitude !
In the silence what ancient promise
Again renewed !
Then the wonder goes from the stones,
The lake and the shadowy wood.

And here is another, too pensive perhaps for you who live so happily :

The skies were dim and vast and deep
Above the vale of rest.
They seemed to rock the stars to sleep
Beyond the mountain's Crest.

I sought for graves I had mourned, but found
The roads were blind. The grave,
Even of love, heart-lost were drowned
Under time's brimming wave.

Huddled beneath the wheeling sky,
Strange was my comfort there :
That stars and stones and love and I
Drew to one sepulchre.

I hope your book (ANAMI) will find readers to appreciate your spirituality and poetry. I touch the book which I cannot understand and have the psychic impression that there is something real in it. I hope that Song will follow you the gates of Silence.

Yours sincerely, A. E.

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৭	২৩	ভায় ?	ভায়—
১৭	২৪	সে-দিশা…ধারায়	যে-দিশা…আসায়
২৩	১৩	উছলে	উচ্ছলে
৩১	২১	যন্ত্রণ	যন্ত্রণা
৩৪	১১	করেণ তিনি ভুলতে	করেন তিনি ভুলতে
৩৬	২১	বিস্ময়ে	বিস্ময়ে
৪১	১৯	সে-মন্দিরের	সে-মন্দিরে
৪২	২২	মর্ত ভয়	সর্ত ভয়
৪৭	২৪	আসে	আমি
৫৩	৬	করে নিবেদন	করে নিরন্তর
৫৬	১৩	ভাগের	ভোগের
৬৬	৬	রূপান্তরের	রূপান্তরে
৬৮	৭	চিত্তেরে	ম্লান চিত্তেরে
৭১	১০	বিকট	বিকচ
৭২	২	প্রধানেরা শুধু কথা কয় নাহি শুনে	প্রবীণারা বলে কেবল কথা— না শুনে
৭৮	৪	উছলে	উচ্ছলে
৭৮	১৪	শুভদে	জননী
৯৬	২২	কত পাষণ্ডী যে সাধুর আশিস্ পেয়ে	সাধুর আশিস পেয়ে কত পাষণ্ডী যে
১০৬	১৩	উচ্ছলিয়া	উজ্জ্বলিয়া
১০৭	৪	উচ্ছল	উছল
১১১	১৪	শিবদৃষ্টিদীপদানে।	শিবদৃষ্টিদীপদানে—
১২৪	২৩	মাঝে	বুকে
১৩০	১১	ক্ষেমংকার	ক্ষেমঙ্কর
১৩০	২৫	বাড়িবে	বাহিরে
১৩৯	১	সবই সবই	সবই সইব
১৪৪	২	'উছলি'	উচ্ছলি'
১৪৫	১৯	যার ঝর্ণা	তার ঝর্ণা

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৫৬	১৭	দেখায়	শেখায়
১৬২	১৩	আমি	আঁখি
১৬৮	২০	দক্ষিণে	দখিনে
১৭৬	২৩	vasts	the vast
১৭৮	১২	laugh	smile
১৮১	১৮	নীড-পিপাসা	নীড়-পিয়াসী
১৮৫	৭	পারে	পারো
১৯০	২২	the Hades	Hades
১৯১	১৫	মনীশ	মণীশ
১৯১	১৯	কন্মষ	কল্মষ
১৯১	২৩	ধায়তি	ধ্যায়তি
১৯২	১৫	আমায়	আমার
১৯৭	২৬	প্রীত	প্রীতি
২০১	১১	তুই	পথিক তুই
২০৪	১১	মধুমিতে	মধুমিডে
২০৪	২৩	তৃষ্ণা	তৃষা
২০৫	শেষ	প্রাণে যে	প্রাণে সে
২০৬	৫	[illegible]ধর	ভিক্ষার
২০৮	৮	জ্বালাও	[illegible]ও
২০৯	৪	ঘুচায়ে	নাশে
২১২	৯	রসে।	রসে
২১৭	শেষ	অন্ধ	অঙ্ক
২১৭	উনশেষ	তার কিনতে	তার কিনতে
২১৯	১২	হারাই	না পাই
২২৪	১৮	সবই মেনে	সব মেনেও
২২৭	১৮	প্রেমের	প্রেমে
২২৯	১৭	তোমার	তোমায়
২২৯	২২	ভজিবে	ভজিতে
২৩২	১৮	অর্ঘ্য	অর্ঘ
২৩৪	৫	অট্টরব	অট্টরব
[illegible]	১৫	কৃপায়	কৃপার

বিঃ দ্রঃ—১২৮ পৃষ্ঠার ১৪ পংক্তিটি বাদ পড়েছে। পংক্তিটি হবে—

তাকে পারো দুঃখ দিতে—চায় যে মায়া যশ-প্রণামী!

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৪৬	১৯	তার অভয় শিখা	তারি অভয় শিখা
২৪৯	২০	মারাষ	মায়ার
২৫১	১০	জাগে	জাগো
২৫২	৫	উছলে	উচ্ছলে
২৬৪	১২	তোলে	তোলো
২৬৮	১৮	জন্মদিনে	জন্ম দিলে
২৬৯	৯	মান দিনে	মান দিতে
২৭৩	১০	কাঁটার	কাঁটায়
২৭৯	শেষ	নিতি [illegible]	নিতি নব রূপে
২৮১	উনশেষ	[illegible]মালা	শৈলমালা
২৮[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] ছন্দ
২৯২	১৯	sum	sun
২৯৩	১৫	were	was

শ্রীদিলীপকুমার রায়ের

উপন্যাস : ভাবি এক হয় আর*, দ্বিচারিণী ২·৭৫, দোটানা ৩·০০, ধূসরে রঙিন ৯·০০, দোলা* তরঙ্গ রোধিবে কে*, ছায়ার আলো ৭·০০।

রমন্যাস : (অঘটনী) :—অঘটন আজো ঘটে ৫·৫০, অভাবনীয় ১০·০০ অঘটনের ঘটা ৬·০০, অঘটনের শোভাযাত্রা ও অঘটনের সূত্রপাত (এক খণ্ডে) ১০·০০, অঘটনের পূর্বরাগ ৯·০০, অশ্রু হাসি ইন্দ্রধনু (যন্ত্রস্থ), অঘটনী গল্পমালা ১০·০০, ছায়াপথের পথিক (যন্ত্রস্থ), পতিতা ও পতিতপাবন (যন্ত্রস্থ)।

কাব্য : মধুমুরলী ১০·০০, অনামিকা-সূর্যমুখী ১২·০০, কৃষ্ণকথাকাহি·ী ৬·০০, তারাঞ্জলি (যন্ত্রস্থ)।

নাটক : শ্রীচৈতন্য ৩·০০, মীরা বৃন্দাবনে ৪·০০, ভিখারিনী রাজকন্যা ২·৫০, আপদ ও জলাতঙ্ক*, সাদাকালো*।

ভ্রমণ : দেশে দেশে চলি উড়ে ৬·৫০, ভ্রাম্যমাণ ৭·৫০, এদেশে ওদেশে*, আবার ভ্রাম্যমাণ*, ভূস্বর্গ চঞ্চল*।

জীবনচরিত ও প্রবন্ধাদি : তীর্থংকর ৮·০০, স্মৃতিচারণ (১ম ভাগ) ১২·০০, স্মৃতিচারণ (২য় ভাগ) ৬·৫০, যুগর্ষি শ্রীঅরবিন্দ (যন্ত্রস্থ), মহানুভব দ্বিজেন্দ্রলাল ৫·০০ সাঙ্গীতিকী ২·৫০ ছান্দসিকী ৫·০০, ইন্দিরাদেবীর পত্রাবলী (অনুবাদ) ৫·০০, উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল*, ধর্মবিজ্ঞান ও শ্রীঅরবিন্দ ১২·০০।

স্বরলিপি : সুরবিহার (প্রথম খণ্ড) ৪·০০, সুরবিহার (দ্বিতীয় খণ্ড) ৪·০০, দ্বিজেন্দ্রগীতি ৮·০০, হাসির গানের স্বরলিপি ৩·০০, গীতশ্রী*, নবগীতি মঞ্জরী*, সুরাঞ্জলি ২০·০০।

---

* চিহ্নিত বইগুলি ছাপা নেই, তবে অদূর ভবিষ্যতে পুনর্মুদ্রিত হবে।